মানসী

মোহাম্মাদ আব্দুলহাক

মানসী

মোহাম্মাদ আব্দুলহাক

Copyright © 2016 by Mohammed abdulhaque
Cover by: Mohammed abdulhaque

All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form by any electronic or mechanical means including photocopying, recording, or information storage and retrieval without permission in writing from the author.

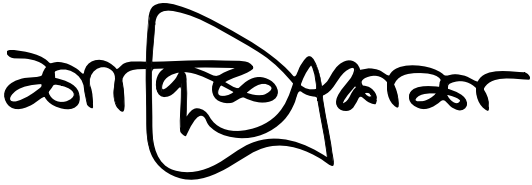

Manoshi
ISBN-13: 978-1505629682
ISBN-10: 1505629683

www.bookorebook.com
Email: ahaque@hotmail.co.uk

আমার লেখা অন্যান্য বই

অবলীলা
অমানিশাত
অন্যাকর্ষণ
অপ্সরা
অসমাপ্ত প্রমোপন্যাস
আত্মাভিমানী
বৃত্তে বৃত্তান্ত (কবিতা)
ধাধপুরে বারবেলা
গুণমণি
হাজিবাবা
জাতে বাংলাদেশি
কাব্যরসিকা
Love tune
নীলকমল
পরমাত্মীয় (মহোপন্যাস)
পূর্বরাগ
সত্যপ্রেম
স্বয়ম্বরা

শব্দের একাধিক অর্থ আছে। অভিধান ব্যতিরেক অর্থ বুঝতে চাইলে অর্থান্তর হয়।
আত্মার তৃতীয় আবরণে মনোময় আল্পনা এঁকে নাম রেখেছি মানসী,
হাবভাব ভাববাচ্যে বিমোহিত আমি সত্যি ওকে অনেক ভালোবাসি।

উৎসর্গ

আকাশ ঝামরিয়ে পরিবেশ মেঘাচ্ছন্ন হলেও বনবাদাড়ে বসন্তোৎসব। লীলাচঞ্চলে পুষ্পসুবাস। পরিযায়ী পাখিরা তামাবিলে নেমে জলকেলি করছিল। ছাদের উপর দাঁড়িয়ে তুহিন গুনগুন করে চারপাশে তাকায়। আশেপাশে লোকজন নেই। চোখ বুজে গানে টান দেবে এমন সময় মেঘডম্বর ফেটে তামাবিলে বাজ পড়ে ছ্যাঁত করে উঠলে পাখিরা উড়াউড়ি শুরু করে। তুহিন বুকে থু থু দিয়ে মাথা তুলে সামনের বাসার দিকে তাকায়। সালোয়ার কামিজ পরিহিত যুবতী তড়বড় করে গাড়ি থেকে নেমে ভোঁ দৌড়ে বাসায় প্রবেশ করার সাথে সাথে অসময়ের বৃষ্টি ঝেঁপে বর্ষিত হয়। যেন একবারের বর্ষণে বান ডাকবে। বাজের ডাকে দাঁত কটকট করে তুহিন দৌড় দিতে চেয়ে সামনের বাসার ছাদের দিকে তাকিয়ে নিম্নকণ্ঠে বলল, 'আনন্দময়ী নিশ্চয় অলোকসুন্দরী?'

যুবতী তখন ছাদে উঠে দু হাত মেলে মনোল্লাসে বৃষ্টিস্নান করছিল। বৃষ্টিসজল উজ্জ্বলাকে দেখে কাব্যসাদকের মতো ভাববোলাকণ্ঠে কবিতাবৃত্তি করে, 'বৃষ্টিতে ভিজে তব তন সজল হয়ে পরিপার্শ্বে কামানল জ্বালিয়েছে। বৃষ্টিভেজা বিতনুকে দেখে মিনমিনে মন চনচনে হতে চাইছে। হে বৃষ্টিবিলাসিনী! তোমাকে বাহুতে চাই আমি অপেক্ষমাণ। বরণ করো। অবিস্মরণীয় হবে বাদলসন্ধ্যা বরিষণমুখরিত হয়েছে।'

মনের কথা মানসীর কানে না পৌঁছে ঝমঝম বৃষ্টির শব্দে অস্পষ্ট হয়। আনন্দোদ্ভাসিত বৃষ্টিবিলাসিনীর প্রাণবন্ত চাঞ্চল্যে তুহিন জীবনীশক্তির সন্ধান পেয়ে আনন্দবিহ্বল হয়ে অপলকদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। তাকে হাসতে দেখে বাদলবরিষণ ঝরিয়ে নীলিমা মুচকি হাসে। বৃষ্টি এবং বৃষ্টিবিলাসিনীকে ধন্যবাদ বলে দ্রুত নেমে

গোসলখানায় প্রবেশ করে এবং মাথা ধুয়ে তোয়ালে দিয়ে মুছতে মুছতে বেরিয়ে উচ্চকণ্ঠে বলল, 'এক কাপ গরম চা চাই।'

এমন সময় বার কয়েক বিজলি চমকালে আনন্দোচ্ছল যুবতী সন্ত্রস্তা হয়। তুহিন শুকনো কাপড় পরে আস্তেধীরে হেঁটে জানালার পাশে যায় এবং দু হাতে কপাট খুলে চৌকাঠে ঠেক দিয়ে সামনের বাসার দিকে তাকায়। বৃষ্টিবিলাসিনী তখনও বৃষ্টিস্নান করছিল। তুহিন মৃদু হেসে শিউরে হাতে হাত মলে দু হাতে মুখ ঢেকে হাঁচি দিয়ে 'আলহামদুলিল্লাহ' বলে আরো কয়েকটা হাঁচি দিয়ে ডান হাতে নাক ঘষে এবং আরো হাঁচি আসতে চাইলে কাঁধ ঝুলিয়ে হতাশকণ্ঠে বলল, 'এ কী সর্বনাশ করেছি?'

চা'র কাপ হাতে বৃদ্ধা প্রবেশ করে বলল, 'সাহেব, আপনার চা। রাতের রান্না সেরেছি। আমি এখন চলে যাব।'

তুহিন কাপ হাতে নিয়ে সামনের বাসার দিকে তাকিয়ে বলল, 'অমনি অথবা শূন্য হাতে কুটুমবাড়ি গেলে ভূতে কিলায়। অমন করে কেউ অমনি অমনি কথা বলে না। বিমনা হলেও মন অমনি বিক্রীত হয় না। ঢিল না মারলে গাছ থেকে বেল অমনি মাথায় পড়ে না।'

বৃদ্ধা কপাল কুঁচকে বলল, 'সাহেব, মাঘের মেঘে ভিজে এমনি অমনি কথা বলছেন কেন?'

তুহিন বুক ভরে শ্বাস টেনে বলল, 'অমৎসর হতে চাই আমি জানি আমার মনে অমতি। বরাবর বারোটায় রোজ বারবেলা শুরু হয়। ঘরেবারে হাঁটি আমি আত্মার আত্মিয়ার দেখা না পাই। মিনমিনে মন যাকে দেখে চনচনে হয়েছে তার সাথে মন বিনিময় করতে চাই।'

'সাহেব, আজ আপনার কী হয়েছে?'

'আম্মা!' বলে চিৎকার করে তুহিন কান পেতে বলল, 'সোনাসংসার আজাড় হলে মধুর বুলি ভীষণ শব্দে প্রতিধ্বনিত হয়। পরিবেশ নিস্তব্ধ হলে আমার কলিজাকে ধুনখারা বানিয়ে কে যেন তোলো ধুনে। ধুনুরিকে আমি কখনো দেখিনি। কোথাও শান্তি নেই। শান্তিস্বস্ত্যয়নের জন্য আত্মার আত্মিয়ার পাশে বসে খোশগল্প করতে চাই।'

'সাহেব, আপনি তো জানেন আপনার সব কথা আমি বুঝি না।'

'একে একে সবাই অমরাবতী চলে গিয়েছেন। একমাত্র আমি অবশিষ্ট, নীরবে নিপীড়িত এবং নিষ্পেষিত হওয়ার জন্য।'

'সাহেব, একটা কথা বলব? দয়া করে রাগ করবে না।'

'ঠিকাছে রাগ করব না।'

'বিয়ে করছেন না কেন?'

'আমার অর্ধাঙ্গিনী হয়ে শপ্তপুরে যে আসবে সে অকালবসন্তে মরবে। আমি মরব না।' বলে তুহিন দীর্ঘশ্বাস ছাড়লে বৃদ্ধা কপট হেসে বলল, 'আমি তো এখনো জলজ্যান্ত।'

'যমে ধাওয়া করলে বিভ্রান্ত হয়ে সর্বস্বান্ত হবে। দৌড়ে বাড়িঘরে যাও।' বলে তুহিন চা'য় চুমুক দিয়ে মাথা দিয়ে ইশারা করে। আর কথা না বলে বৃদ্ধা বিদায় হয়। চা পান করে তুহিন আস্তেধীরে হেঁটে প্রতিটি কামরা দেখে দরজা জানালা

বন্ধ করে বসারঘরে যায়। ল্যাপটপ এবং ইন্টারনেট ওন করে জানালার পাশে যেয়ে সামনের বাসার দিকে তাকায়। মেঘ কেটে আকাশ পরিষ্কার হয়েছে। ছাদে কেউ নেই। পরিবেশ নিস্তব্ধ। আশেপাশে দোকানপাট নেই। কিছুর প্রয়োজন হলে শহরে যেতে হয়। বাসা দুটি শহরের এক প্রান্তে। লোকজন তেমন আনাগোনা করে না। বৃদ্ধা দুপুর এসে রান্না করে সূর্য ডাবার আগে চলে যায়। বিলম্ব হলে তুহিন দিয়ে আসে। আজ সে কোথাও যায়নি বিধায় বৃদ্ধাকে একা যেতে হয়েছে। সাধারণত এই সময় সে বাইরে থাকে। বৃষ্টিবিলাসিনীকে আজ প্রথমবারের মত দেখেছে। সম্ভবত ভাড়াটে বদলে নতুন ভাড়াটে এসেছে। তার সাথে এখনো পরিচয় হয়নি। সেও গায়ে পড়ে ভাব জমাতে চায় না। বৃষ্টিবিলাসিনীকে দেখে তার মনেরাকাশে আশার বিজলি চমক দিয়েছে। গোমড়া মুখে মুচকি হাসি। চেয়ার টেনে বসে পিয়ানো বাজিয়ে গুনগুন করে, 'তোমার আশে বসে আছি আমি আজো তোমার দেখা পেলাম না, চাতকের মত আকাশে তাকিয়ে তোমার চাঁদমুখ দেখলাম না। দিনমান চিন্তা করি আমি আজো মনের কথা বলতে পারলাম না। মানসী, তোমাকে খুঁজে দেশ দেশান্তর ঘুরে দেশে এসেছে দখিনা।'

সোফায় বসে ল্যাপটপ টি-টেবিলে রেখে মনোযোগি হয়। মেসেঞ্জারে লগইন করে কপাল কুঁচকে মেইল খুলে...

হে কল্পিত পুরুষ,

কেমন আছেন?

মানসী।

লেখা দেখে তুহিন অত্যাশ্চর্য হয়ে বিড়বিড় করে বলল, 'মানসী আসল কোত্থেকে?' জবাব না পেয়ে দাঁড়িয়ে ধীরে ধীরে হেঁটে পাকঘরে যেয়ে চা বানিয়ে বসারঘরে ফিরে। বরিষণমুখরিত পরিবেশে মৃদুমন্দ বাতাস। গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি ঝরে দিনান্তের সন্ধ্যা বাদলসন্ধ্যা হয়েছে। আজ নীলিমায় আকাশপ্রদীপ জ্বলেনি বিধায় তুহিন সন্ধ্যাদীপ জ্বালাতে ভুলেছে। সামনের বাসায় সাঁঝের বাতি জ্বললে আলোর দিকে তাকিয়ে তুহিন মৃদু হেসে নিম্নকণ্ঠে বলল, 'শপ্তপুরে সেঁজুতি জ্বালিয়ে কার জন্য অপেক্ষা করব? অপেক্ষা শব্দ লিখতে যেমন কষ্ট, সময় কাটাতেও তেমন কষ্ট। খালি কষ্ট।'

বিরক্তোক্তি করে সোফায় বসে ল্যাপটপের দিকে তাকিয়ে কপাল কুঁচ করে। কে যেন আয়নার ভিতর থেকে তার সাথে আলাপ করছে।

'আশ্চর্য।' নিম্নকণ্ঠে বলে তুহিন দ্রুত টাইপ করে জবাব দেয়, 'আমার সাথে আলাপ করছেন নাকি?

মানসী ... 'জি। আমি সেঁজুতি। আপনার ডাক নাম কী?'

তুহিন ... 'তুহিন।'

মানসী ... 'স্বনাম?'

তুহিন ... 'তুহিন।'

মানসী ... 'স্বনামে কেউ অনলাইন আলাপ করে না। দয়া করে নাম বলবেন?'

তুহিন ... 'আজব কাণ্ডকারখানা! আমার এই আইডি কোথায় পেলেন?'

মানসী ... 'মনে মনে চিন্তা করে এড করেছিলাম।'

তুহিন ... 'এসব আপনি কী বলছেন?'

মানসী ... 'আপনি আশ্চর্য হচ্ছেন কেন?'
তুহিন ... 'মনে মনে চিন্তা করে আপনি আমার আইডি এড করছেন জেনে আমার আক্কেল প্রায় গুড়ুম।'
মানসী ... 'চিন্তার কারণ নেই একটু পর ঠিকঠাক হবে।'
তুহিন ... 'আশার দড়ায় বেঁধেছি মনরে, সুখ তুমি যাবে কোথায় ঝাঁপটে ধরব তোমারে।'
মানসী ... 'সুখে সুখিনী হতে চেয়ে আমি দুখিনী হয়েছি। সুখ পাখি হয়ে উড়ে যেতে চায় দূরে।'
তুহিন ... 'নিরানন্দ হতে চাই না আমি নন্দে নন্দিত করতে চাই অন্যকে। কিন্তু হায়! আনন্দ নিন্দা করে বলে, তুই তো হাসতে জানিস না।'
মানসী ... 'সুখানন্দ মনের ভিতর থাকে। সুখ সুখ জপে আত্মসুখী হওয়া যায় না। সুখের কাঙাল হলে অসুখী হতে হয়। প্রকৃত সুখ স্বস্তির দোসর। বেশি হাসিখুশি অস্বস্তিকর।'
তুহিন ... 'হাসবেন জেনেও বলছি, আমি এখন মরুভূমির বাতাসের মত। থমকে থামলে শব্দ স্তব্ধ হবে। শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আমি মরতে চাই না। আমার আত্মার কষ্ট হবে। আপনি হয়তো জানেন, মঙ্গলসাধনে মন মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হয়।'
মানসী ... 'ওরে বাসরে।'
তুহিন ... 'দেখেছেন? অপশব্দ ব্যবহারে আমরা এত অভ্যস্ত হয়েছি যে শুদ্ধ শব্দ ব্যবহারে বিত্রস্ত হই।'
মানসী ... 'আজকের জন্য যথেষ্ট বাখান হয়েছে! এখন বলুন আপনি কি বিবাহিত?'
তুহিন ... 'ব্যক্তিগত প্রশ্ন করছেন কেন?'
মানসী ... 'জানতে চাই মাত্র! আপনি বিবাহিত না অবিবাহিত দয়া করে বলবেন?'
তুহিন ... 'আশ্চর্য! এসব প্রশ্ন করছেন কেন?'
মানসী ... 'সহজ সরল একটা প্রশ্ন করেছি। জটিল ভেবে এত কোঁথাচ্ছে কেন?'
তুহিন ... 'মায়! আমি কখন কোঁথালাম?'
মানসী ... 'বারংবার কোঁথাচ্ছেন কেন?'
তুহিন ... 'আপনি জানতে চান আমি কি বিবাহিত?'
মানসী ... 'জি। বলবেন?'
তুহিন ... 'যদিও বিয়ে করতে চাই কিন্তু জানি না বিয়ে করতে পারব কি না?'
মানসী ... 'এত আচম্বিতে কথা লিখলেন কেন?'
তুহিন ... 'সত্য সবসময় আচম্বিতে হয়।'
মানসী ... 'আপনার ছবি দেখতে পারব?'
তুহিন ... 'দেখুন! আপনি আমাকে চিনেন না এবং আমি আপনাকে চিনতেও চাই না। আমি এখন লগ অফ করব।'
মানসী ... 'দোহাই! দয়া করে লগ অফ করবেন না।'
তুহিন ... 'আপনি কে?'
মানসী ... 'রূপের ধুচনি আমি যাচাইবাছাই করে সুন্দর ডাকনাম রেখেছি।'
তুহিন ... 'নামটা পড়তে পারব?'
মানসী ... 'মানসী।'

তুহিন ... 'সেঁজুতি নিশ্চয় আপনার আসল নাম?'
মানসী ... 'জি না। ওটাও আমার ডাক নাম।'
তুহিন ... 'আপনার কয়টা ডাক নাম আছে?'
মানসী ... 'মাত্র দুইটা।'
তুহিন ... 'আসল নামটা যেন কী?'
মানসী ... 'সুন্দর একটা ডাক নাম দেবেন? খুব সুন্দর হতে হবে।'
তুহিন ... 'নাম বলছেন না কেন, ভয় হচ্ছে নাকি?'
মানসী ... 'ইস! মাত্র একটা ডাকনাম চেয়েছিলাম। দরাজ হাতে লিখে দিলেন না। আপনি এত কিপটে জানলে কখনো ডাক নাম চাইতাম না'
তুহিন ... 'আপনি আমকে হাসালেন।'
মানসী ... 'হাসার আগে চিন্তা করুন আমি বেজার হয়েছি। এখন হাসুন।'
তুহিন ... 'আমি আর হাসব না।'
মানসী ... 'কেন?'
তুহিন ... 'হাসার জন্য আপনি আমাকে মিনতি করছেন।'
মানসী ... 'মায়! হাসার জন্য আমি কখন মিনতি করলাম?'
তুহিন ... 'জানেন আমি এখন হাসি আটকাতে পারছি না।'
মানসী ... 'হাসুন। হাসতে থাকুন। আপনাকে কে বারণ করছে? হাসুন হাসুন।'
তুহিন ... 'আমার প্রতি খুব রাগ হচ্ছে তাই না?'
মানসী ... 'মায়! আপনার প্রতি রাগ হবে কেন?'
তুহিন ... 'আমি যে হাসছি?'
মানসী ... 'আমি তো শুনতে পাচ্ছি না।'
তুহিন ... 'জানেন আমি আসলে হাসিনি। তবে হাসতে চেয়েছিলাম।'
মানসী ... 'হাসি থামালেন কেন?'
তুহিন ... 'আমি চাই না আমার হাসির কারণ শুনে আপনি হাসুন?'
মানসী ... 'মায়! আপনার হাসির কারণ শুনে আমি কেন খামোখা হাসব?'
তুহিন ... 'সত্যি বলেছেন, আমার হাসির কারণ শুনে আপনি কেন খামোখা হাসবেন?'
মানসী ... 'আপনি এখন কী করছেন?'
তুহিন ... 'হাঁসের মত বসে আছি?'
মানসী ... 'মায়! আপনি এত আজব কথা লিখেন কেন?'
তুহিন ... 'আমি নাকি অদ্ভুত তাই আজব কথা বলি এবং লেখি।'
মানসী ... 'আচ্ছা এখন বলুন, হাঁসের মত বসে কিসের জন্য অপেক্ষা করছেন?'
তুহিন ... 'মানসীর নয়নবাণে আহত হওয়ার জন্য।'
মানসী ... 'আচ্ছা। হাঁসরা বসে কিসের জন্য অপেক্ষা করে?'
তুহিন ... 'আলসেমি দূর করার জন্য আরাম করে। সেই সুযোগে পাষাণ শিকারীরা গুলি করে মেরে শিকে গেঁথে আগুনে পুড়ে মজা করে খায়।'
মানসী ... 'হায় রে হায়।'
তুহিন ... 'রাগ করছেন কেন?'
মানসী ... 'মাত্র একটা ডাক নাম চেয়েছিলাম। না দিয়ে আপনি আমাকে হাঁস

বানিয়ে গুলি করে মেরে শিকে পুড়ে খেতে চাইছেন।'
তুহিন ... 'সেরেছে।'
মানসী ... 'চমকে উঠলেন কেন, পরাণে খুঁচা লেগেছে নাকি?'
তুহিন ... 'হ্যাঁ।'
মানসী ... 'খাইছে গো।'
তুহিন ... 'কী হল?'
মানসী ... 'না কিছু না?'
তুহিন ... 'হ্যাঁ জানি।'
মানসী ... 'বাগুরায় বাঘ আটকেছে গো।'
তুহিন ... 'এসব কী বলছেন?'
মানসী ... 'মায়! আমি কখন কী বললাম?'
তুহিন ... 'অনুগ্রহপূর্বক আপনি কি বলবেন, সদয় হয়ে আমাকে এড করেছেন কেন?'
মানসী ... 'আমি অত্যন্ত দুঃখিত।'
তুহিন ... 'পরাণে খুঁচা লেগেছে নাকি?'
মানসী ... 'জানেন? হাড়কিপটে আপনি এক নম্বর নকলনবিশ।'
তুহিন ... 'তিন সত্য করে বলছি আপনি সত্য বলেছেন।'
মানসী ... 'আপনি এখন কী করছেন?'
তুহিন ... 'ধেয়ান চিন্তা করে বলতে হবে।'
মানসী ... 'কী চিন্তা করবেন?'
তুহিন ... 'আমি যেন এখন কী করছি?'
মানসী ... 'আপনি জানেন না?'
তুহিন ... 'জি না।'
মানসী ... 'হায় হায়।'
তুহিন ... 'কী হয়েছে?'
মানসী ... 'আগড়বাগড় লিখছেন কেন?'
তুহিন ... 'আগড়বাগড় পড়ার জন্যই তো ধানাইপানাই করে আমাকে এড করেছেন।'
মানসী ... 'হায় রে হায় আমি এখন কী করি?'
তুহিন ... 'সট করে আমাকে মুছে ফেলুন। সব সমস্যার সমাধান হবে।'
মানসী ... 'জি না কখনো না।'
তুহিন ... 'কী কখনো না?'
মানসী ... 'আপনাকে মুছব না।'
তুহিন ... 'কারণটা জানতে পারব কি?'
মানসী ... 'আমি বলব না।'
তুহিন ... 'কেন?'
মানসী ... 'তা আমার ব্যক্তিগত বিষয়।'
তুহিন ... 'আন্দাজি এড করে বলছেন তা ব্যক্তিগত বিষয়। আচ্ছা ঠিকাছে আমি এখন লগ অফ করব।'

মানসী ... 'এমন করেন কেন?'
তুহিন ... 'মায় আমি কেমন করলাম, আমার সাথে এমন করে কথা বলছেন কেন?'
মানসী ... 'আমি জানি না।'
তুহিন ... 'আপনি কে?'
মানসী ... 'স্বপ্নচারিণী হতে চাই আমি আপনার স্বপ্নদর্শিনী।'
তুহিন ... 'স্বপ্নবৎ পরিবেশ। স্বপ্নিলাকাশে মন ভেসেছে। স্বপ্নোত্থিত হতে চাই না। জল্পনা কল্পনা করে আলাপিনীর সাথে আলাপ করতে চাই।'
মানসী ... 'জি না, আমি এখন লগ অফ করব।'
তুহিন ... 'দোহাই লগ অফ করো না।'
মানসী ... 'এখন কী হয়েছে?'
তুহিন ... 'মানসী! কে তুমি কী?'
মানসী ... 'দুখিনী আমি কল্পনাবিলাসিনী।'
তুহিন ... 'এসব কী বলছেন?'
মানসী ... 'বলছি না আমি লিখছি মাত্র।'
তুহিন ... 'আমার সাথে রাগ করছেন কেন, আমি কী করলাম?'
মানসী ... 'কী করলাম বলছেন!?'
তুহিন ... 'দাঁত কটমট করছেন, খুব রাগ হচ্ছে তাই না।'
মানসী ... 'জি।'
তুহিন ... 'বলবেন?'
মানসী ... 'কী বলব?'
তুহিন ... 'আপনি কে এবং আমাকে কেন এড করেছেন এবং আইডি জানলেন কেমনে?'
মানসী ... 'সোমত্ত আমি স্বপ্নাদিষ্ট হয়েছি।'
তুহিন ... 'কী বললেন?'
মানসী ... 'জি।'
তুহিন ... 'ওঃ আঁও! আমার আইডি আপনি স্বপ্নে পেয়েছেন?'
মানসী ... 'একটা কবিতা লিখেছিলাম। একমাত্র আপনার জন্য।'
তুহিন ... 'পড়তে পারব?'
মানসী ... 'পড়ে আর কী হবে?'
তুহিন ... 'নিরাশ হলেন কেন?'
মানসী ... 'ইচ্ছা করে আপনি আমাকে নিরাশ করেছেন?'
তুহিন ... 'কবিতা পড়তে দিলে আর নিরাশ করব না?'
মানসী ... 'সত্যি?'
তুহিন ... 'তিন সত্য।'
মানসী ... 'আজ না আরেক দিন।'
তুহিন ... 'আজ আমাকে হতাশ করলে আপনি হতাশ্বাস হবেন?'
মানসী ... 'দিচ্ছি তো! খুঁজে বার করতে সময় লাগে। সট করে সব কিছু হয় না।'
তুহিন ... 'আচ্ছা আচ্ছা, আস্তেব্যাস্তে খুঁজে বার করুন আমি আছি।'

মানসী ... 'পড়ে প্রশান্ত হও,
O dreamer, welcome to my dreamland.
I know it's dreamily, surreal,
The reason is, my thoughts are Illusive.
Loveless I am wandering in never-never land,
Woolgatherer he is idealist,
He is a wishful thinker, the escapist.
Dream-walker I am, he is my dreamer,
In this dreamlike atmosphere.
তুহিন ... 'ওঃ আঁও, ওরে বাসরে।'
মানসী ... 'কী হল চিল্লাছেন কেন?'
তুহিন ... 'কবিতা কে লিখেছে?'
মানসী ... 'দূর।'
তুহিন ... 'কী হল আবার রাগ করছেন কেন?'
মানসী ... 'একটা কবিতা লিখেছিলাম। একমাত্র আপনার জন্য। কে লিখেছিল?'
তুহিন ... 'নিশ্চয় আপনি। ও আচ্ছা কবিতা আপনি লিখেছেন, এইমাত্র বুঝলাম।'
মানসী ... 'হায় রে আমার কবিতা।'
তুহিন ... 'এখন আবার কী হলো?'
মানসী ... 'কবিতা অনুবাদ করতে হবে। আমি পারছি না।'
তুহিন ... 'আমি পারব না গো।'
মানসী ... 'কেন?'
তুহিন ... 'জবরজং ভাষায় জবর জটিল কবিতা লিখেছেন।'
মানসী ... 'কী বলছেন?'
তুহিন ... 'বলছি, অদ্ভুত ভাষায় অত্যাশ্চর্য কবিতা লিখেছেন।'
মানসী ... 'হায় রে হায়! উঁপফুরে।'
তুহিন ... 'বিরক্ত করছি নাকি?'
মানসী ... 'আপনি একটা মিনমিনে। তাই আমি বিরক্ত হচ্ছি।'
তুহিন ... 'জি আপনি সত্য বলেছেন।'
মানসী ... 'এমন করেন কেন?'
তুহিন ... 'কেমন করি? দয়া করে বললে আর করব না।'
মানসী ... 'শরীর কাঁপিয়ে হাসছেন কেন?'
তুহিন ... 'ওরে বাসরে।'
মানসী ... 'চমকে উঠেছেন নাকি?'
তুহিন ... 'জি। আপনি জানলেন কেমনে?'
মানসী ... 'কল্পশক্তির জোরে।'
তুহিন ... 'ওঃ আঁও।'
মানসী ... 'এত ওঃ আঁও ওঃ আঁও করেন কেন?'
তুহিন ... 'আর করব না।'
মানসী ... 'আপনি কী করেন?'

তুহিন ... 'খাই আর ঘুমাই। কোনো কাজ নাই। গন্তব্য জানি না বিধায় পা বাড়িয়ে পিছাই।'
মানসী ... 'মায়! চুটকি বলে আমার সাথে রসিকতা করছেন কেন?'
তুহিন ... 'আমি রং ঢং করি না। দিনানুদিন আমার মন নিরস হচ্ছে। আমি অপেক্ষমাণ! অসহায় নয় আমি সেচ্ছায় অপেক্ষা করি। অন্যরা ব্যস্ত। আমার জন্য সময় নেই। অসময়ে আমি অপেক্ষা করি। এই তো আমার জীবন।'
মানসী ... 'নিশ্চয় আপনার মন খারাপ।'
তুহিন ... 'হয়তো।'
মানসী ... 'এমন করে কথা বলছেন কেন?'
তুহিন ... 'আমি কথা বলছি না। মনের কথা লিখছি মাত্র।'
মানসী ... 'মন দেখতে কেমন জানার বড্ড শখ। শুনেছি মন নাকি দেখতে খুব সুন্দর।'
তুহিন ... 'আত্মাকে দেখা যায় না। শুধু অনুভব করা যায়।'
মানসী ... 'ওঃ আঁও! আপনি জানেন কেমনে?'
তুহিন ... 'আশ্চর্য হচ্ছেন কেন?'
মানসী ... 'আশ্চর্যজনক কথা বললে যেকোনো জন আশ্চর্য হবে বা হয়।'
তুহিন ... 'হয়তো।'
মানসী ... 'আমার সাথে আলাপ করে আপনি বিরক্ত হচ্ছেন, তাই না?'
তুহিন ... 'তিক্ত অতিষ্ট হচ্ছি না। কৌতূহলাক্রান্ত হয়েছি।'
মানসী ... 'এত আজব শব্দ ব্যবহার করেন কেন?'
তুহিন ... 'আচকা ব্যবহার করলে কৌতূহলিও কৌতূহলোদ্দীপক হয়।'
মানসী ... 'জি আপনি সত্য বলেছেন।'
তুহিন ... 'না বুঝে জি বলে লাল গাল ফুলাচ্ছেন কেন?'
মানসী ... 'আমি এত আশ্চর্য হয়েছি যে, এখন জানি না আমি কী রাগান্বিত না হতভম্ব।'
তুহিন ... 'চক্ষু চড়ক গাছ হয়ে আপনার মগজে ভ্যাবাচ্যাকা লাগতে শুরু করেছে।'
মানসী ... 'জানেন, আপনাকে এড করতে পেরে আমি সত্যি খুশি হয়েছিলাম। বুদ্ধিভোঁতা করে আপনি আমাকে দেওয়ানী বানাতে চাইছেন।'
তুহিন ... 'ঝানু আপনি জবর সেয়ানা।'
মানসী ... 'কী বলতে চাইছেন?'
তুহিন ... 'আমি কেন আপনাকে দেওয়ানী বানাব?'
মানসী ... 'হায় রে হায়! নিশির ডাক শুনে আলাইকে ডেকে আমি এ কার পাল্লায় পড়লাম?'
তুহিন ... 'প্রেমে মজে দেওয়ানী হলে লোকজন আপনাকে বিরহিণী ডাকবে। পাগলাগারদে যাওয়ার ভয়ে পাগলিনী ডাকবে না।'
মানসী ... 'দয়া করে বলুন তো শুনি, সুবোধ এতবড় বোদ্ধা হলেন কেমনে?'
তুহিন ... 'আমি ফাঁড়ায় পড়েছি রে! তুরন্তে কেউ আমারে উদ্ধার করো।'
মানসী ... 'আলাইর ডাকে কেউ সাড়া দেয় না। কু ডাক শুনলে আধকালা হতে হয়।'

তুহিন ... 'আপনি শুধু আমার আইডি এড করেছেন। আমার নামধাম জানেন না।'
মানসী ... 'দিবাতন চিন্তা চেষ্টা করেও মন থেকে মানসীকে বার করতে পারবেন না। চাইলে স্বেচ্ছায় বৃথা চেষ্টা করতে পারবেন।'
তুহিন ... 'জানেন আপনি আমাকে ভয়ত্রস্ত করছেন। কিন্তু কেন?'
মানসী ... 'আমি জানি না। আম্মু আমাকে ডাকছেন। পরে আবার লগইন করব।'
তুহিন ... 'আমি আছি। আপনি যান।'
মানসী ... 'মনের গহনে থাকে মানসী হব আমি স্বপ্নচারিণী হয়ে জেনেছি আপনি স্বপ্নদর্শী।'
তুহিন ... 'তিন সত্য করে বলে আপনি সত্য বলেছেন।'
'আম্মু ডাকছেন।' লেখে মানসী লগ অফ করে।
'হে নারী তোমরা ধন্য। নগন্য আমি মনে প্রাণে মা'কে করি মাণ্য।' মেসেঞ্জারে লিখে দাঁড়িয়ে ধীরে ধীরে হেঁটে জানালার পাশে যেয়ে ভাবগম্ভীর হয় ...
'কল্পপুরে থাকে মনমুনিয়া সুখের গান গায়, মুনিয়ার গান শুনে মনভোমারা গুনগুনায়। জানি না ঠিকানা, চিনি না তারে আমি খুঁজি হায়, মন বরণ করেছে মানসীকে নয়ন দেখতে চায়।' গুনগুন করে গেয়ে আস্তেধীরে হেঁটে পাকঘরে যেয়ে চা বানিয়ে ধীরে ধীরে হেঁটে যেয়ে চেয়ার টেনে বসে চা পান করে কবিতা লেখায় অভিনিবিষ্ট হয়, 'অপেক্ষার প্রহর ভাদ্রের বাদদুপুরের ছায়ার মত প্রলম্বিত হয়। মিলনের প্রহর বসন্তের ভরদুপুরের ছায়ার মত ক্ষণস্থায়ি। হে অপেক্ষা! তুমি আমাকে অপেক্ষমাণ করেছ। অপেক্ষায় আক্ষিপ্ত হইনি আমি সুখস্পর্শে প্রাণবন্ত হয়েছি। পঞ্চতন্ত্র জানার জন্য মন্ত্র জপে মন্তা হতে চাই। সুখিনীর হাত ধরে সুখী হওয়ার পণ করেছি। মনে মনে মানস করে মানিনী মানসী হয়েছে। ধৈর্যাবলম্বনে সহিষ্ণু হলে সুখবাসরে অপেক্ষার হবে নিরবশেষ।'
কবিতা লেখা শেষ হলে নিম্নকণ্ঠে কথা বলে, 'মানসী কে? আমি যেমন চাই তেমন করে কথা বলে। রেগে গাল ফুলায়। অভিমান করে মনের কথা জানতে চায়। মানসী কে বা কী? আমার ইমেইল জানল কেমনে? এটা তো আজ মাত্র বানালাম। তবে কি সত্য বলছিল? অসম্ভব! মানসী যে বলল স্বপ্নে পেয়েছে। আমিও তো মনিহারির মত আইডি বানিয়েছিলাম। কী শুরু হল?'
এমন সময় মানসী লগইন করে মেসেঞ্জারে ঠুকা দেয়। তুহিন চেয়ার টেনে বসতে বসতে লিখে, 'এসেছেন?'
মানসী ... 'কী করছেন?'
তুহিন ... 'চা পান করছিলাম।'
মানসী ... 'চা শেষ করুন। পরে কথা বলব।'
তুহিন ... 'ধন্যবদা। চা শেষ হয়েছে।'
মানসী ... 'এত তরস্ত তরাস করেন কেন, আমি উড়াল দিয়ে যাচ্ছি নাকি?'
তুহিন ... 'না তা নয়।'
মানসী ... 'গাণ্ডেপিণ্ডে গিলছেন নাকি?'
তুহিন ... 'মানসী।'
মানসী ... 'কী জানতে চান?'
তুহিন ... 'না কিছু না।'

মানসী ... 'আমাকে একটা সুন্দর ডাকনাম দেবেন?'
তুহিন ... 'নিশ্চয় নিশ্চয়।'
মানসী ... 'এত উদ্রগীব উত্তেজিত হচ্ছেন কেন?'
তুহিন ... 'বৃষ্টিতে ভিজতে খুব ভালোবাসি। সমস্যা হলো, মেঘের ফোঁটা মাথায় পড়ার সাথে সাথে সর্দি হয়।'
মানসী ... 'জানি কথা বদলাতে চাইছেন। যাক, আমি বৃষ্টিস্নান খুব ভালোবাসি। বিকেল বেলা মনানন্দে বৃষ্টিজলে গোসল করেছিলাম।'
তুহিন ... 'সত্যি বলছেন?'
মানসী ... 'আপনি কোথায় থাকেন?'
তুহিন ... 'অত্যন্ত দুঃখিত?'
মানসী ... 'কী হল! খামোখা বেজার হলেন কেন?'
তুহিন ... 'আমি কোথায় আছি তা বলতে চাই না। তবে আমি জানি আপনি কে এবং কোথায় থাকেন।'
মানসী ... 'ইয়া আল্লাহ গো।'
তুহিন ... 'বিত্রস্তা হচ্ছেন নাকি?'
মানসী ... 'জি, আমার বুকে উচ্চগুতা শুরু হয়েছে।'
তুহিন ... 'কেন?'
মানসী ... 'আমি কে আপনি চিনেন। আপনাকে আমি চিনি না।'
তুহিন ... 'ভয় নেই, আপনার বাসায় আমি আসব না।'
মানসী ... 'আপনি কোথায় থাকেন, দয়া করে বলবেন?'
তুহিন ... 'প্রয়োজন নেই। যাক, আপনাকে বৃষ্টিবিলাসিনী ডাকতে পারব?'
মানসী ... 'কেন?'
তুহিন ... 'বৃষ্টিবিলাসিনী শব্দ খুব পছন্দ করি। দুঃখের বিষয় হল, চাইলেও কাউকে ডাকতে পারব না।'
মানসী ... 'আমাকে ডাকতে চান কেন?'
তুহিন ... 'আমার প্রিয় শব্দ উপহার দিয়ে আপনাকে প্রিয়জন করতে চাই।'
মানসী ... 'সত্যি বলছেন?'
তুহিন ... 'জি আমি সত্য লিখছি।'
মানসী ... 'আপনার সাথে দেখা করতে পারব?'
তুহিন ... 'অসম্ভব, কখনো না।'
মানসী ... 'এত সহজে না বলতে পারলেন?'
তুহিন ... 'কত সহজে আমাকে এড করেছেন জেনে আমি খুব কষ্টে না লিখেছি।'
মানসী ... 'এমন করে কথা বলেন কেন?'
তুহিন ... 'আমি মনের কথা লিখছি। আপনার সাথে কথা বলছি না।'
মানসী ... 'একই কথা।'
তুহিন ... 'না, মনে মনে যা'র সাথে কথা বলা হয় সে আত্মার আত্মিয় হয়। জানি না পুরুষকে কী ডাকেন, তবে নারীকে মানসী ডাকেন। তাই আমি আরো আশ্চর্য হয়েছি।'
মানসী ... 'কেন?'

তুহিন ... 'আপনার ডাক নাম মানসী।'
মানসী ... 'আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ।'
তুহিন ... 'কেন?'
মানসী ... 'আমি বুঝেছিলাম আপনি আমাকে চিনেন এবং আমার কুৎসিত সুরত দেখে ফেলেছেন।'
তুহিন ... 'আপনাকে আমি দেখতেও চাই না।'
মানসী ... 'এমন করে কথা বলেন কেন?'
তুহিন ... 'হতাশ হলেন কেন?'
মানসী ... 'আমি যে হতাশ হয়েছি তা জানলেন কেমনে?'
তুহিন ... 'মনের কথা মনে মনে বলছিলেন। আমার মন আপনার মনের কথা শুনেছিল।'
মানসী ... 'আমি আসলে অবাক হয়েছিলাম মাত্র।'
তুহিন ... 'হয়তো।'
মানসী ... 'রাগ করছেন কেন?'
তুহিন ... 'আমি কখন রাগ করলাম?'
মানসী ... 'আবারো রাগ করে লিখছেন?'
তুহিন ... 'না তো।'
মানসী ... 'এখন আপনি আশ্চর্য হয়েছেন, তা আমি জানি।'
তুহিন ... 'জি আমি আশ্চর্য হয়েছি।'
মানসী ... 'এক কাজ করুন, আমার বাসায় চলে আসুন চা খেয়ে গপসপ করব।'
তুহিন ... 'আপনি আমার কথা বিশ্বাস করেছেন, তাই না?'
মানসী ... 'কোন কথা?'
তুহিন ... 'ভাবছেন আমি সত্যি আপনার বাসা চিনি।'
মানসী ... 'আপনিই তো লিখেছিলেন আপনি জানেন আমি কে এবং কোথায় থাকি।'
তুহিন ... 'আপনাকে বিত্রস্তা করতে চেয়েছিলাম মাত্র।'
মানসী ... 'কেন?'
তুহিন ... 'এমনি।'
মানসী ... 'এমনি কেউ কাউকে ভয়ত্রস্ত করে নাকি?'
তুহিন ... 'আমি জানি না।'
মানসী ... 'আপনি নিশ্চয় আমাকে চিনেন।'
তুহিন ... 'জি না, আপনাকে আমি চিনি না। যাক! আমি এখন আমার এক বন্ধুর সাথে কথা বলব। সে অপেক্ষা করছে।'
মানসী ... 'উনি আপনার বাসায় এসেছেন নাকি?'
তুহিন ... 'না।'
মানসী ... 'ফোন করেছেন?'
তুহিন ... 'না।'
মানসী ... 'তাইলে?'
তুহিন ... 'অনলাইন কথা বলব।'

মানসী ... 'মায়! অলাইন কথা বলবেন কেমনে?'
তুহিন ... 'ক্যামকলে কথা বলব।'
মানসী ... 'হাত থেকে পড়ে আমার ক্যামকলার বিকল হয়েছে।'
তুহিন ... 'আপনি এখন বেজার হয়ে গাল ফুলিয়েছেন, তাই না?'
মানসী ... 'ইয়া আল্লাহ গো।'
তুহিন ... 'কী হল, অবাক হচ্ছেন কেন?'
মানসী ... 'আপনি জানলেন কেমনে?'
তুহিন ... 'কল্পশক্তি ব্যবহার করতে চেয়েছিলাম। মন বাঁধা দিয়ে বলল আপনি অবাক হয়েছেন, তাই লিখলাম, রাগ করবেন না।'
মানসী ... 'না আমি রাগ করিনি তবে সত্যি ত্রস্তা হয়েছি।'
তুহিন ... 'কেন?'
মানসী ... 'আমার মন বলছে আপনি মনের কথা শুনতে পান। ও মা গো।'
তুহিন ... 'জানেন, আমি এখন হে হে হি হি করে হাসছি।'
মানসী ... 'কেন জানতে পারি কি?'
তুহিন ... 'আপনার লেখা পড়ে।'
মানসী ... 'মায়! আমি এত হাসার কথা লিখেছি নাকি?'
তুহিন ... 'না তা নয়। তবে মনের সামনে আপনাকে দেখতে পাচ্ছি।'
মানসী ... 'আচ্ছা, আপনি এখন আপনার বন্ধুর সাথে কথা বলুন আমি লগ অফ করব।'
তুহিন ... 'আপনাকে খুঁজে বার করার জন্য মুড়িমিছরি নিয়ে বেরোব না।'
মানসী ... 'মুড়িমিছরি কী, দয়া করে বলবেন?'
তুহিন ... 'মুড়ি নিশ্চয় চিনেন?'
মানসী ... 'জি।'
তুহিন ... 'মিছরি?'
মানসী ... 'জি।'
তুহিন ... 'যোগ করলে মুড়িমিছরি হয়, তাই না?'
মানসী ... 'পাইছে লাগাল বড়টায়, হায় হায়। একি করলাম? দূর, বার বার পাঠাচ্ছি কেন?' মানসী খুব দ্রুত লিখে এন্টার বাটন ছাপছিল যদ্দরুন যা যা লিখছিল সব তুহিনের সামনে ভাসছিল।
তুহিন ... 'কী হল, এমন করছেন কেন?'
মানসী ... 'আপনি রাগ করেছেন, তাই না?'
তুহিন ... 'না তো?'
মানসী ... 'আমি দুঃখিত। ক্ষমা চাই।'
তুহিন ... 'রাগ করিনি। আসলে পেটে ধরে হেসে কুটিপাটি হয়েছি।'
মানসী ... 'কেন?'
তুহিন ... 'আমার মন বলছে আপনার বয়স বেশি নয়।'
মানসী ... 'আপনি তো আমাকে দেখেননি। তাইলে নিশ্চিত হবে কেমনে?'
তুহিন ... 'ভাববাচ্য এবং লেখার ধাঁচ।'
মানসী ... 'এসব কী বলছে?'

তুহিন ... 'লেখা পড়া করছেন না স্কুল কামাই করে আমার মত মহা পণ্ডিত হয়েছেন?'
মানসী ... 'শাইতে প্রথম বছরের ছাত্রী।'
তুহিন ... 'শাইতে কী?'
মানসী ... 'শাহজালাল ইউনির্ভাসিতে পড়ি।'
তুহিন ... 'হেঁইও! পাইছে লাগাল মাঝারিটায়।'
মানসী ... 'কী হল! আজব শব্দ লিখলেন কেন?'
তুহিন ... 'আমি বড়টা হলে আপনি মাঝারিটা। দয়া করে রাগ করবেন না।'
মানসী ... 'ইস্! উঁপফুরে। এ কার পাল্লায় আমি পড়লাম। কু ডাক শুনে আলাইকে ডেকে আমি অনলাইন দায়ে ঠেকেছি?'
তুহিন ... 'নিজের সাথে রাগ করছেন নাকি?'
মানসী ... 'জি।'
তুহিন ... 'কেন লিখলে পড়ে জানব। দয়া করে পটপট করে লিখবেন? আপনি খুব দ্রুত লিখতে পারেন, আমি পারি না।'
মানসী ... 'হায় রে আল্লাহ! আমি এখন কী করি?'
তুহিন ... 'কী করতে চান?'
মানসী ... 'আমি জানি না।'
তুহিন ... 'আচ্ছা, আমি এখন আমার বন্ধুর সাথে কথা বলব। আপনিও আপনার বন্ধু বান্ধবদের সাথে গল্পগুজব করুন। ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।'
মানসী ... 'প্লিজ প্লিজ লগ অফ করবেন না।'
তুহিন ... 'কেন কী হয়েছে?'
মানসী ... 'আপনার সাথে আলাপ করে খুব ভালো লেগেছে। আমি সাধারণত কারো সাথে আলাপ করি না। আমার বন্ধু বান্ধবী নেই। যা কটা আছে ওদের সাথে শুধু মাত্র ইউনিতে কথা হয়।'
তুহিন ... 'তা আপনার ব্যক্তিগত ব্যপার। কারো ব্যক্তিগত ব্যপারে আমি নাক গলিয়ে ঠাণ্ডা মাথা ঘামাই না।'
মানসী ... 'কেন?'
তুহিন ... 'নাক লাল হয় এবং খামোখা মাথার ব্যথায় কাতরাতে হয়।'
মানসী ... 'আপনার বন্ধুর সাথে কথা বলুন আমি আছি। আজ রাত উজাগরী করে আপনার সাথে গপসপ করব।'
তুহিন ... 'আমি আন্তরিক ভাবে দুঃখিত।'
মানসী ... 'দুঃখ পেয়েছেন নাকি?'
তুহিন ... 'যা'র সামনে বলতে চাই সে কোথায় জানি না, তার চিন্তায় চিন্তক হলাম, মনেরাশা ভেলা হয়ে চিন্তার সাগরে ভাসল। সুখী হওয়ার জন্য যাকে ভালোবাসতে চাই, নয়ন তাকে আজো খুঁজে না পেল।'
মানসী ... 'আমার ঘাড়ে উপরিভার ভর করেছে গো।'
তুহিন ... 'কী হল, এত ভয়দ শব্দ সট করে লিখলেন কেন?'
মানসী ... 'আপনি ভয়ার্ত হলেন কেন?'

তুহিন ... 'তা বললে আপনি দুঃস্বপ্ন দেখবেন।'
মানসী ... 'ইয়া আল্লা গো।'
তুহিন ... 'কী হল?'
মানসী ... 'আপনি ভূ...?'
তুহিন ... 'কী লিখতে চাইছেন?'
মানসী ... 'আমার ভয় হচ্ছে। আমি আর লিখতে চাই না।'
তুহিন ... 'এমন করছেন কেন?'
মানসী ... 'আপনি নিশ্চয় অশরীরী, ইয়া আল্লাহ! এসব আমি কী লিখছি?'
তুহিন ... 'আগুনে হাত পুড়লে আমি চিৎকার করি। হঠাৎ বাজ ফাটলে চমকে উঠি।'
মানসী ... 'হঠাৎ বাজ ফাটলে মহাবীর শিউরে ওঠে।'
তুহিন ... 'আমাকে অভয় দিচ্ছেন নাকি?'
মানসী ... 'জি না, নিজেকে সান্ত্বনা দিচ্ছিলাম।'
তুহিন ... 'কল্পনারাকাশে পূর্ণমাসীর মত আপনার মুখ উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে দেখে মন আকুলি বিকুলি করে বলছে, মানসীর মুচকি হাসি দেখতে চাই উজ্জীবিত হওয়ার জন্য।'
মানসী ... 'আপনি এত প্যাঁচোয়া কেন?'
তুহিন ... 'তীর্থঙ্কর দেখে তুখোড় তুঘলকি শুরু করলে, তীব্র প্রতিবাদ করার জন্য তীবরী তুক্ক ছুড়ে ধমক দেয়, আজ তোকে তুবড়ে দেব! তা শুনে তুঁতিয়া তুন্দি ফুলিয়ে বলেছিল, তুমি শুধু কথার তুবড়ি ছোটাতে পারো আর কিছু পারো না।'
মানসী ... 'ইয়া মাবুদ! ইয়া মাবুদ।'
তুহিন ... 'কী হয়েছে?'
মানসী ... 'কান ধরে বলছি আর কখনো প্যাঁচোয়া ডাকব না। তওবা তওবা।'
তুহিন ... 'আমরা সব কিছু মনোমতো চাই। চাই পারিবেশ মনোময় হোক! কিন্তু শ্রম দেই না। লাঙলের ঈষ ভেঙে ক্ষেতের আইলে বসে থাকি। ফাঁকা মাঠ। ডেগে ভাত নেই। আলটুফালটু কথায় অহেতুক মাথা গরম হয়। টানাটানি করে দিন কাটে। টুকনিতে টাকা নেই। হাভাতেরা অবহেলিত। অনাথরা বাজারে অপমানিত হয়। অর্থান্তরে সম্মান শব্দ সমাসোক্তি হয়েছে। নিদিধ্যাসে কেউ আর সাধনা করতে চায় না। অসাধকের পথে বিবর থাকে। মনে এবং বনে শূন্যতাবোধ করি। কারণ, নিদানতত্ত্ব জানি না আমরা অলস এবং লোভী।'
মানসী ... 'চিত্তবৃত্তি যখন লোভের বিম্বে প্রতিবিম্ব হয় তখন তা শয়তানের কৃতিত্ব। সবাই এই সত্য তথ্য জানে না।'
তুহিন ... 'সত্য বলেছেন।'
মানসী ... 'আন্তরিক ধন্যবাদ।'
তুহিন ... 'একটিবার বিধুবদন দেখতে পারব? জানি না আর কত দিন বাঁচব। দোহাই নিরাশ করো না।'
এমন সময় হর্ন বাজলে তুহিন চমকে উঠে নিম্নকণ্ঠে বলল, 'হর্ন কে বাজাল?'
তার পিছন থেকে পুরুষ জবাব দেয়, 'সাহেব, রিকশা না পেয়ে ক্যাবে এসেছি। ভাড়ার জন্য ড্রাইভার অপেক্ষা করছে।'

'আরে মুইন! তুই কখন আসলে?' অবাককণ্ঠে বলে তুহিন পকেট থেকে টাকা বার করে দেয়। মুইন যতে যেতে বলল, 'কিছু খেয়েছেন?'
'যা ভাড়া দিয়ে আয়। পরে চা খাব।' বলে তুহিন লিখল, 'আমি দুঃখিত।'
মানসী ... 'কী হয়েছিল?'
তুহিন ... 'হঠাৎ কেউ হর্ন বাজিয়েছিল। যাক, আপনি এখন কী করছেন?'
মানসী ... 'আপনার সাথে আলাপ করছি।'
তুহিন ... 'জানেন, অনেকদিন পর করো সাথে মনে মনে কথা বলছি। জানি না হয়তো প্রাণবন্ত হব।'
মানসী ... 'আজব কথা লিখলেন কেন?'
তুহিন ... 'আমার কেউ নেই। সবে বলে আমি নকি অপয়া আটকপালি।'
মানসী ... 'ওঃ আঁও! আপনার আটটা কপাল। আমার মাত্র একটা।'
তুহিন ... 'আমার কথা পড়ে আপনি হাসছেন, তাই না?'
মানসী ... 'শুনেন মশাই, ভাগ্যবিশ্বাসী আমি কুসংস্কার বিশ্বাস করি না।'
তুহিন ... 'আমার উপর রাগ হচ্ছে তাই না?'
মানসী ... 'আপনি এত মর্মাহত কেন, জানতে পারব কি?'
তুহিন ... 'আমার কেউ নেই। সবাই অমরাবতী চলে গিয়েছেন আমাকে একেলা ফেলে। আমিও সব পেয়েছির দেশে চলে যেতে চাই।'
মানসী ... 'এসব কী বলছেন?'
তুহিন ... 'নিঃসঙ্গ আমি একান্তবাসী।'
মানসী ... 'আমি দুঃখিত।'
তুহিন ... 'জানি আমার দুঃখ শুনে সবাই দুঃখিত হয়, তাই আমি দুঃখকে লুকিয়ে রাখি। নিরানন্দ আমি নন্দিত হতে চাই না। নন্দে প্রাণবন্ততা আছে জানি আমি আনন্দ খুঁজে পাই না। সুখী হওয়ারাশায় দিবাস্বপ্ন দেখি আমি সুখের ঠিকানা জানি না।'
মানসী ... 'আমি জানি আপনি এখন মর্মাহত। আপনাকে সান্ত্বনা দেওয়ার ভাষা আমি জানি না। আমি দুঃখিত।'
'আমি এখন লগ অফ করব।' লিখে তুহিন লগ অফ করে দু হাতে মুখ লুকিয়ে ঘনঘন শ্বাস টানে। এমন সময় মুইন কামরায় প্রবেশ করে প্রায় দৌড়ে যেয়ে ব্যস্তকণ্ঠে বলল, 'সাহেব! কী হয়েছে?'
'এই মুইন, মানসী কে হবে রে?'
'কত দিন মিনতি করে বলেছি, অপরিচিতদের সাথে মনে মনে কথা বলবেন না, মন খারপা হবে। আমার কথা আপনি শুনতেও চান না।'
'অন্যরা তো রংঢং করে চুটকি বলে। খ্যাঁকখ্যাঁক করে হাসে। মানসী তা করেনি। আমার মত মন খুলে মনের কথা লিখে পাঠাচ্ছিল।'
'সাহেব আপনি তো জানেন, আপনার এইটুকুন মিশিনটা আমি পছন্দ করি না। একে তো ব্যবহার করতে পারি না, তারোপর অবলারা খামোখা প্যাঁচাল করে। না চিন না পরিচয়, মনে মনে চিন্তা করে যা তা লিখে সুস্থ মানুষের মন অসুস্থ করে।' বলে মুইন মুখ বিকৃত করলে তুহিন কপাল কুঁচকে বলল, 'তোর এত রাগ হচ্ছে কেন? সট করে বল নইলে দুরমুশ করব।'

'রাগ হবে না! কোথার কে, বাতাসীর মত ভেসে এসে ছাপার অক্ষরে লেখে, সোনার চান বন্ধু তুমি ভালানি? ধুৎ।'
'ওরে উজবুক! আমার ধারে আয়, আজ তোকে লেখাপড়া শিখাব।'
'সাহেব, লেখাপড়া বাদ দিয়ে গ্রামের বাড়ি চলুন মজা করতে পারবেন। ছোঁড়াছুঁড়ির চোখে-মুখে কথা বলা দেখলে গা-গতরে কাঁটা দিয়ে ওঠে। আর ফক্কড় বুড়ির খপ্পরে পড়লে গদাইলশকরি মনে চেত আসে। পাড়াগাঁয়ের লোকরা খুব সরল। কারো মনে দুঃখ দিতে চায় না। দিন রাত টানাটানি করে তো, দুঃখ দেওয়ার সময় ফুরসত তাদের নেই।' বলে মুইন কপট হাসলে তুহিন কপাল কুঁচকে বলল, 'কী বলতে চাস?'
'একা একা বসে থাকতে ভালো লাগে না। জানি না আপনি কেমনে সময় কাটান। আমার দম বন্ধ হতে চায়।'
'তুই বাড়ি চলে যা। ব্যবসার জন্য যথেষ্ট টাকা দেব। শহরে ফিরতে হবে না।'
তুহিন যখন মুইনের সাথে কথা বলছিল তখন মা মানসীকে ডাক দিলেন, 'সেঁজুতি! নিচে আয়।'
'জি আম্মু আসছি।' উঁচু গলায় জবাব দিয়ে কম্পিউটারের দিকে তাকিয়ে কপাল কুঁচকে, 'লগ অফ করল কেন?' বলে কম্পিউটার ওফ করে রেগে বিরক্ত হয়ে ঝুঁকি দিয়ে উঠে কাঁধ ঝুলিয়ে অলসের মত হেঁটে নিচে নেমে বলল, 'জি আম্মু।'
'আমার জন্য এক কাপ চা বানা। তোর বাবা আসতে দেরি হবে। আমার ভালো লাগছে না। তাই তোকে ডেকেছি। পাকঘরে আয়, মা ঝি গপসপ করে রাঁধব।'
'জি আম্মু আসছি।' বলে দ্রুত পাকঘরে প্রবেশ করে চা বানাতে ব্যস্ত হয়।
'তোর কী হয়েছে, মুখ বেজার কেন?'
'না আম্মু কিছু না। আমারো ভাল্লাগছে না। আব্বু কখন আসবেন?'
'কাজ বেশি, আসতে দেরি হবে।'
'আচ্ছা আম্মু আমার নাম সেঁজুতি রেখেছিলেন কেন?'
'কেন কী হয়েছে?'
'কিছু হয়নি। জানতে চাই।'
'সেঁজুতির অর্থ সন্ধ্যাদীপ। আমাদের অন্ধকার জীবনে একমাত্র প্রদীপ তুই। তাই তোর নাম সেঁজুতি রেখেছিলাম। কেন, কেউ কিছু বলেছে নাকি?'
'কেউ কিছু বলেনি তবে অনেকে কপাল কুঁচ করে।'
'বাংলা শব্দ তো, তাই হয়তো ওরা কপাল কুঁচ করে।'
'জি আম্মু।' দেয়ালে হেলান দিয়ে চা'য় ফুঁ দিয়ে চুমুক দিয়ে বলল, 'আম্মু, আমার আসল নামের অর্থ কী?'
'আফিয়া যয়নাব হল তোর আসল নাম।'
'অর্থ কী আম্মু?' বলে সেঁজুতি কাঁধ ঝুলালে মা মৃদু হেসে বললেন, 'পূণ্যবতী রুপসী।'
'ওঃ আঁও।'
'কী হল?'
'আম্মু, আমার নামটা কে রেখেছিলেন?' সুফিয়া আগ্রহের সাথে জানতে চাইলে মা ভাতের মাড় ঢালতে ঢালতে বললেন, 'তোর দাদার সাথে তিনদিন ঝগড়া করে

তোর নানা রেখেছিলেন। তোর আরো নাম আছে।'
'কী কী জলদি বলুন।'
'রাবিআহ, নাজীফা, রাইসা।' মাড় ঢালা শেষ করে মা মৃদু হেসে বললেন, 'তোর দাদা তোর নাম রেখেছেন সুফিয়া। যে নামে তোর নানা তোকে ডাকতেন।'
'কেন আম্মু?'
'নামদ্বয় অসাধারণ হওয়ার দরুন উনারা তিন দিন ঝগড়া করেছিলেন মাত্র। জানিস! আমরা হতাশ হয়েছিলাম এই ভেবে, তোর নাম হয়তো নামনাইনী রাখতে হবে। বাপ রে বাপ দুজন এত জিদ্দি ছিলেন।' বলে মা মাথা নাড়লে সেঁজুতি মৃদু হেসে বলল, 'আম্মা, সুফিয়া নামের অর্থ কী?'
'আধ্যাত্মিক সাধনকারিনী।'
'আম্মু, সেঁজুতি নামটা যদিও খুব সন্দুর কিন্তু শুনতে কেমন লাগে তাই না?' বলে কাঁধ ঝুলিয়ে মা'র মুখের দিকে তাকায়।
'কেউ কিছু বলেছে নাকি?' বলে মা আড়চোখে তাকালে সেঁজুতি মুখ কালো করে মাথা নত করে বলল, 'অনেকে ভাবে আমি অমুসলিম।'
'একমাত্র আমি তোকে সেঁজুতি ডাকি। আন্যরা তো সুফিয়া ডাকেন।'
'জানি তো, কিন্তু ইউনিতে সবাই আমাকে সেঁজুতি ডাকে। আমি তাদেরকে বলেছিলাম।' বলে সুফিয়া হতাশ হয়ে কাঁধা ঝুলালে মা মাথা দিয়ে ইশারা করে বললেন, 'কেন বলেছিলে?'
'সন্তানের উপর মা'র অধিকার বেশি।'
'এখন থেকে আমিও তোকে সুফিয়া ডাকব।' বলে মা চেয়ারে বসে চা'র কাপ হাতে নিলে সেঁজুতি বেজার হয়ে বলল, 'আম্মু, আপনি রাগ করেছেন নাকি?'
মা কাপে চুমুক দিয়ে চা গিলে বললেন, 'আমি খুব খুশি হয়েছি। আজ সত্যি তুই আমার জীবনাকাশ আলোকিত করেছিস।'
মা যখন সেঁজুতির নাম বদলান তুহিন তখন মুইনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'এই মুইন! আর কত দিন এভাবে বাঁচব?'
মুইন আশ্চর্য হয়ে বলল, 'আজ আবার কী হয়েছে?'
'মানসীর নামধাম আত্মপরিচয় জানতে চাই। ঠায়ঠিকানা খুঁজে বার করতে পারবে?'
'লোকমুখে শুনেছি অনলাইনে ছদ্মনামে ছদ্মবেশীরা বেশি বাড়াবাড়ি করে। নারীরা নারীর সাথে লটরপটর করে। পুরুষরা পুরুষের সাথে পটপটি করে। ইয়া মাবুদ! এসব আমি কী বকছি? সাহেব আমাকে ক্ষমা করুন। আমি পারব না।'
'চুটকির মত হলেও সত্য বলেছিস। যাক, এখন বল বাকি বারো ঘণ্টা কী করে কাটাব?'
'প্রতি রাত যেমন পোহায় আজ রাত তেমন পোহাবে। খামোখা চিন্তিত হচ্ছেন কেন?'
তুহিন পায়চারি করে বলল, 'আমার কল্পনারাকাশে চিন্তার মেঘ জমতে শুরু করেছে। জানি না কখন নয়নজলে সজল হব? যখনই হই না কেন জীবন বর্ষামুখর হবে।'
'সাহেব, কী বলতে চাইছেন খুলে বলুন। আপনি তো জানেন, আপনার সব কথা আমি সবসময় বুঝি না।'

'কী বলতে চাস?'
'আমরা এতিম। আপনি ধনী, আমি নির্ধন।'
'তুই কবে নির্ধন হলে তা বিশ্লেষণ কর?' বলে মাথা দিয়ে ইশারা করে তুহিন চেয়ারে বসলে মুইন মাথা নেড়ে মেঝেতে বসে বলল, 'ভর করেছে বড়টায়।'
'অদ্য মরব। এক কাজ কর, আমার পাশে এসে বস। আর কিছু না পেলেও সব পেয়েছির দেশে তোর দেখা পাব সুনিশ্চিত। ভাঁড়ামি করে তোকে বিগড়াতে চাই না।'
'সাহেব, আপনার পাশে বসলে আপনি আরো বড় হবেন কিন্তু আমি এক্কেবারে ছোট হয়ে যাব। যেখানে আছি এখানে বসা থাকলে অন্তত আর ছোট হব না।'
'ঠিকছে তুই নড়িস না, আরো বড় হওয়ার জন্য আমি তোর পাশে আসব।'
'সাহেব আপনি তো জানেন, জবাব খুঁজে না পেলে আমি কাঁদতে শুরু করি।' বলে মুইন কান্নার ভান করে এবং তুহিন কিছু বলবে এমন সময় ফোন বাজে। আলহামদুলিল্লাহ বলে মুইন লাফ দিয়ে দাঁড়িয়ে দৌড়ে জবাব দেয়, 'জি আপনে কে কখন আসবেন?'
'তুহিন কে দে।'
'আজ আমি এক্কেবারে শেষ।' বলে মুইন ফোন এগিয়ে দিয়ে পিছু হাঁটে। তুহিন ফোন কানে লাগিয়ে হ্যালো বললে ওপাশের লোক খ্যাঁকখ্যাঁক করে ওঠে।
'শামীম শান্ত হয়ে বল কী হয়েছে?'
'এই! ক্যামকল অফ করলে কেন?'
'সব খুলে বললে তুই প্রথম লগ অফ করতে।'
'অনলাইন আয়।'
'ফোনে কথা বল। আজ আর অনলাইন হব না।'
'দূর অনলাইন আয়। ফোনে কথা বলতে আমার এক্কেবারে ভাল্লাগে না।'
'কেন কী হয়েছে?'
'ফোনে বেশি কথা বললে পেশীতে কামড়ায়। কানে জ্বালাপেড়া করে। ঘাড়ে খিলিধরে। গা ঢিসঢিস করে। মাথা ঝিমঝিম করে আমার জবর কষ্ট হয়। আমি ফোন রাখব তুই লগইন কর।'
'দূর! আলাইর যন্ত্রণায় মোবাইলের সাথে নম্বরটা বদলাতে হবে।'
'সাহেব, আমার ভুখ লেগেছে। এখন ভাত খেলে রাতে আবার পরোটা খেতে হবে। মাত্র ছয়টা বেজেছে।'
'তুই আর তোর পেট। দিনরাত ভাতের চিন্তা। তোর যন্ত্রণায় যে কী করি? শোন! মানসীর সাথে পরিচয় করিয়ে দিলে তোর জন্য ভাতের সুবন্দোবস্ত করব।' বলে তুহিন লগইন করে অনেকক্ষণ শামীমের সাথে কথা বলে। সুফিয়া অনলাইন আসছে না দেখে লগ অফ করে মুইনকে নিয়ে বেরোয়। শহরে যেয়ে শাহজালাল মসজিদে এশার নমাজ পড়ে চা খাওয়ার জন্য হুটেলে ঢুকবে এমন সময় শামীম ডাক দেয়।
'আরে শামীম তুই এখানে কী করছিস?' তুহিন বিদ্রূপ হেসে বললে শামীম কপালে আঘত করে মাথা নেড়ে বলল, 'হায় রে হায় কী করে যে বলি?'
'কী হয়েছে?'

'তুই লগ অফ করার পর ওর সাথে খোশগল্প করছিলাম। আচকা ধমকা হাওয়ার মত আম্মা আমার কামরায় প্রবেশ করে মগুর দিয়ে বাড়ি মেরে ল্যাপটপ চুরমার করেছেন।'

'জবর ভালো করেছেন।' বলে তুহিন দাঁত কটমট করলে শামীম বিশারদের মত হেসে বলল, 'চিন্তা করিস না, আপতিক বিমা আছে। আমি জানতাম কোনো একদিন আম্মা এমন করবেন। ধার কর্জ করে দালালকে টাক দিয়েছিলাম।'

তুহিন মাথা নেড়ে বলল, 'কোনদিন যে তোর মাথায় মুগুর ফাটাবেন তা একমাত্র আল্লাহ জানেন।'

'শোন! আম্মা বলেছেন তোর মুখ দেখে মরতে চান। আজ রাতে মরলে নাকি বেহেস্তে যাবেন। তোকে নিয়ে যাওয়ার জন্য কষ্ট করে বেরিয়েছিলাম। চল।'

'আজ আমি যাব না।'

'জানিস! দাঁত কিড়িমিড়ি করে মুগুর দিয়ে কোঁদা দিয়ে বলেছিলেন, তাকে আনতে ব্যর্থ হলে আজ তোর কল্লা ফাটাব। চল।'

'আজ না বন্ধু।'

'তুই এমন করিস কেন?'

'আমার ভয় হয় রে ভাই।'

'কিসের ভয়?'

'আমার সাথে কথা বললেই তোর ক্ষতি হয়। ধেয়ান চিন্তা করে দেখ।'

'এমন করে আর কত দিন বাঁচবে? আর তুই যখন এত মঙ্গলকামী তখন মসজিদে যাস কেন?'

'কী বলতে চাস?'

'তোর সংস্পর্শে অন্যের অমঙ্গল হয় জেনে তুই মসজিদে যাস কেন?'

'শামীম! সব প্রশ্নের জবাব আমি দেই না বা দিতেও চাই না তা তুই জানিস।'

'তুহিন, আমি তোর বাল্যবন্ধু। তুই রাহু হলে সেই কবে আমি মরতাম। এখন চল। আমার ভয় হচ্ছে। আজ আম্মা আমার মাথা ফাটাবেন। হায় রে হায়। জানিস কী হয়েছিল?'

'না বললে জানব কেমনে? আর শোন! গ্রহণকালে সূর্য অথবা চন্দ্রকে গ্রাস করলেও আধুনিক বিজ্ঞান মতে রাহু কোনো গ্রহ নয়।'

'দূর! বকবক বন্ধ কর।'

'এই জন্য তোর মাথায় মুগুর পড়ে।' বলে তুহিন দাঁত কটমট করলে শামীম বিদ্রুপহেসে বলল, 'ওর সাথে কথা চালাচালি করছিলাম। চা পাতা আনার জন্য সকালে বলেছিলেন। আনতে ভুলেছিলাম। মাগরিবের নমাজ পড়ে আব্বা যে চা খান তা তো তুই জানিস, তাই না?'

তুহিন হাসতে হাসতে বলল, 'এখন কয়টা বাজে?'

'আল্লা'র দোহাই দিচ্ছি আমার সাথে চল। তুই গেলে আব্বা আম্মা কিছু বলবেন না। নইলে চাঙা খবর আছে রে। আজ আমি শেষ!'

'বন্দর থেকে চা পাতা এবং চা কিনে নিলে খালু খুশি হবেন। আমি জানি কোন দোকানের চা খালু পছন্দ করেন। আমাকে একদিন কানে কানে বলেছিলেন। চল।' বলে তুহিন মাথা দিয়ে ইশারা করে গাড়িতে ওঠে।

'আমারে ফেলে যাস না।' হেঁকে বলে শামীম উঠে বসে। গপসপ করে বন্দর যেয়ে চা সিঙারা কিনে শামীমের বাসায় যেয়ে তুহিন বেরিয়ে উচ্চকণ্ঠে বলল, 'খালাম্মা! গরমাগরম সিঙারা এনেছি।'

শামীমের মা রেবিয়ে দুহাতে কোমর ধরে দাঁতে দাঁত পিঁষে মাথা দিয়ে ইশারা করে বললেন, 'আমার উরে আয়।'

'এই শামীম! খালাম্মা আজ এত গরম কেন কী করেছিস?'

'নমাজ পড়ে এসে আব্বা শুধু বলেছিলেন চা কোথায়? ভাই রে ভাই আব্বাকে কিছু না বলে মুগুর হাতে দরজা খুলে খিল খিল করে হেসে গপসপ করতে দেখে ঠাস করে বাড়ি মেরে আমার সর্বনাশ করেছেন। আর বলেছেন আরেকদিন এমন করলে আমার কল্লায় বাড়ি মারবেন। এখন চা পাতা নিয়ে যা। পায়ের দিকে তাকিয়ে দেখ, জুতাখান পিন্দিতে পারিনি। খালি পায়ে দৌড়ে গিয়েছিলাম। এখন তুই ভিতরে যা। জলপানি আনার জন্য আমি দোকানে যাব।'

'এই শামীম! মুগুরটা কত বড়?'

'তুই মুগুর চিনিস না?'

'চিনি বলেই তো জানতে চাইছি?'

'যথেষ্ট বড়।'

'এক কাজ কর, তোরা ভিতরে যা। জলপানি আনতে আমি যাব।' বলে তুহিন মুইনের দিকে তাকায়। মুইন ঢোঁক গিলে বলল, 'সাহেব আমি কেন খামোখা ভিতরে যাব?'

'খালুর পাশে বসে চা খাওয়ার জন্য। দৌড়ে যা।'

'হায় রে হায়, সতেজ বাতাসে তাজা হওয়ার জন্য কেন যে খুলা আকাশের নিচে এসেছিলাম?' বলে মুইন চা সিঙারা হাতে নিয়ে ধীরে ধীরে হেঁটে বারান্দায় যেয়ে কম্পিতকণ্ঠর বলল, 'চা...চা...চা সিঙারা।'

শামীমের বাবা বেরোলে মুইন কাকুতি মিনতি করে বলল, 'সাহেবরা আমাকে পাঠিয়েছেন। আমি আসতে চাইনি।'

'তুহিন কোথায়?' বলে তার হাত থেকে চা সিঙারা নিয়ে সিঁড়িতে বসে তাকে বাসার জন্য বলেন। উনার পায়ের পাশে বসে অসহায়ের মত ঘরের দিকে তাকিয়ে ঢোঁক গিলে বলল, 'খালুজান, খালাম্মা কী করছেন?'

'শান দিয়ে ভোঁতা দা ধারাচ্ছে।' বাবা সিঙারা চিবাতে চিবাতে বললেন।

'খালুজান, আমার পেটের ভিতর আমলাচ্ছে। আমি অসোয়াস্তিবোধ করছি। পেটে গণ্ডগোলও হচ্ছে। পেটনামা হবে হয়তো।' বলে তুইন হায় হায় ছটফট শুরু করে।

'দেখ! আমি এখন মজার সিঙারা খাচ্ছি। আজে বাজে কথা বলে আমার রুচি নষ্ট করলে ভোঁতা দা নিয়ে আসার জন্য ডাকব। খেতে চাইলে খা না চাইলে বসে বসে দেখ আমি সব খাব।'

'জি আচ্ছা খালুজান আমিও একটা খাব। এই দোকানের বাবুর্চি এত মজার সিঙারা বানায় কেমনে ভেবে আমি তাজ্জব হই।' বলে মুইন এক কামড়ে সিঙারার তিন চতুর্থাংশ উধাও করলে শামীমের বাবা চোখ কপালে তুলে বললেন, 'এ তুই কী করছিস?'

মুইন চিবাতে বিচাতে কষ্ট করে বলল, 'খাচ্ছি খালুজান।'

'আস্তে আস্তে খা। সবগুলো আমাদেরকেই হজম করতে হবে। ওরা আসছে না কেন?'
'যেয়ে জেনে আসব?'
'যেতে হবে না, ওরা আসছে। বসে খেতে থাক ওরা খাবে না।' বলে উনি চা'য় চুমুক দিলে তুহিন ডেকে বলল, 'খালুজান! সামনের দোকান থেকে কড়া খিলিপান এনেছি।'
'চা পাতা এনেছ?'
'জি খালুজান তিন কেজি এনেছি।'
'দুধ চিনিও লাগবে।' বলে উনি চা শেষ করে দাঁড়ালেন শামীমের দিকে তাকিয়ে তুহিন বলল, 'দৌড়ে দুধ চিনি নিয়ে আয়। আমি পাকঘরে যাব। জ্বাল দিয়ে পানি ঠাণ্ডা করতে হবে।'
'এই! জ্বাল দিয়ে ঠাণ্ডা পানি ঠাণ্ডা করবে কেমনে?'
'তুই যা।' বলে তুহিন ধাক্কা দিয়ে দৌড়ে সিঁড়ি বেয়ে ঘরের ভিতরে প্রবেশ করে ডাক দেয়, 'খালাম্মা! চা-পাতা এনেছি।'
'পাকঘরে আয়।'
'জি খালাম্মা আসছি।' বলে তুহিন কাঁধ ঝুলিয়ে পাকঘরে প্রবেশ করে।
'কিছু খেয়েছিস?' মা সস্নেহে বললে তুহিন অবাক হয়ে চা-পতা টেবিলে রেখে উনার দিকে হাঁ করে তাকায়।
'কী হয়েছে?'
'জি না খালাম্মা কিছু না। আপনি বসুন আমি চা বানব।'
'তুহিন কী হয়েছে, দিন দিন একান্তবাসী হচ্ছিস কেন?'
'গ্রহাবিষ্ট আমি অভিশপ্ত । আমার সংস্পর্শে অদৃষ্টবান দুরদৃষ্ট হয়। বিষকন্যারও দূরত্ব বজায় রাখে।'
'ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার জন্য আজ আমি তোকে মুখে তুলে খাওয়াব।' অপলকদৃষ্টে তাকিয়ে বলে চা'র কাপ তার হাতে দিয়ে পাকঘর থেকে বেরিয়ে যান। জবাব না দিয়ে উনাকে অনুসরণ করে এবং চা পান করে কাপ শামীমের হাতে দিয়ে সবিনয়ে তুহিন বলল, 'খালাম্মা, আরেক দিন এসে খাব। আজ একজনের সাথে দেখা করার জন্য বেরিয়েছিলাম। জোর করে শামীম আমাকে নিয়ে এসেছে।'
তার মুখের দিকে তাকিয়ে শামীমের বাবা বললেন, 'কিছু রদবদল করার দক্ষতা আমাদের নেই। মানুষ মানুষ মারতে পারে, জীবন্ত করার ক্ষমতা মানুষকে আল্লাহ দেননি।'
'জীব জীবন্ত করতে পারলে মানুষ শ্রেষ্ঠত্ব ভুলে স্রষ্টা হত। জীবন দিতে পারে না বিধায় জীবনদাতার সাথে অভিমান করে এইটুকুন শান্তির জন্য। কিন্তু কপালে সুখ লেখা না থাকলে পাথরে মাথা ঠুকেও জন্মদুখিরা সুখে হাসতে পারে না। কারণ, চোখের জলে পোড়াকপাল ভিজে না। যাক, আমি এখন চলে যাব।' বলে তুহিন মুইনের দিকে তাকিয়ে মাথা দিয়ে ইশারা করে হাঁটতে শুরু করে।
'তুহিন! তোর মা আমার একমাত্র বান্ধবী ছিল। তোকেও আমি বুকের দুধ পান করিয়েছি। জানিস? একমাত্র তোর ভয়ে আমি তোর কাছ থেকে দূরে থাকি। আয়! খালার বুকে আয়।' বলে শামীমের মা দু হাত প্রসারিত করলে চিৎকার করে

আম্মা বলে তুহিন কান্নায় ভেঙে পড়ে।
'আয়! আমি তোকে বুকে ঘুম পাড়াব।' বলে শামীমের মা পলক মারলে ঝর ঝর করে গণ্ড বেয়ে অশ্রু ঝরে।
'গৃহী যখন গৃহে ফিরি, গৃহদ্বারে দাঁড়িয়ে কেউ মঙ্গলকামনা করে না। সাদাপ্রসাদ আমার জন্য বন্দিশালা। রাত হলে আমার শ্বাসকষ্ট হয়। থমথমে পরিবেশে থতমত খাই। পদশব্দের প্রতিধ্বনি শুনে আমি ভয়ার্ত হই।'
'আমার পাশে বসে খেয়ে যা। আমি জানতাম তুই আসবে। তোর জন্য আলো দিয়ে গজাল মাছের শুটকি ভুনেছি। সামান্য খেয়ে যা। তুই না খেলে আমি খাব না। শামীমকেও খেতে দেব না। বাড়া ভাত ফেলে গেলে আমি অনশন করব। এখন তোর ইচ্ছা।'
'খালাম্মা! আমার ভুখ লেগেছে তো। ভাত মাখিয়ে দাও।' বলে তুহিন অশ্রু সজল চোখে তাকালে তার হাত ধরে শামীমের মা বিচলিত হয়ে বললেন, 'এমন হচ্ছিস কেন, তোর কী হয়েছে?'
'আমার কিছু হয়নি। জানো খালাম্মা?' বলে তুহিন চারপাশে তাকিয়ে ফিসফিস করে বলল, 'আজ মানসীর সাথে গপসপ করেছিলাম।'
'মানসী কে, ও কোথায় থাকে?'
'নামধাম জেনে আপনাকে বলব। না বলতে পারবে না।'
'তোর মানসীকে আমি আম্মাজান ডাকব। এখন ভিতরে চল আমার ভুখ লেগেছে। মুইন, শামীমকে নিয়ে আয়।' বলে মা দ্রুত খাবারঘরে যেয়ে সবাই একসাথে খেয়ে কিছুক্ষণ গপসপ করে তুহিন বাসায় ফিরে লগইন করে সুফিয়াকে অনলাইন না পেয়ে কবিতা লেখে, 'টনটনে মাটি দিয়ে নিখুঁত পুতুল বানিয়ে ফুঁকে আত্মা ভরে জীব পাঠালে পৃথিবীতে। নিরালায় একেলা বসে মনোমতো সব বানালে কৌশলে, প্রভু, সুন্দরে অসুন্দর আছে খুঁত মিলে খুঁজলে নিখুঁতে। মানুষের বুকে বিবেক দিয়ে আশা দিলে অন্তরে, সুন্দরে আকৃষ্ট হয়ে হাত বাড়িয়ে নিরাশ হই আমি পারি না সুখী হতে।'
কয়েক ঘণ্টায় কবিতা ঠিকঠাক করে শুয়ে পড়ে। পরদিন সকালে নাস্তা খেয়ে তুহিন বেরোয় এবং ফিরতে রাত হয়। আসার পথে খেয়ে আসে। চা বানিয়ে তার কামরায় যেয়ে লগইন করে সুফিয়াকে না পেয়ে কাঁধ ঝুলায়। সময় কাটে না। লগ অফ করার সময় সুফিয়া তাকে সালাম করে।
তুহিন ... 'ওয়ালাইকুমুস সালাম। কী করছেন?'
মানসী ... 'আপনার সাথে আলাপ করার জন্য লগইন করলাম। আপনি কী করছেন? চা খেয়েছেন? জানেন আমি আমার আম্মুকে সাহায্য করেছি। আপনার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। কোথায় ছিলেন জানতে পারি কী?'
তুহিন ... 'একটু কাজ ছিল। আপনি এখন কী করছেন?'
মানসী ... 'আপনি কোথায় থাকেন?'
তুহিন ... 'প্রশ্নের জবাব না দিলে কেমন হয়?'
মানসী ... 'জানতে চেয়েছিলাম মাত্র। ভাতের সাথে সালন খাওয়ার জন্য আপনার বাসায় আসব না।'
তুহিন ... 'অনেকে বলে আমি নাকি আতিথেয়। আপনার মত বিশিষ্ট এবং বরেণ্য

অতিথির সেবা আপ্যায়নে ত্রুটিবিচ্যুতি হবে না।'
মানসী ... 'আমি আলাপপ্রিয়া ছিলাম না। আপনার মত আলাপী পেয়ে আমি আলাপিনী হয়েছি। সময়ের ঘাটতি পুষাতে হিমশিম খাই।'
তুহিন ... 'আপনার নাম ঠিকানা দিলে সময়ের সম্পূরণ করে দেব।'
মানসী ... 'আম্মু ডাকছেন। পরে লগইন করব।'
মানসী লগ অফ করে। তুহিন বিরক্তোক্তি করে মুইনের দিকে তাকিয়ে দাঁত কটমট করে বলল, 'এই! মানসী লগ অফ করল কেন তুই জানিস?'
'সাহেব, মহা সমস্যা হল আমি উনাকে চিনি না।'
'কেন চিনিস না?'
'কেন চিনি না আমি জানি না। জানতেও চাই না।'
'কেন জানতে চাস না?'
'আমি জানি না কেন তা জানতে চাই না।'
'কেন জানতে চাস না?'
'আমি জানতে চাই না তাই জানি না।'
'সবজান্তা না হয়ে অজান্তা হতে চাস কেন?'
'হায় রে আমার পোড়াকপাল, একি প্যাঁচাল শুরু হল? সাহেব, আমি এখন কী করব?'
'কী করতে চাস?'
'আমি কেন জানি না তা জানতে চাই।'
'মায়! তা আমি জানব কেমনে?'
'সাহেব, আপনি তো জানেন আমি অনেক কিছু জানি না। আপনার কাছ থেকে জানতে চাই। যা আপনি জানতে চান তা আমি জানি না। জানার জন্য আপনার কাছে জানতে চাই, আপনি কেন জানেন না? আপনি না জানলে আমি জানব কেমনে, তা কী আপনি জানেন না?'
'না তো।'
'এখন প্রশ্ন হল, সমস্যার সমাধান এবং প্রশ্নের জবাব কে জানে?'
'একমাত্র মানসী জানে। তুই তো আবার মানসীকে চিনিস না, তাই আমিও জানি না। তুই কেন...।'
'সাহেব! আল্লা'র দোহাই দিচ্ছি কেন জানি না তা জানতে চাইবেন না। কারণ আমি সত্যি জানি না।'
'এক কাজ কর?'
'জি সাহেব।'
'আবার লগইন করলে তুই ওরা সাথে কথা বলবে। ঠিকাছে?'
'খুব ভালো হয়েছে। আমি লিখতে পড়তে পারি না।' বলে মুইন বিশারদের মত হেসে দু হাত তুলে নাড়ে।
'ধুৎ! মানসী লিখেছিল ওর ক্যামকলার বিকল হয়েছে। চাইলেও কথা বলে নাম ঠিকানা জানতে পারব না। এই! ওর ক্যামকলার বিকল হল কেন তুই কি জানিস?'
মুইন মাথা নেড়ে বলল, 'জি না আমি জানি না।'
'কেন জানিস না তা আর জানতে চাইব না, কারণ তুই জানিস না। আচ্ছা, এখন

বল তো শুনি সময় কেন কাটছে না?'
মুইন হতাশ হয়ে কাঁধ ঝুলিয়ে মাথা নেড়ে বলল, 'আমি জানি না।'
'তুই কিছুই জানিস না, বেআক্কেল কোথাকার।'
'জি সাহেব আপনি সত্যি বলেছেন আমি কিছুই জানি না। এখন চলুন কোথাও যাই। নইলে জানি না প্রেত্নী এসে না জানার কারণ জানতে চাইবে।' বলে মুইন শিউরে ওঠে।
'জানি না প্রেত্নী এসে না জানার কারণ কেন জানতে চাইবে? বললে কোথাও যাব নইলে আর কোথাও যাব না।'
'হায় রে আল্লাহ একি সর্বনাশ করলাম?'
'কী করেছিস?'
'কেন জানি না আমি জানতে চাই আমি কেন জানি না?' বলে মুইন আবার কপালে আঘাত করে। তুহিন কপাল কুঁচকে বলল, 'তোর কী হয়েছে! উপরি ভর উঠেছে নাকি?'
'জি না সাহেব।'
'তোর গতরে যে উপরিভার ভর করেনি তা তুই জানলে কেমনে তা গড়গড় করে বল।'
'সাহেব গো, আজ আমাদের কী হয়েছে? বার বার ভূত প্রেত্নীর প্রসঙ্গে কথা বলছি কেন? আমার জবর ডর লাগের।'
'তুই-ই প্রথম বলেছিলে।'
'কী বলেছিলাম সাহেব?'
'বলেছিলে, জানি না প্রেত্নী এসে না জানার কারণ জানতে চাইবে।'
'হায় রে হায় ভরদুপুরে কেন যে বাড়ি গিয়েছিলাম অশরীরীকে ঘাড়ে বসিয়ে নিয়ে আসার জন্য। ও মা গো।' বলে মুইন চোখ মুখ বুজে শিউরে উঠলে তুহিন কপাল কুঁচকে বলল, 'এমন করছিস কেন, মনের চোখে ভূতাবেশ দেখতে পাচ্ছিস নাকি?'
'সাহেব, আরেক কাপ চা বানাই?'
'কেন?'
'আপনি লগইন করুন, উনি হয়তো আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন। এইমাত্র জানি না প্রেত্নী এসে আমাকে কানে কানে বলেছে।' বলে মুইন চোখ মুখ বুজে শিউরে তুহিনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'সাহেব, আসছে রাতের নাম ভূতপূর্ণিমা নাকি?'
'হয়তো! আমি জানি না।' চেয়ার টেনে বসে লগইন করলে মেস্যেজ আসে, 'কী হল, লগইন করছেন না কেন?'
'আরে! জানি না প্রেত্নী তো সত্যি বলেছিল।' বলে তুহিন লিখল, 'অফলাইন হয়েছিলাম।'
মানসী ... 'আমার খুব ঘুম পাচ্ছে।'
তুহিন ... 'এখন তো মাত্র আটটা বাজে।'
মানসী ... 'আপনার জন্য অপেক্ষা করে আমি ক্লান্ত হয়েছি।'
তুহিন ... 'জানেন, আমার মনে ইচ্ছা ভূতুড়ে বাড়ির উঠানে বসে মানসীর সাথে গপসপ করি।'

মানসী ... 'ইয় আল্লাহ গো! এ কার পাল্লায় আমি পড়লাম গো?'
তুহিন ... 'কী হল, চিল্লাচ্ছেন কেন?'
মানসী ... 'ভূতুড়ে নামক কোন বাড়ি নেই। এমন বাড়ির নাম আমি কখনো শুনিনি এবং শুনতেও চাই। আচকা প্রথমবার এত ভয়দ কথা লিখলেন কেন? আমি ভূত ডরাই।'
তুহিন ... 'আমি হাসি থামাতে পারছি না।'
মানসী ... 'কেন?'
তুহিন ... 'আচকা প্রথমবার এমন ভয়দ কথা লিখলেন কেন? আমি ভূত ডরাই। লেখা পড়ে।'
মানসী ... 'আমি যখন মনোযোগ দিয়ে লেখাপড়া কারি তখন হঠৎ কেউ আমার কামরায় প্রবেশ করলে, আমি চেঁচামেচি করি।'
তুহিন ... 'কী বলে চেঁচামেচি করেন?'
মানসী ... 'ভূত ভূত! আমরে মেরে ফেলল, আমরে খেয়ে ফেলল। এসব বলে চিল্লাই।'
তুহিন ... 'আমি জীবনেও ভূত দেখিনি। ভূত দেখতে কেমন, আপনি কখনো দেখেছেন?'
মানসী ... 'আমি লগ অফ করব। আপনি চান না আপনার সাথে আমি আলাপ করি। সুস্থ থাকুন, নির্ভয়ে থাকুন, সদা হা হা করে হাসুন। আল্লাহ হাফেজ।'
তুহিন ... 'অমি দুঃখিত, আর কখনো ভূত শব্দ লিখব না।'
মানসী ... 'সত্যি বলছেন?'
তুহিন ... 'তিন সত্যি।'
মানসী ... 'আমার মনের কথা পড়তে চান?'
তুহিন ... 'জি, লিখুন।'
মানসী ... 'আমার মনে ইচ্ছা, মনের মানুষের কোলে মথা রেখে চাঁদের দিকে তাকিয়ে বলি, হে রজনীসখা, রোমাবিকারক হলেও তুমি নিষ্প্রাণ। কিন্তু! তোমার আলোতে আমার প্রিয়তমের হাসি দেখলে, বিমনা মন চনচনে হয় আমার শিরায় উপশিরায় শিহরণ জাগে।'
তুহিন ... 'সুরসিক আপনার প্রিয়তম এত নন্দদায়ক?'
মানসী ... 'নিরাশ হলেন কেন?'
তুহিন ... 'আমি যে নিরাশ হয়েছি তা আপনাকে কে বলল?'
মানসী ... 'বিমনা মন আমাকে কানে কানে বলেছে।'
তুহিন ... 'আপনার মন সত্য বলেছে। আমি সত্যি নিরাশ হয়েছি। কেন জানি না?'
মানসী ... 'জানার চেষ্ট করলে নিশ্চয় জানতে পারবেন।'
তুহিন ... 'আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আপনি বিষয়টা বুঝতে পেরেছেন। মনের কথা কানে কানে বলতে না পারলে খুব কষ্ট হয়।'
মানসী ... মনের কথা কানে কানে বলতে চাইলে বলতে পারবেন। আমি শুনতে চাই।'
তুহিন ... 'মনের মানুষ থাকে মনের ঘরে, আমার মন থাকে মানসীর বাসরে।'
মানসী ... 'খোলাসা করে বললে আমিও মন খুলে বলব।'

তুহিন ... 'সুখেরো লাগিয়া সুখপাখি পুষিয়া আমি উদাসী হইলাম কোকিলার কু ডাক শুনিয়া।'
মানসী ... 'মনের দুখ মনে রইল মনের মানুষে শুনল না। উদাসিনী হইব আমি ভাবিয়া চিন্তিয়া।'
তুহিন ... 'আপনার সাথে টক্কর দিতে চাই না।'
মানসী ... 'কেন টক্কর দিতে চান না?'
তুহিন ... 'বুদ্ধিভোঁতা হলে বিপাকে পড়ব। জানেন? আমার একটা বান্ধব আছে যে মেসেঞ্জারে বাংলা লিখতে পারে না। কত চেষ্টা করছি শিখাতে পারছি না।'
মানসী ... 'কেন?'
তুহিন ... 'তার হাতে পায়ে কাতুকুতু হয়।'
মানসী ... 'কী বলছেন, আমাকে হাসাতে চান কেন?'
তুহিন ... 'সত্যি। চুটকি বলছি না।'
মানসী ... 'আপনি এখন কোন দেশে?'
তুহিন ... 'আমি দুঃখিত। প্রশ্নটা বিশ্লেষণ করবেন?'
মানসী ... 'আমি দেশে আছি, আপনি কোন দেশে?'
তুহিন ... 'অন্যদেশে বললে বিশ্বাস করবেন?'
মানসী ... 'অসম্ভব কিছুই নেই। আমার এক বান্ধীর অনলাইন বন্ধু আইসল্যাণ্ড থাকে।'
তুহিন ... 'জানেন, আইসল্যাণ্ডে গাছ এবং ঘাস আছে কিন্তু গ্রীণল্যাণ্ডে সবুজ কিছু নাই।'
মানসী ... 'ইয়া আল্লাহ এ কী শুনলাম?'
তুহিন ... 'আশ্চর্য হলেন কেন?'
মানসী ... 'আশ্চর্যের কথা শুনলে আচার্যরাও আশ্চর্যান্বিত হয়। আমি শুনেছি।'
তুহিন ... 'আপনি সত্য বলেছেন। প্রথম শুনে আমিও হতবাক হয়েছিলাম। যাক, আপনি এখন কী করছেন?'
মানসী ... 'প্রথম আপনি বলুন।'
তুহিন ... 'মনে মনে কথা বলে আপনার সাথে আলাপ করছি।'
মানসী ... 'আমিও।'
তুহিন ... 'আপনার প্রিয় রং কী?'
মানসী ... 'আপনার টা প্রথম বলুন। পড়েচিন্তা ভাবনা করে লিখব।'
তুহিন ... 'আমার প্রিয় রং...।'
মানসী ... 'কী হল?'
তুহিন ... 'চিন্তা করছি।'
মানসী ... 'কী চিন্তা করেছেন?'
তুহিন ... 'আমার প্রিয় রঙের নাম কী?'
মানসী ... 'আপনি আপনার প্রিয় রঙের নাম জানেন না?'
তুহিন ... 'আমি আসলে বহুরং পছন্দ করি।'
মানসী ... 'আপনাকে রঙ্গিয়া ডাকতে পারব? দয়া করে হ্যাঁ বলুন।'
তুহিন ... 'কেন?'

মানসী ... 'প্লিজ।'
তুহিন ... 'বুঝলাম না।'
মানসী ... 'ও রঙ্গিয়া ভালানী?'
তুহিন ... 'কী হল, রঙ্গিয়া ডাকছেন কেন?'
মানসী ... 'রাগ করেছেন নাকি?'
তুহিন ... 'না রাগ করিনি। রঙ্গিয়া ডাকছেন কেন?'
মানসী ... 'বহুরং পছন্দ করেন কেন?'
তুহিন ... 'বহুরং পছন্দ করার কারণ, নিরালায় একেলা বসলে আমি কবিতা লেখি। আমার রংহীন জীবনে রঙের অভাব আছে এবং আমি নিরস। তবুও আমি বহুরং পছন্দ করি। কবিরা বলেন, যারা বহুরং পছন্দ করে না তাদের কবিতা নাকি নিরস হয়। তাই আমি ইচ্ছা করে বহুরং পছন্দ করি।'
মানসী ... 'আপনার কথা পড়ে আমার মন বলছে, আপনার মনে অনেক দুঃখ এবং তা আপনি লুকিয়ে রাখতে চান। দুঃখ নাম্নী অনুভূতি আপনাকে দুখী বানিয়েছে।'
তুহিন ... 'আপনার কথা হয়তো সত্য। তবে আমার মনের দুঃখ আমার মনের মাঝে থাকা ভালো। গুপ্তধন লুকিয়ে রাখতে চাই।'
মানসী ... 'আপনার স্ত্রীর সাথে বিবাহবিচ্ছেদ করেছেন নাকি? দোহাই না বলুন।'
তুহিন ... 'আমি আবিতা।'
মানসী ... 'আপনি অবিবাহিত? তিন সত্য করে হ্যাঁ বলুন।'
তুহিন ... 'জি, আমার অবুঝ মনে চিরকুমার হওয়ার শখ।'
মানসী ... 'খাইছে, পাইছে আমারে বড়টায়।'
তুহিন ... 'কী হল?'
মানসী ... 'স্বেচ্ছায় দুঃখবিলাসী হলে কেউ কিছু করতে পারব না।'
তুহিন ... 'জানি এবং ইচ্ছা করে মনের কথা কাউকে বলি না। আমি চাই না আমার দুঃখ শুনে সুখীরা দুখী হোক।'
মানসী ... 'আমার বান্ধবীরা বলে আমি নাকি নির্বান্ধব দুখিনী। তাই আমি নির্জনে বসে দুখীর সাথে দুখ ভাগ করতে চাই। দয়া করে আমার সাথে একটু সময় আলাপ করবেন?'
তুহিন ... 'দাঁত কটমট করছেন কেন?'
মানসী ... 'ইয়া আল্লাহ গো।'
তুহিন ... 'কী হল চমকে উঠলেন কেন?'
মানসী ... 'আপনি কী বা কে, দয়া করে আসল কথা বলুন প্লিজ?'
তুহিন ... 'অনাথ আমি অপয়া।'
মানসী ... 'কী বলছেন?'
তুহিন ... 'জি, আমার কেউ নেই। আচ্ছা, আমি এখন লগ অফ করব।'
মানসী ... 'বার বার এমন করেন কেন? আমি এখন এমনিতে লগ অফ করব। আমাকে তো সুখ দিতে পারবেন না, অন্তত দুখিনীর মনকে সুখিত করুন।'
তুহিন ... 'কী বলতে চাইছেন?'
মানসী ... 'আমাদের সামনের বাসায় একটা লোক থাকে। যাকে আমি একবারই দেখেছিলাম।'

তুহিন ... 'তারপর?'
মানসী ... 'লোকটা নাকি অষ্টপ্রহর উদাস থাকে। কেন তা কেউ জানে না।'
তুহিন ... 'এসব কে আপনাকে বলেছে?'
মানসী ... 'কামিলা।'
তুহিন ... 'কামিলা আবার কে, তার নানি নাকি?'
মানসী ... 'কার নানি?'
তুহিন ... 'উদাসীর।'
মানসী ... 'না না, উনার রান্নাবান্না করে দেয়।'
তুহিন ... 'ও আচ্ছা, তারপর?'
মানসী ... 'উদাসী হলেও লোকটা খুব ভদ্র।'
তুহিন ... 'তার সাথে পরিচয় হয়েছে নাকি?'
মানসী ... 'না।'
তুহিন ... 'পরিচিত হবেন?'
মানসী ... 'কুক পাখির মত লুকিয়ে থাকে। চাইলেও পরিচিত হতে পারব না। জানেন, ছুটির দিনগুলো আমার জন্য খুব বিরক্তিকর। দিন দিন তিক্ত অতিষ্ট হচ্ছি।'
তুহিন ... 'কেন?'
মানসী ... 'কেউ আমার সাথে গপসপ করে না। মনের দুঃখে সবার সাথে আড়ি দিয়েছি।'
তুহিন ... 'আমার সাথেও?'
মানসী ... 'আপনি আমার আত্মার আত্মিয়। আপনার সাথে আড়ি হবে না।'
তুহিন ... 'কেন?'
মানসী ... 'যে আড়ালে থাকে তার সাথে আড়ি হবে কেমনে?'
তুহিন ... 'জি, সত্য বলেছেন।'
মানসী ... 'কোনো একদিন আমাদের জীবনে এমন মুহূর্ত আসবে যখন আমরা মুখোমুখি হব। আপনার বয়স জানতে চাই। তিন সত্য করে আসল বয়স বলুন। অন্তত মনের দেয়ালে আপনার রোমবিকারক হাসির দৃশ্য আঁকতে পারব।'
তুহিন ... 'আমি হলাম বাইশবছরের বুড়া।'
মানসী ... 'নিজেকে নিয়ে হাসছেন কেন?'
তুহিন ... 'আমি হাসি না। আপনি হাসেন নাকি?'
মানসী ... 'কখনোসখনো হাসি।'
তুহিন ... 'কেন জানতে পারি কী?'
মানসী ... 'আমি একটা বুদ্ধির ঢেঁকি।'
তুহিন ... 'একটা শব্দ লিখব জানলে অর্থ লিখবেন।'
মানসী ... 'জি আচ্ছা।'
তুহিন ... 'জি লাগালেন কেন?'
মানসী ... 'আপনি আমার বয়সে বড়। অবনিয়ে বড়দের সাথে অভদ্রভাবে কথা বললে পাপ হয়। সবাই তাকে বেআদব অসভ্য ডাকে। আমি চাই না আমার অমার্জিত কথা পড়ে আপনি মনে মনে বলুন, কটুভাষিণী নিশ্চয় বেলেল্লা এবং

বেতমিজ।'
তুহিন ... 'আমি আর লিখবা। আমার ভয় হচ্ছে।'
মানসী ... 'কেন?'
তুহিন ... 'আমার মন কানে কানে বলছে, মানসী নিশ্চয় মহাপণ্ডিতের আইমা।'
মানসী ... 'জানি না। এখন দরাজ হয়ে লিখুন শব্দটা নিশ্চয় অদ্ভুত হবে। কারণ আপনি বলেছেন ভূতের সাথে গপসপ করার ইচ্ছা। ইয়া আল্লাহ একি করলাম? হায় হায়! মহোদয়, দয়া করে সবটুকু পড়বেন না।'
তুহিন ... 'কী হল এমন করছেন কেন?'
মানসী ... 'জি না কিছু না, আপনি লিখুন।'
তুহিন ... 'উঙার।'
মানসী ... 'একটা কথা লিখব দয়া করে রাগ করবেন না?'
তুহিন ... 'জি লিখুন আমি রাগ করব না।'
মানসী ... 'ভূতটা দেখতে কেমন ভয়ঙ্কর?'
তুহিন ... 'ভূত পেলেন কোথায়?'
মানসী ... 'যে শব্দটা লিখলেন ওটা কিসের নাম?'
তুহিন ... 'উঙার শব্দের অর্থ আঙুল দিয়ে স্ত্রীলোকের চুলের জট ছাড়ানো।'
মানসী ... 'ওঃ আঁও! শব্দটা এই প্রথমবারের মত পড়লাম। কাল ইউনিতে যেয়ে সবগুলোকে নিয়ে হাসাহাসি করব।'
তুহিন ... 'কেন?'
মানসী ... 'শব্দটা ব্যবহার হয় না। ওরা নিশ্চয় জানবে না। আমাকে নিয়ে ওরা খামোখা হাসে। আগামীকাল আমি হাসব এব আমার হাসির কারণ থাকবে।'
তুহিন ... 'জানেন বলে কেউ প্রশ্ন করলে আমি হেসে কুটিপাটি হই। জানেন কেন?'
মানসী ... 'জি না আমি জানি না। দয়া করে বলবেন?'
তুহিন ... 'জানেন বলে যে প্রশ্ন করা হয়, সে প্রশ্নের জবাব উত্তরকারি জানে না, তাই আমি হাসি।'
মানসী ... 'আপনি সত্য বলেছেন। আর কখনো কাউকে নিয়ে হাসব না।'
তুহিন ... 'কেন?'
মানসী ... 'উত্তরকারি আপনি হলে সবাই আমাকে নিয়ে হাসবে।'
তুহিন ...'আপনি আর কী করছেন?'
মানসী ... 'বাংলা থেকে বাংলা অভিধান খুঁজে পাচ্ছি না।'
তুহিন একটা লিংক দিলে মানসী সাইটে যেয়ে নিম্ন আশ্চর্যান্বিতকণ্ঠে 'ওঃ আঁও' বলে লিখল, 'আপনি জানেন কেমনে?'
তুহিন ... 'আমার এক বন্ধু আমাকে দিয়েছিল। আমার মনে হয় যা'র সাইট উনি তাকে দিয়েছিলেন।'
এমন সময় মা ডাকেন, 'সুফিয়া নিচে আয়, তোর বাবা এসেছেন।'
মানসী ... 'পরে আলাপ করব। আব্বু এসেছেন। আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। আল্লাহ হাফেজ।'
আল্লাহ হাফেজ লিখে তুহিন নিম্নকণ্ঠে গায়, 'বন্ধু রঙ্গিয়া তুমি কত রং জান রে,

পান মুখে দিয়ে তুমি পিক ফালাও চুনে, সাদা কাগজে আল্পনা আঁকো নয়নজলে, বন্ধু রঙ্গিয়া তুমি কত রং জান রে। মনানন্দে মাটি দিয়ে ঘর বানাও তুমি, মটকিতে মিঠাইমন্ডা রাখো লুকিয়ে বন্ধু রঙ্গিয়া রে। বন্ধু মাটির দেহ নিথর হবে মনপাখি উড়ে যাবে ইথারে।'

তুহিন যখন গুনগুন করে সুফিয়া তখন দৌড়ে নামে। বাবা ব্যস্তকণ্ঠে বললেন, 'দৌড়ে না নামার জন্য কতবার বারণ করেছি। তবুও দৌড়ে নামো কেন?'

'আর দৌড়ে নামব না।' বলে সুফিয়া কপট হাসে।

'ঠিকাছে। এখন বলো কী করছিলে?' বলে বাবা ওর মাথায় হাত বুলিয়ে খাবার ঘরের দিকে হাঁটেন।

'আম্মুকে সামান্য সাহায্য করেছিলাম।'

'আর কী করেছ?'

সুফিয়া আনন্দে অধীর হয়ে বলল, 'জানেন আব্বু?'

'না মা আমি জানি না।' বলে বাবা মৃদু হাসলে সুফিয়া কাঁধ ঝুলিয়ে মনে মনে বলল, 'উনি বলেছিলেন, জানেন বলে প্রশ্ন করলে প্রশ্নের জবাব উত্তরকারি জানেন না।'

বাবা কপাল কুঁচকে তাকিয়ে বললেন, 'কী হল?'

'বাংলা থেকে বাংলা অভিধান খুঁজে পেয়েছি।'

'খুব ভালো করেছ। এখন চলো ভাত খাব, খুব ভুখ লেগেছে।' বলে বাবা চেয়ার টেনে বসলে কথা না বলে খেয়ে মা'কে সাহায্য করে সুফিয়া নিজের কামরায় যেয়ে লগইন করে তুহিনকে অনলাইন না পেয়ে বিরক্তোক্তি করে। এমন সময় ওর এক বান্ধবী মেসেজ পাঠায়, 'সেঁজুতি, কী করছিস?'

মানসী ... 'এখন থেকে আমাকে সুফিয়া ডাকবে। আর বল তো শুনি পাইছিগ তোর আইডি কেন?'

পাইছিগ ... 'তুই প্রথম বল মানসী কেন তোর আইডি?'

মানসী ... 'আমি চাই যে আমাকে ভালোবাসবে সে যেন সবসময় আমাকে নিয়ে চিন্তা করে। এখন তুই বল।'

পাইছিগ ... 'লগইন করে যা'র সাথে আলাপ করতে চাই তাকে অনলাইন দেখলে মনে মনে পাইছিগ বলে হর্ষান্বিত হই। অন্য কেউ জোরদখল করার আগে দখল করেছি। এখন বল তুই কী করছিস? পাইছিগ পাইছি।'

মানসী ... 'কী হল চিল্লাছিস কেন?'

পাইছিগ ... 'সে লগইন করেছে।'

মানসী ... 'কে?'

পাইছিগ ... 'যা'র সাথে আলাপ করার জন্য দিবাতন উদাসিনী থাকি। তুই অন্য কারু সাথে কথা বল, আমি এখন তার সাথে গপসপ করব।'

'আচ্ছা।' লেখে সুফিয়া হতাশ হয়ে মনে মনে বলল, 'সে লগইন করছে না কেন?' কেউ জবাব না দিলে দাঁড়িয়ে জানালার পাশে যেয়ে সামনের বাসার দিকে তাকায়। 'লোকটা কী আমার দিকে তাকাচ্ছে না তারা গুনছে?' কপাল কুঁচকে নিম্নকণ্ঠে বলে চৌকাঠে ঠেক দিয়ে অপলকদৃষ্টে বাহিরে তাকিয়ে থাকে। এমন সময় মেসেজ আসে। দৌড়ে চেয়ার টেনে বসে দেখে পাইছিগ লিখছে, 'দূর! তার মাথায় ব্যথা

করছে। কথা বলতে পারবে না।'
মানসী ... 'বেশিক্ষণ কম্পিউটারের দিকে তাকালে মাথায় ব্যথা করে। তোর খবর বল?'
পাইছিগ ... 'আমার কোন খবর নেই। তুই বল, কারু সাথে আলাপ করছিস নাকি?'
মানসী ... 'আমার কোন অনলাইন বন্ধু নেই।'
পাইছিগ ... 'কী বলছিস?'
মানসী ... 'পাইছিগ।'
পাইছিগ ... 'কী পেয়েছিস?'
মানসী ... 'সে এসেছে গো।'
পাইছিগ ... 'কে এসেছে?'
মানসী ... 'যা'র জন্য অপেক্ষমাণ। তুই তোর কাজ কর। আমাকে বিরক্ত করিস না।'
পাইছিগ ... 'গ্রুপচ্যাট করতে পারব?'
'দূর লগ অফ কর।' লিখে তুহিনের কাছে মেসেজ পাঠায়, 'কী করছেন?'
তুহিন ... 'আপনার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। হঠাৎ আপটেইট করে রিস্টার্ট হয়েছিল। কী করছেন?'
মানসী ... 'ভাত খেয়ে আসলাম। আপনি খেয়েছেন?'
মানসী খুব বিরক্ত হচ্ছে। পাইছিগ বার বার মেসেজ দিচ্ছে।
তুহিন ... 'আমি এখনো খাইনি। কী দিয়ে খেলেন?'
মানসী ... 'ইলিশ মাছের ঝুড়ি, কাচা মরিচ দিয়ে কেচকি মাছের চড়চড়ি, রুই মাছের মাথা আর লাউ দিয়ে ঘ্যাঁটা। চাপড়ঘণ্টা খেতে চাই, কিন্তু সালন রাধতে পারি না। এখন আপনি বলুন কী দিয়ে খাবেন?'
তুহিন ... 'খাস্তাভাজা ওগরা, ছেঁচকি লাফরা। হজম হওয়ার জন্য ঠাণ্ডা মিঠাই খাব।'
মানসী ... 'এসব খেতে কেমন মজা? আমি জীবনেও খাইনি।'
পাইছিগ ... 'এই মানসী, কী কথা বলছিস?'
মানসী ... 'তোকে একবার বলেছি আমি এখন তার সাথে কথা বলছি। অন্য কারু সাথে বকবক কর। আমাকে বিরক্ত করিস না।'
পাইছিগ ... 'তোর সতিনের দোহাই দিচ্ছি গ্রুপচ্যাটে আয়।'
মানসী ... 'আরেকবার এমন কিছু বললে এক্কেবারে ব্লক করব।'
তুহিন ... 'কী হল, কিছু লিখছেন না কেন?'
মানসী ... 'আপনার সাথে মনে মনে কথা বলতে চাইছি।'
তুহিন ... 'কেউ বিরক্ত করছে নাকি?'
মানসী ... 'জি।'
তুহিন ... 'কে?'
মানসী ... 'এক বান্ধবী।'
তুহিন ... 'উনার সাথে আলাপ করুন আমি অন্তর্জালে ঘোরাঘুরি করব।'
মানসী ... 'কী খুঁজবেন?'

তুহিন ... 'সুখপাখি।'
মানসী ... 'আপনার কথাখানের অর্থখান বুঝলাম না?'
তুহিন ... 'ছোটকালে সুখপাখির গল্প শুনেছিলাম। মনে মনে কত কল্পনা জল্পনা করতাম। আল্পনার আকাশে সুখপাখির ছবি আঁকতাম। আজ সুখপাখির ছবি দেখে আনন্দে বগল বাজিয়েছি।'
মানসী ... 'সুখপাখিরা দেখতে কেমন?'
তুহিন ... 'টোনাটুনির মত। তবে তাদের পালকে রং আছে।'
মানসী ... 'রংগের নাম বলবেন?'
তুহিন ... 'নীল ধূসর কালো খয়েরি।'
মানসী ... 'রঙ্গিলা নাকি?'
তুহিন ... 'চটকদার লিখতে চেয়েছিলাম, ভয়ে লিখিনি।'
মানসী ... 'কেন?'
তুহিন ... 'ভাববেন ভাঁড়ামি করছি।'
মানসী ... 'রসিকতা বলতাম।'
তুহিন ... 'আপনি নিশ্চয় রসিলা। দয়া করে রাগ করবেন না।'
মানসী ... 'কেন?'
তুহিন ... 'রসিলা যদিও রসিকের বিপরীত শব্দ কিন্তু আমাদের জন্য অশ্লীল।'
মানসী ... 'আপনার কথা আমার বোধগম্য হচ্ছে না।'
তুহিন ... 'আমি জানি না আমি কী আগড়বাগড় লিখছি।'
মানসী ... 'মনের কথা লিখছি, পড়ে যা ভাবার ভাবতে পারবেন অনুমতি দিয়ে লিখছি, মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আপনাকে দেখার ইচ্ছা। শুইলে ঘুম আসে না, বন্ধুর চিন্তায় জেগে থাকি আহার নিদ্রা ভালো লাগে না।'
তুহিন ... 'ভাবভোলা হয়ে বন্ধুর সম্বন্ধে ভাবলে, বিমনা মন আলাভোলা হবে। পরকে আপন করে বন্ধুকে দেখতে চাইলে, দয়াল বন্ধুর পরশ পাবে অন্তরে। দোয়ার খুলে দেখ গো, বন্ধু দাঁড়িয়ে আছে তোমার দেউড়িতে।'
মানসী ... 'বন্ধুর নামধাম জানি না আমি অবলা দায়ে ঠেকেছি। মনে মনে বন্ধুকে ভালোবেসে আমি আউলাকেশী হয়েছি।'
তুহিন ... 'ও গো সুকেশিনী! সজনী হওয়ার জন্য হাত বাড়াও। গোলাপ দেব হাতে। জানালার পর্দা সিরিয়ে বিধুবদন দেখাও, সম্মোহিত হয়ে নজরানা দেব।'
মানসী ... 'ও সোনা মাই গো! আপনি আমাকে চিনেন নাকি?'
তুহিন ... 'সামান প্রশ্ন আমার মগজে ঘুরপাক খাচ্ছে।'
মানসী ... 'ভয়ে জিজ্ঞেস করেননি, তাই না?'
তুহিন ... 'জি।'
মানসী ... 'আমকে এত ভয় পান কেন?'
তুহিন ... 'আমি জানি না।'
মানসী ... 'আমি জানতেও চাই না।'
তুহিন ... 'আমিও।'
মানসী ... 'আপনার কয়জন বন্ধু বান্ধবী আছেন?'
তুহিন ... 'একটা বন্ধু আছে। বান্ধবী নেই।'

মানসী ... 'বান্ধবী নেই লিখলেন কেন?'
তুহিন ... 'নেই তাই লিখেছি।'
মানসী ... 'চাইলেও আপনার সাথে দেখা করতে পারব না, তাই না?'
তুহিন ... 'জি।'
মানসী ... 'আমি জানতে চাই কেন?'
তুহিন ... 'আমরা অবিবাহিত, তাই।'
মানসী ... 'ধুৎ।'
তুহিন ... 'বিরক্ত হচ্ছেন কেন?'
মানসী ... 'জানি না।'
তুহিন ... 'ভাবছেন বিবাহিত হলে লোকটার সাথে দেখা করতে পারতাম, তাই না?'
মানসী ... 'আমি তো আবিতা। চাইলেও দেখা করতে পারব না।'
তুহিন ... 'কপালে লেখা থাকলে কোনো একদিন দেখা হবে।'
মানসী ... 'আপনি কখন ভাত খবেন?'
তুহিন ... 'খাবার ইচ্ছা নেই।'
মানসী ... 'আমার সাথে গপ করে পেট ভরবে না। যান ভাত খেয়ে আসুন। আমি এখন বাড়ির কাজ করব।'
তুহিন ... 'তাড়াতে চাইছেন তাই না?'
মানসী ... 'মনে খুঁচা দেন কেন? কষ্ট হয়তো।'
তুহিন ... 'আর দেব না। এখন আপনি বাড়ির কাজ করুন আমি ভাত খেয়ে আসি।'
পাইছিগ... 'আর কত কথা বলবে?'
মানসী ... 'আমি কোথাও যাব না অথবা কিছু এসে আমাকে নিয়ে যাবে না। আমি আছি। আস্তে ধীরে খেয়ে আসবেন।'
তুহিন ... 'জি আচ্ছা সায়বানি।'
'ভাত খেয়ে আসো তোমাকে দুরস্ত করব। গবেট কোথাকার।' সায়বানি পড়ে সুফিয়া দাঁত কটমট করে মনে মনে বলে পাইছিগর কাছে লিখল, 'পাইছিগ।'
পাইছিগ... 'এখন আবার কা'রে পেয়েছিস?'
মানসী ... 'তোরে পেয়েছি। কী করছিস? সে ভাত খেতে গিয়েছে।'
পাইছিগ... 'পাইছিগটা দেখতে কেমন, নিশ্চয় স্বপ্নের সুপুরুষ?'
মানসী ... 'সুপুরুষ কি না জানি না, তবে সে সুরসিক।'
পাইছিগ... 'তোকে রসিলা বানাচ্ছে নাকি?'
মানসী ... 'তোর কাথাখান বুঝলাম না?'
পাইছিগ... 'মনে মনে চিন্তা করে মনের কথা বলছে নাকি?'
মানসী ... 'খিল খিল করে হাসছিস কেন লো?'
পাইছিগ... 'তোর রাগ হচ্ছে কেন লো?'
মানসী ... 'তোর সাথে আর আলাপ করতে চাই। লগ অফ করব।'
পাইছিগ... 'কিছু বললে ছ্যাত করে উঠিস কেন?'
মানসী ... 'অকথ্য অপশব্দ ব্যবহার করিস কেন? পড়লে বা শুনলে গা ঘিনঘিন

করে।'
পাইছিগ... 'ঠিকছে এখন বল, চাচা চাচি কেমন আছেন? তুই বলেছিলে রাতে আসবে।'
মানসী ... 'একটু আগে আব্বু এসেছেন। আরেক দিন আসব।'
পাইছিগ... 'তার জন্য অপেক্ষা করছিস তাই না? মন আড়ষ্ট হয়। পাষাণরা বুঝে না।'
মানসী ... 'খেয়ে আসার জন্য আমি তাকে বলেছি। রাত অনেক হয়েছে, এখনো খায়নি। তুই খেয়েছিস।'
পাইছিগ... 'তার মত তোকে মানসী ডাকতে পারব। দোহাই হ্যাঁ বল।'
মানসী ... 'কেন?'
পাইছিগ... 'মানসী ডেকে উলটা পালটা কিছু বললে তুই আর রাগ করবে না।'
মানসী ... 'তোকে পাইছিগ ডাকতে পারব? না বললে মানসী ডাকতে পারবে না।'
পাইছিগ... 'ঠিকাছে। এখন বল কী কী বলেছিল?'
মানসী ... 'মাত্র এড করেছি।'
পাইছিগ... 'কোথায় থাকে?'
মানসী ... 'জানি না, জানতেও চাই না।'
পাইছিগ... 'কেন?'
মানসী ... 'আমি জানি না, জানতেও চাই না।'
পাইছিগ... 'নিরাশ হয়ে লিখছিস কেন?'
মানসী ... 'নাম ঠিকানা বলতে চায় না জানতেও চায় না। এক্কেবারে নিরস। জানিস, তার কেউ নেই। দূর! ভাল্লাগে না।'
পাইছিগ... 'ছদ্মনামী বা বহুরুপী হলে তুই নিরানন্দ হবে।'
মানসী ... 'এখন থেকে সে-ই আমার আনন্দ।'
পাইছিগ... 'মানসী শোন! কানা বগির মত বক বক করে বিপদে পড়িস না, সর্বনাশ হবে। পরীক্ষা সামনে।'
মানসী ... 'জানি তো! কিন্তু তা'র সাথে দেখা করতে চাই। দেখা করাতে পারলে তোর জন্য দোয়া করব। নইলে দমে দমে বদদোয়া করব যাতে পাইছিগর সাথে তোর বিচ্ছেদ হয়।'
পাইছিগ... 'ইয়া আল্লাহ গো।'
মানসী ... 'এখন চিল্লাছিস কেন লো?'
পাইছিগ... 'তার দাদার নাম বল। জানলে তার নানা বাড়ির ঠিকানা দে। না দিতে পারলে আমিও বদদোয়া দেব।'
মানসী ... 'আমি জানি না তো।'
পাইছিগ... 'আমার জন্য দোয়া করলে তার সাথে নিশ্চয় দেখা হবে। দেখা হওয়ার জন্য আমি দোয়া করব।'
মানসী ... 'সত্যি বলছিস?'
পাইছিগ... 'তিন সত্যি।'
মানসী ... 'পাইছিগর সাথে তোর দেখা হয়েছে?'
পাইছিগ... 'বহুরুপী হবে হয়তো।'

মানসী ... 'কী বকছিস?'
পাইছিগ... 'আজ প্রায় মাস তিনেক হয়েছে। আসল নাম বলে না। যা চিন্তা করতে পারি না তা লিখে রসিলা বানায়।'
মানসী ... 'জলদি ডিলিট করে ব্লক কর। সর্বনাশ করবে লো।'
পাইছিগ... 'আমিও চিন্তা করছি।'
মানসী ... 'এখন কর।'
পাইছিগ... 'সত্যি বলছিস?'
মানসী ... 'নিশ্চয় বদমাশ হবে। জলদি কর। জানিস আমার হাত পা কাঁপছে।'
পাইছিগ... 'কেন?'
মানসী ... 'চিন পরিচিত কেউ হলে কী করবে?'
পাইছিগ... 'খাইছেগ।'
মানসী ... 'ব্লক করেছিস?'
পাইছিগ... 'এক্কেবারে ব্লক করেছি।'
মানসী ... 'আমার জন্য দোয়া কর। আমার কলিজা কাঁপছে এখন।'
পাইছিগ... 'তোর মনের মানুষ নিশ্চয় মনস্বী হবে।'
মানসী ... 'আল্লাহ যেন তোর দোয়া কবুল করেন।'
পাইছিগ... 'আমিন।'
মানসী ... 'কী করছিস? জানিস, আমার হাত পা কলিজা কাঁপছে।'
পাইছিগ... 'কী হয়েছে?'
মানসী ... 'সই, সে কে হবে?'
পাইছিগ... 'এমন করে কথা বলছিস কেন?'
মানসী ... 'আমার ভয় হচ্ছে। যদি ব্লক করে?'
পাইছিগ... 'আমি তা'র বারটা বাজাব।'
মানসী ... 'ঘণ্টি কোথায়?'
পাইছিগ... 'দুই সই মিলে খুঁজে বার করব।'
মানসী ... 'সত্যি বলছিস?'
পাইছিগ... 'ভাববাচ্যের ভাষা কেমন?'
মানসী ... 'মনের মতো।'
পাইছিগ... 'খাইছেগ।'
মানসী ... 'কী হল?'
পাইছিগ... 'ধ্যানী হবে হয়তো।'
মানসী ... 'জানিস, তার কেউ নেই।'
পাইছিগ... 'এসব কী বলছিস।'
মানসী ... 'দূর! আর ভাল্লাগে না।'
পাইছিগ... 'সই, আমারো ভয় হচ্ছে।'
মানসী ... 'কেন?'
পাইছিগ... 'তনুমিলন না হলে তোদের আত্মা আহত হবে।'
মানসী ... 'দোহাই! দোয়া কর সই।'
পাইছিগ... 'দোয়া তো করবই।'

মানসী ... 'সই, সে এসেছে। কী করব?'
পাইছিগ... 'আমি লগ অফ করে ভাত খাব।'
মানসী ... 'রাগ করেছিস নাকি?'
পাইছিগ... 'সত্যি ভাত খাব।'
মানসী ... 'আর আসবে?'
পাইছিগ... 'না, তার সাথে কথা বল। আল্লাহ হাফেজ।'
মানসী যখন আল্লাহ হাফেজ লিখছিল তখন তুহিন বার্তা দেয়, 'কী করছেন?'
মানসী ... 'আপনার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। ভাত খেয়েছেন?'
তুহিন ... 'আপনি এমন করে কথা বলেন কেন?'
মানসী ... 'রাগ হচ্ছে নাকি?'
তুহিন ... 'আপনি নিশ্চয় মাসনসুন্দরী?'
মানসী ... 'তা আমি জানি না। যাক, কী দিয়ে ভাত খেলেন?'
তুহিন ... 'জানেন আজ আমার জন্মদিন ছিল।'
মানসী ... 'খুব মজা করেছেন তাই না?'
তুহিন ... 'নিরালায় একেলা বসে দিন কাটিয়েছি। জানি কেউ আমাকে সুখ দিতে পারবে না। আপনি আমাকে কিছু কষ্ট উপহার দেবেন?'
মানসী ... 'জন্মদিনে কষ্ট খুঁজলে কষ্ট অতিষ্ট হয়ে বলবে আমি আর কষ্ট দেব না। আপনি নিশ্চয় কষ্টকে বরণ করেছেন। যদ্দরুন আপনার অন্তরে কষ্ট আড়ষ্ট হয়েছে। কষ্ট আর আপনাকে কষ্ট দিতে পারবে না। কষ্টকে বরণ করে আপনি বিশিষ্ট হয়েছেন।'
তুহিন ... 'সে-ই কবে মন পাষাণ হয়েছে। নিরানন্দ আমি এখন আর সুখ খুঁজি না।'
মানসী ... 'এমন করে কথা বলছেন কেন?'
তুহিন ... 'জীবনে অনেক কিছু দেখলাম এবং শিখলাম, পেলাম কী জানি না? আমি এখন আর লাভ খুঁজি না। ভাগ্যের বিড়ম্বনায় কেউ হয় অসহায়, কেউ হয় অপারগ। আমি স্বেচ্ছায় পরাজয় বরণ করেছি, জানি না সুখী হতে পারব কি না?'
মানসী ... 'কাঁদলে দুঃখ লাঘব হয় না, হাসলেই সুখী হওয়া যায় না। জানি হৃদয়হীনের বুকে মন নেই। তাই ওরা অন্তরের যন্ত্রণা অনুভব করতে পারে না।'
তুহিন ... 'আমাকে কিছু বলছেন নাকি?'
মানসী ... 'রিক্ত মন যখন তিক্ত হয়, একমাত্র তখন এমন ভাববাচ্য মনের আপ্লেয়গিরি থেকে বেরিয়ে আসে, ধোয়া হয়ে।'
তুহিন ... 'খুব সুন্দর কবিতা লিখেছেন।'
মানসী ... 'কবিরা আজকাল লুকিয়ে থাকতে চায়। কারণ ভয়। অকবিরা কবিতা লেখে কিতাব বানায়। বিধায় কবিরা কবিতার কবরে অভিধান রেখে বলেন, হে মোর কবিতা তুমি সুখে থেকো।'
তুহিন ... 'হে কবি! তোমার কবিতায় আমার মনের কথা লিখো। আমি এক জনমবিরহী, সজনী মোর বাহুতে নেই। রিক্ত আমি তোমার কাননে এসে কাব্যকলির সুষমে প্রাণবন্ত হয়েছি।'
মানসী ... 'কার সাথে কথা বলছেন?'

তুহিন ... 'আপনার সাথে এবং যা সত্য তা বলার চেষ্টা করেছি মাত্র। আপনি খুব সুন্দর কবিতা লিখেছেন। ও গো কবি! এত সুন্দর কবিতা কেমনে লিখতে হয় আমাকে শেখাবেন?'
মানসী ... 'হায় রে হায়! আমি কখন কবিতা লেখলাম?'
তুহিন ... 'আপনি কিছু লিখলে কবিতা হয়।'
মানসী ... 'তাই নাকি?'
তুহিন ... 'হে ভাবিনী! আমাকে ভাবুক বানাতে পারবে? অভাবী হয়েছি আমি ভবের বাজারে বেচাকেনা করতে পারি না। সংসার অচল হয়েছে। ঘানি টানতে কষ্ট হয়। দেহ ক্লান্ত হয়েছে। মনে রাজ্যের গ্লানি। নিঃসম্বল আমি স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য সঙ্গিনী চাই।'
মানসী ... 'ঘি মেজে শ্বাপুচ্ছ সোজা করা যায় না।'
তুহিন ... 'হৈয়ঙ্গবীন মাজলে সোজা হয়। আমি একবার চেষ্টা করেছিলাম।'
মানসী ... 'হায় হায়! শ্মশ্রুমণ্ডিত মুখমণ্ডল পরিদর্শন করারাশে আমি শ্বাপদসংকুল অরণ্যে প্রবেশ করেছি। এখন আমি কী করব?'
তুহিন ... 'আমার একটা পক্ষীরাজ আছে।'
মানসী ... 'বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে সঙ্গ দিয়ে যা চাইবেন তা দেব।'
তুহিন ... 'I want to be a lover, love is all I think of, ladylove is the essence the of love. Without her love is nothing.'
মানসী ... 'My love, I love you. Please make love to you, I'll have everything.'
তুহিন ... 'কী লিখেছেন! খাইছে গো।'
মানসী ... 'কী হল, চিল্লাচ্ছেন কেন?'
তুহিন ... 'আপনার ছন্দ পড়ে।'
মানসী ... 'কী বুঝাতে চেয়েছিলেন?'
তুহিন ... 'আপনার অনুভূতি জানতে চেয়েছিলাম।'
মানসী ... 'কী জানলেন?'
তুহিন ... 'আমি জানি না।'
মানসী ... 'মনের মানুষ মনের কথা লুকালে, মনের দুঃখ বলব কা'রে? মনের মানুষ মনের কথা জেনেও কেন মনের কথা মনে গোপন করে?'
তুহিন ... 'মনের কথা জানে মানসী কেন মনের বনে ঘুরে? মনের মাঝে লুকিয়ে থকে মানসী কেন থাকতে চায় দূরে?'
মানসী ... 'মনের কথা মনের মাঝে লুক্কায়িতে চাই না আর, আজ বলতে চাই তারে। তার বিরহনল জ্বলছে আমার অন্তরে।'
তুহিন ... 'তোমার অঙ্গসুবাসে লীলাচঞ্চল বিচঞ্চল হয়েছে, হয়তো আছ আড়ে ধারে। তোমার রূপ কিরণে উজ্জ্বলা হয়ে নিষ্প্রভ চাঁদনী ঝলমল করছে অম্বরে।'
মানসী ... 'কথার প্যাঁচে স্বপ্নাশা লুকিয়ে মনের কথা কনে কানে বলছেন নাকি?'
তুহিন ... 'আমি দুঃখিত, আপনার প্রশ্ন বুঝিনি।'
মানসী ... 'আপনি জানেন আমি কী বুঝাতে চেয়েছিলাম।'
তুহিন ... 'আপনি ঘুমাবেন না?'

মানসী ... 'হায়, সুখের সময় পলাতকের মত পলায় কেন?'
তুহিন ... 'সজনী যখন থাকে বাহুতে, পলাতক সময় পালায় পবন গতিতে।'
মানসী ... 'ধরছে বড়টায়।'
তুহিন ... 'সত্যি বলেছেন।'
মানসী ... 'তিন সত্য করে বলুন আপনি কে?'
তুহিন ... 'আমার পরিচয় বলতে চাই না, আপনাকে চিনতেও চাই না। নিরালায় একেলা বসে আমি দিবাতন আপনাকে নিয়ে জল্পনা কল্পনা করব। স্মৃতির দেয়ালে আপনার আল্পনা আঁকব।'
মানসী ... 'হে জনমবিরহী! এত সুন্দর করে লিখেছেন, তন্ময় হয়ে পড়ে আমার মনের সব দুঃখ ভাদ্রের কালো মেঘের মত বিলিন হয়েছে। সত্য কথা অশ্রুজলে লিখেছেন। এখন বলুন, অজানার ভিড়ে হারালে কষ্ট হবে?'
তুহিন ... 'কাঁদছেন কেন?'
মানসী ... 'কই কাঁদলাম?'
তুহিন ... 'মানসসুন্দরী কখনো অজানা সুন্দরের ভিড়ে হারায় না, হারাতে পারে না। মনের মাঝে মানসী থাকে।'
মানসী ... 'সত্যি বলছেন?'
তুহিন ... 'তিন সত্যি।'
মানসী ... 'জানেন, বাড়ি গেলে সবাই বলে আমার নাকি বিয়ের বয়স হয়েছে। বিয়ে হলে আমি নাকি পরের ঘরে চলে যাব। পরের ঘরে চলে গেলে আপনার সাথে কি দেখা হবে বা কথা বলতে পারব?'
তুহিন ... 'মনের মানুষ মনে থাকে মানসী কখনো পর হয় না।'
মানসী ... 'কী বুঝাতে চাইছেন?'
তুহিন ... 'নয়ন বেয়ে নোনা জল ঝরছে, তাই না?'
মানসী ... 'মন কাঁদছে আমার আখি বেয়ে অশ্রু ঝরছে মাত্র। আপনি লিখতে থাকুন।'
তুহিন ... 'মন আড়ষ্ট হয়ে আমার দেহ বিবশ হচ্ছে, কেন জানি না?'
মানসী ... 'আমাকে বরফ বানাতে পারবেন?'
তুহিন ... 'আজব কথা লিখলেন কেন?'
মানসী ... 'আপনি তো বরফ, তাই না?'
তুহিন ... 'আমার নামের অর্থ বরফ।'
'আমাকে বরফ বানাও। বরফ হলে আমার আড়ষ্ট মনে আর অনুভূতি থাকবে না। আবেগপ্রবণতায় আমি আর অপারগ হতে চাই না। দোহাই উড়ে এসে উরে টেনে আমাকে বরফ বানাও।' লেখে সুফিয়া লগ অফ করে কান্নায় ভেঙে পড়ে। সুফিয়া কেন লগ অফ করল নিয়ে অনেকক্ষণ চিন্তা করে কম্পিউটার অফ করে তুহিন বিছানায় শুয়ে ভাবতে ভাবতে একসময় ঘুমিয়ে পড়ে। পরদিন সুফিয়া লগইন করে না। অপেক্ষায় অতিষ্ট হয়ে কয়েকদিন গত হয়। মানসীর চিন্তায় তুহিন চিন্তক হতে শুরু করে। সময়মত খায় না ঘুমায় না। তা দেখে মুইন চিন্তিত হয়। মুইন যখন জন্মগ্রহন করেছিল মুইনের মা তখন তুহিনের বাসায় কাজ করতেন। তুহিন মাত্র কয়েক মাসের বড়। ওরা এক সাথে খেলে বড় হয়েছে। তুহিন যা খেত মুইনকেও

দিত। তুহিনের মা বাবা কখনো বাঁধা দেননি। উনারা মুইনকেও তুহিনের মত আদর করতেন। মুইনের একটা টুপি আছে। তুহিনের বাবা কিনে দিয়েছেলন। টুপি এখনো তার মাথায় লাগার কারণ সুন্দর দেখে কেঁদেছিল। এখনো সে কাঁদে। জুম্মার নমাজ পড়ে ফেরার পথে দুজন কবরস্থানে যেয়ে মা বাবার কবর যিয়ারত করে মন হাল্কা করে কেঁদে বাসায় ফিরে। আজও ওরা চোখের জল মুছতে মুছতে বাসায় ফিরেছে। বৃদ্ধা খাবার পরিবেশন করে। খাওয়া শেষে বৃদ্ধাকে নিয়ে ওরা দুজন বেরোয়। মুইন গাড়ি চালায়। তুহিন কিছু বলে না। বৃদ্ধা পিছনে বসা। জুম্মাবারে ওরা বেশি কথা বলে না। বৃদ্ধা কিছু বলার জন্য উসখুস করে। বার বার নড়াছড়া করছে শুনে তুহিন শান্তকণ্ঠে বলল, 'কিছু বলবেন?'

বৃদ্ধা কপট হেসে হাত মলে বলল, 'সাহেব, আমার নাতনীর জন্য একটা বিয়ের প্রস্তাব এসেছে। রবিবারে বিয়ে দেব।'

'কী বললে?' তুহিন প্রায় হেঁকে বললে বৃদ্ধার সাথে মুইনও চমকে ওঠে। তুহিন ঘুরে বৃদ্ধার দিকে তাকিয়ে কপাল কুঁচকে বলল, 'এমন করলে কেন?'

'কী করেছি সাহেব?' বৃদ্ধা সভয়ে বললে রাগান্বিতকণ্ঠে তুহিন বলল, 'জানি গ্রহাবিষ্ট আমি লক্ষ্মীছাড়া। আমরা জন্ম বৃহস্পতির বারবেলায় হয়েছে। আমি অশুভংঙ্কর। আমার ছায়া পড়লে মাটির পাতিল ফাটে। অনিষ্টাশঙ্কায় আমি আড়ষ্ট প্রায়। উপচ্ছায়ার ছায়া পর্যন্ত লুকিয়ে রাখি, তবুও অনিষ্ট হয়। মৃত্যুর মালিক আমি নয়। আমাকে যে সৃষ্টি করেছেন উনি হলেন সব কিছুর মালিক। তাইলে সবাই আমাকে মৃত্যুর কারণ ভাবে কেন?'

'সাহেব, আমরা গরিব। কর্মদোষে আমরা দোষী। পাথর চাপা কপাল নিয়ে আমরা জন্মি। ভাগ্যজয়ী আপনি হলেন সৌভাগ্যবান। বরতাজোরে আপনার মত অদৃষ্টবান সুপরুষের মুখ দেখলে আমরা সুদিনের মুখ দেখি। সাহেব, রেগে শাপ দিলে আমার অভাগী নাতনী শপ্তা হবে।'

'এই মুইন, তোর নানি এবং আমার আইমা কিছু বলেছিলেন। একটা কথাও আমি বুঝিনি। তুই কিছু বুঝেছিস?' বলে তুহিন ঘাড় বাঁকিয়ে তাকায়। বৃদ্ধা দু হাতে মুখ লুকিয়ে ডুকরে কেঁদে বলল, 'ইয়া দয়াল আল্লাহ, সাহেবের দয়ায় আমার নাতনী আজো প্রবিত্র। ও কারু বাসায় যেয়ে কাজ করে না। উনার টাকা দিয়ে সুন্দর শাড়ী কিনে আমি আমার নাতনীকে দেই। রাতে পেট ভরে ভাত খেয়ে নানি নাতনী ঘুমাই। ইয়া আল্লাহ, সাহেবকে এত সুখশান্তি দাও, যত সুখেশান্তি আমাদেরকে দিয়েছ।'

তুহিন নড়েছড়ে বসে মৃদু হেসে বলল, 'দোয়া করতে থাকো। তোমার আখিজলে আমার পোড়াকপাল শিতল হচ্ছে। দোয়ায় শনির দশা দূর হচ্ছে ভাগ্যপরিবর্তন। দোয়া করতে থাকো। আমিও তোমার জন্য কেঁদে দোয়া করব।'

'সাহেব এসব কী বলছেন?'

'বিয়ের কথা পাকিয়ে ফেলেছ নাকি?'

'কেন সাহেব?'

'অদ্য আমি বিয়ে করব না। তবে অভাগা মুইনকে বরণ করলে অভাগিনী ভাগ্যবতী হবে।' বলে তুহিন মুইনের দিকে অপলক দৃষ্টে তাকায়। মুইন কপাল কুঁচকে কথা না বলে চালাতে থাকে। বৃদ্ধা জড়সড় হয়ে বসে থাকে। তুহিন বুক কাপিয়ে

হাঁপ ছেড়ে হতাশকণ্ঠে বলল, 'জানি, পোড়াকপালিয়াকে বরণ করে জন্মদুখিনীও দুর্ভাগ্যলাঞ্ছিত হয়ে টানাটানি করতে চায় না।'
'সাহেব এত অভিশাপ দিচ্ছেন কেন?'
'মুইন, দ্রুত চালা।' বলে তুহিন চোখ বুজে। আর কথা না বলে বৃদ্ধার বস্তির সামনে গাড়ি থামালে বৃদ্ধা বেরিয়ে তুহিনের পাশে যেয়ে হাত মলে কাকুতি মিনতি করে বলল, 'সাহেব, বরকে জিজ্ঞেস করুন অভাগীকে বরণ করবে কি না?'
'কী বললে?' বলে তুহিন চমকে সোজা হয়ে বসে।
'অভাগীর মুখ আমার মেয়ে দেখেনি। জন্মের পরদিন ওর বাবা মরেছিল। এক বছর বয়সে নানাকে খেয়েছিল।'
'বিতিকিচ্ছি কেচ্ছা শুনতে চাই না। এখন অভাগীকে বউ সাজাও যেয়ে। অভাগাকে বর সাজিয়ে শাড়ী গহনা এবং ইমাম সাহেবকে নিয়ে আসব।' বলে দুহাত দিয়ে চলে যাওয়ার জন্য ইশারা করে মুইনের দিকে তাকিয়ে ব্যস্তকণ্ঠে তুহিন বলল, 'রোষে চালা। শনির রাত ঘনাবার আগে বউকে ঘরে তুলতে হবে।'
'জি সাহেব।'
'এই ভেড়ুয়া! উল্কাবেগে চালা। হাতে সময় নেই। না পারলে নাম আমি চালাব।'
'সাহেব।'
'যা বলার কালরাতে বলবে। এখন কথা না বলে গাড়ি চালা।' বলে তুহিন অস্বস্তি শুরু করে। আর কথা না বলে শহরে যেয়ে বিয়ের শাড়ী গহনা কিনে ফেরার পথে ইমাম সাহেবকে নিয়ে বৃদ্ধার সাথে দেখা করে বলল, 'আইমা জলদি করো। সুর্য ডুবার আগে বউকে নিয়ে ঘরে যেতে হবে।'
আর কথা না বলে ইমাম সাহেব বিয়ের খুতবা পড়ে আক্দ করালে বস্তিবাসিকে ডেকে তুহিন বলল, 'রাতে আমার বাসায় আপনাদের নিমন্ত্রণ। কালরাত উজাগরী করে বরকনে মিলে বৌভাত পাকাবে। সবাই আসবেন। মজা করে খাব আর আনন্দোৎসব করব।'
নানির গলা ধরে নাতনী কাঁদে। মাথা নত করে মুইনকে ডান হাতে অশ্রু মুছতে দেখে তুহিন বলল, 'শোন! বাসরঘরে প্রবেশ করে বউর গলা ধরে কান্নাকাটি করলে কেউ তোকে মারধর করবে না। এখন এক কাজ কর, কনেকে ক্রোড়ে করে গাড়িতে নিয়ে যা।'
মুইন শরীর কাঁপিয়ে হেসে বলল, 'সাহেব, এই কাজটা আমি এখন করতে পারব না।'
'আচ্ছা দাঁড়া, দেখি কী করতে পারি?' বলে তুহিন বৃদ্ধার পাশে যেয়ে কপট হেসে বলল, 'বুড়ি গো, বউড়ির গলা ধরিয়া কান্দিয়া কাটিয়া নানি নাতনী গাড়িতে উঠিয়া বসিলে জবর ভালো হইবে।'
আর কথা না বলে নাতনীকে নিয়ে নানি গাড়িতে উঠে বসে। মুইন চালকপাশে উঠতে চাইলে তুহিন চোখ পাকিয়ে দাঁতে দাঁত পিঁষে বলল, 'বররা গাড়ি চালায় না।'
মুইন কাঁধ ঝুলিয়ে অলসের মত হেঁটে উঠে বসে। তুহিন দোয়াদুরুদ পড়ে আস্তেধীরে চালিয়ে বাসার সামনে যেয়ে হাঁপ ছাড়ে। মুইন যখন গেট খুলে সুফিয়া তখন বাসায় প্রবেশ করে। গাড়ির দিকে তাকিয়ে নতুন বউ দেখে ঘাড় ফিরিয়ে

তাকায়। মুইন নেমে গেট বন্ধ করে গাড়িতে উঠলে তুহিন গাড়ি চালিয়ে ভিতরে যেয়ে দ্রুত নেমে বউর পাশের দরজা খুলে সরে দাঁড়ায়। মুইন যেয়ে তুহিনের দিকে তাকিয়ে কাঁধ ঝুলায়।

'তুই চিন্তা করিস না।' বলে তুহিন দরজা খুলে ঘরে যখন প্রবেশ করে, সুফিয়া তখন ছাদে দাঁড়িয়ে দেখে। কিছু বুঝতে না পেরে নিম্নকণ্ঠে বলল, 'নতুন বউ ঘরে তুলা হচ্ছে অথচ বিয়ের নামগন্ধ নেই। এ কেমন আজব বিয়া? বদমাশরা অভাগীকে ভাগিয়ে আনল না অপহরণ করল? পুলিশকে জানালে ভালো হবে, অন্তত আমি মনে শান্তি পাব।'

সুফিয়া যখন নিজের সাথে কথা বলে পুলিশকে ফোন করবে কি না নিয়ে চিন্তাভাবনা করে, তুহিন তখন চাউল চিনি দুধ মধু যা হাতের কাছে পেয়েছিল সব নিয়ে গিয়ে বলল, 'নির্ভয়ে বউকে নিয়ে আসো। চিনি মধু দিয়ে নতুন বউর মুখ মিঠা করব। এত মধু খাওয়াব যে কথা বললে মধু পড়বে।'

নতনীকে নিয়ে বৃদ্ধা দরজার সামনে গেলে তুহিন বরণডালা প্রসারিত করে মৃদু হেসে বলল, 'তার মা বাবা নেই। আজ থেকে তুমি তার একমাত্র আপনজন।'

নতুন বউ মাথা তুলে তুহিনের দিকে তাকিয়ে নীরবে অশ্রুবর্ষণ করে দু হাত পাতে। তুহিন দ্রুত বাম হাতে ডালা ধরে দুধ চিনি মধু বউর হাতে দেয়। নতুনবৌ সবটুকু খেয়ে মাথায় মুছে স্নিগ্ধ হেসে তুহিনের দিকে তাকায়।

'নে বাকিটুকু তুই খা।' বলে ডালা মুইনের হাতে দিয়ে তুহিন এক পাশে সরে বৃদ্ধার দিকে তাকিয়ে বলল, 'বিছমিল্লাহ বলে নতুন বউকে নিয়ে সংবাসে প্রবেশ করো।'

বিছমিল্লাহ বলে নাতনীকে নিয়ে বৃদ্ধা অন্তঃপুরে প্রবেশ করলে মুইনের দিকে তাকিয়ে তুহিন বলল, 'বউকে নিয়ে তুই তোর কামরায় যা। বৌভাতের আয়োজন আমি করব।'

'সাহেব! আল্লা'র দোহাই দিচ্ছি আর কোথাও যাবেন না।' মুইন বিচলিত হয়ে বললে তুহিন কপাল কুঁচকে বলল, 'কেন কী হবে?'

'আমার বুকের ভিতর ধকধক করছে।'

'ঠিকাছে কোথাও যাব না। কন্যাযাত্রিরা রাতে আসলে কী দিয়ে যত্নআত্তি করব?' বলে তুহিন ভ্রু দিয়ে ইশারা করলে মুইন কপট হেসে বলল, 'একটা ফোন করলে তিনটা বাবুর্চি এসে বৌভাত রান্না করবে।'

'তোর মাথায় বুদ্ধি আছে। আচ্ছা, এখন বউকে নিয়ে তুই তোর কামরায় যা। নানির সাথে গল্পগুজব করব।' বলে তুহিন বৃদ্ধার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলে বৃদ্ধা বলল, 'সাহেব এমন করে হাসছেন কেন?'

'অপয়া আমরা যমের অরুচি, তাই না নানি?'

'এই প্রশ্নের জবাব আমি জানি না গো সাহেব।'

'কে জানে?'

'একমাত্র আল্লাহ জানেন। মানুষ নাকি মরণশীল এবং যম একদিন মরবে আমি শুনেছি।' বলে বৃদ্ধা ম্লান হাসে। তুহিন যখন বৃদ্ধার সাথে গপসপ করে এবং মুইন তার বউর সাথে কী বলে খোশগল্প করবে নিয়ে চিন্তা ভাবনা করে তখন সুফিয়া নিজের কামরায় যয়ে কম্পিউটার অন করে। মাগারিবের নমাজ পড়ে ধীরে ধীরে

লোকজন আসতে শুরু করে। বৃদ্ধা এবং তুহিন একে অন্যের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে কী বলবে খুঁজে না পেয়ে তুহিন কপট হেসে বলল, 'মুইন বলেছিল একটা কল করলে তিনটা বাবুর্চি দৌড়ে আসবে। একটা কল করে দেখি কয়টা বাবুর্চি আসে?'

'সাহেব, টাকা হাতে দিলে ওরা নিজের পছন্দের খাবার কিনে খাবে এবং পেট না ভরলে আমাদেরকে বকবে না।'

'এই জন্য আইমা ডাকি গো নানি।' বলে তুহিন দৌড়ে তার কামরায় যেয়ে টাকা নিয়ে ধারীতে যেয়ে হেঁকে বলল, 'সম্মানী অতিথিবৃন্দ আমি এখনো খাবার পাকাতে পারিনি। কন্যার নানি দাবড়িয়ে বলেছেন, যা'র যা'র পছন্দের খাবার কিনে আনলে আপনাদের পেট ভরবে। আমি বলছিলাম কী, কে কী খাবেন কিনে আনলে জবর ভালো হবে।'

এক বৃদ্ধ শরীর কাঁপিয়ে হেসে বলল, 'আজ প্রথমবারের মত কিনে বৌভাত খাব।'

'জানি, আমার নানা এবং দাদাজানও কিনে বৌভাত খাননি তাই এই আয়োজন। চলুন, পাশে কয়েকটা হুটেল আছে। সব খাবার কিনে আনলে আমাদের পেটে ঠাসাঠাসি শুরু হবে।' বলে তুহিন অতিথিদেরকে নিয়ে চলে যায়। বৃদ্ধা মুইনের দরজায় ঠুকে বলল, 'তাহিরা, দরজা খুল।'

মুইন দরজা খুলে হেলে দুলে কপট হেসে বলল, 'আইমা গো, আমি আমার বউর সাথে কী বলে গপসপ করব দরাজ হয়ে একটু বলবেন? জানেন, আজ আমার জবর লজ্জা হচ্ছে।'

'বৌভাত খাওয়ার জন্য বস্তিবাসি এসেছে।'

'কন্যাযাত্রিরা সাহেবের অতিথি সেই হেতু চিন্তাটাও সাহেবের।'

'নাতিন জামাই, সাহেবের মনে কষ্ট দিলে তোদের অন্তর পুড়ে ছারখার হবে।'

'নানি, একটা কথা বলি?'

'বল।'

'আমি তকদিরে বিশ্বাস করি। কিন্তু আমার ইমান দুর্বল।'

বৃদ্ধা কপাল কুঁচকে বললেন, 'কী বলতে চাস?'

'অনেকে বলে এই বাসা অভিশপ্ত। ভয়ে বাসার ধারে পাশে কেউ আসে না।' বলে মুইন ধীরে ধীরে হেঁটে জানালার পাশে যায়।

'যা বলেছিস তা সত্য হলে তাহিরা শপ্তা।' বৃদ্ধা তাহিরার দিকে অপলকদৃষ্টে তাকিয়ে গম্ভীরকণ্ঠে বলল, 'তোর বরের কিছু হলে তুই জন্মদুখিনী হবে। তোকে কেউ বিয়ে করবে না। বারস্ত্রী হয়ে তুই কলুষিত দেহে দোজখে যাবে।'

'নানি, আমাকে আমি সৃষ্টি করিনি। আমার ভাগ্য আমি লিখিনি। তাইলে আমি কেন কলুষিত হয়ে দোজখে যাব?' বলে তাহিরা বৃদ্ধার দিকে সজলদৃষ্টে তাকায়। 'তোর বরকে জিজ্ঞেস কর। এত জটিল প্রশ্নের জবাব জানলে আমি কী আর রান্না-বান্না করতাম।' বলে বৃদ্ধা বুক কাঁপিয়ে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে। তাহিরা চোখ তুলে তাকালে মুইন কপট হেসে বলল, 'আমিও জানি না। জানলে কী আর সাহেবের পা টিপতাম? জানি না তাই খামোখা পা টিপি।'

ওরা যখন কথা বলছিল সুফিয়া রেগে বিরক্ত এবং তিষ্ট হয়ে দাঁত কটমট করে বলল, 'অসভ্য লোকরা কী শুরু করেছে? দিনে বউ ভাগিয়ে এনে রাতে কিনে

বৌভাত খাওয়াচ্ছে। আমাকে নিমন্ত্রণ করেনি। অভদ্র কোথাকর। মন বলছে গুড়গুড় করে যেয়ে সবকটাকে নাস্তানাবুদ করি। কিন্তু নিমন্ত্রণ পাইনি। বেলেল্লার মত গেলে ল্যালা বলে দাবড়ি দেবে। কহা যায় না এমনো হতে পারে, কদম গুনে এগুতে দেখে যদি মুগুর হাতে তেড়ে আসে, তখন মহা সমস্যা হবে। আমি তো আবার দৌড়াতে পারি না। আম্মুর নতুন শাড়ী পিন্ধে যাব। খামোখা বারংবার হোঁচট হুমড়ি খেয়ে হেনস্তা হতে হবে। ইস্, লোকটা কেন যে আমাকে নিমন্ত্রণ করল না? কমপক্ষে অন্তত আমাকে নিমন্ত্রণ করা তার উচিৎ ছিল। নিমন্ত্রণ করল না কেন? অজানা প্রশ্নের জবাব কে জানে? কুকপাখির মত সবসময় লুকিয়ে থাকে কেন? লোকটা কি তাইলে একান্তবাসী? দূর! আমি উত্তর জানি না।'

সুফিয়া যখন চিন্তাভাবনা করে তুহিন তখন খাবার কিনে বাসায় ফিরে। মুইন এবং তুহিন মিলে সবাইকে পানভোজন করায়। খেয়ে সবাই মুইন এবং তাহিরার সুখী সংসারজীবনের জন্য দোয়া করে। তারপর চা পান খেয়ে যাওয়ার সময় মুইন এবং তাহিরাকে নিয়ে সবাই মিলে তুহিনের জন্য দোয়া করে। মানসীকে বিয়ে করে তুহিন যেন চিরসুখী হয়। তুহিন সবাইকে পৌঁছিয়ে দিতে চয়েছিল। অনেক লোক এবং সবাই বারবার বারণ করে। বিধায় গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে ফিরে ধারীতে বসে মাথা নত করে কাঁদতে শুরু করে। এমন সময় সুফিয়া টর্চলাইট জ্বালিয়ে আয়নায় ধরলে ক্ষীণ আলো তুহিনের মুখে ঠেকে। তুহিন বিরক্ত হয়ে মাথা নেড়ে আলোর দিকে তাকিয়ে কপাল কুঁচ করে। সুফিয়া টর্চ নিবায় না। তুহিন আরো বিরক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে পিছমোড় দিয়ে ঘাড় বাঁকিয়ে তাকায়। সুফিয়া নিজের মুখে টর্চ ধরে জিভ বার করে মুখ ভেংচিয়ে টর্চ নিবায়। তুহিন অবাক হয়ে কপাল কুঁচকে মাথা নেড়ে ধীরে ধীরে হেঁটে বসারঘরে যেয়ে আরাম করে সোফায় বসে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে। মুইন যেয়ে কপট হেসে বলল, 'সাহেব। আমি এখন কী করব?'

'রে আহাম্মক! তা আমি বলব বা জানব কেমনে?'

'জি সাহেব।' বলে মুইন ধীরে ধীরে হেঁটে তুহিনের পায়ের পাশে বসে মুখের দিকে তাকিয়ে ম্লান হেসে বলল, 'সাহেব। মানসী কে, বিবিজান নাকি?'

'প্রশ্নের জবাব জানলে আমি এখন বগল বাজাতাম। জানি না। যাক! বলছিলাম কী?' দাঁত কটমট করে চোখ পাকিয়ে হাত দিয়ে ইশারা করে তুহিন বলল, 'দৌড়ে বাসরঘরে যা। বেশি বিরক্ত করলে আজ দেব কয়েক গণ্ডা।'

'জি আচ্ছা সাহেব আমি যাচ্ছি।' বলে মুইন দাঁড়িয়ে পিছু হেঁটে দৌড় দেয়।

'শোন! আইমাকে উনার কামরা দেখিয়ে দে। আমি নিচে ঘুমাব।' তুহিন হেঁকে বললে মুইন থমকে দাঁড়িয়ে ঘুরে কপাল কুঁচকে বলল, 'আপনি কেন নিচে ঘুমাবেন?'

'তুই তো জানিস সবসময় সব প্রশ্নের জবাব দিতে আমি পছন্দ করি না।'

'সাহেব, আপনি এক কাজ করুন?'

'কী কাজ করব বল?'

'আপনি কামরায় চলে যান। আমরা তিনজন এখানে বসে গপসপ করব।'

'তিনজনকে কষ্ট দিয়ে আমি একলা তিনটা কামরায় ঘুমাব নাকি?'

'তাইলে আরেকটা কাজ করলে কেমন হয়?'

'বল।'

'লগইন করে দেখুন উনি হয়তো আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন।'
'হয়তো।'
'সাহেব, আমার সাথে রাগ করছেন নাকি?'
'মায়! তোর সাথে রাগ করব কেন?'
'আপনি হলেন বাসার মালিক, আমরা হলাম কাজের লোক। আপনি আরাম করুন যেয়ে। আমরা আমাদের জায়গার ব্যবস্থা করব।'
'মুইন শোন! তুই তোর কামরায় চলে যা নইলে আমার রাগ চরমে উঠবে। আমি চাই না বউড়ির সামনে তোকে কিলাই।'
এমন সময় বৃদ্ধা যেয়ে বলল, 'সাহেব, আমি আমার ঝুপড়িতে যেতে চাই।'
'কেন জানতে পারি কি?'
'খাসতালুক পতিত হলেও রাইয়তরা তালুকদার হয় না। এক জমিদারিআনায় চৌদ্দপুরুষ রাইয়তি করলেও রাইয়তরা রাইয়তই থাকে, ভাগীদার বা জমিদার হতে পারে না। তেমনি, খাসমহলে একমাত্র বিবিজানের হুকুম পালিত হয়। দাসী বাঁদি ঝিউড়ির নয়।'
'জানি।' বলে তুহিন দাঁড়িয়ে কম্পিউটার অন করে চেয়ার টেনে বসে মুইনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'বাঁচলে আগামী কাল সুবন্দোবস্ত করব। এখন ঘুমা যেয়ে।'
'জি সাহেব।' বলে মুইন চলে যায়। তুহিন লগইন করলে মেসেজ আসে ...
মানসী ... 'এত দেরি করছ কেন?'
তুহিন ... 'আপনি এখনো ঘুমাননি?'
মানসী ... 'আপনার জন্য অপেক্ষা করছি।'
তুহিন ... 'কেন?'
মানসী ... 'রাত্রি শুভ হোক না লিখে আমি কি ঘুমাতে পারি?'
তুহিন ... 'কী বলছেন?'
মানসী ... 'যা লিখার লিখেছি এবং আপনিও পড়েছেন। এখন বলুন কিছু খেয়েছেন?'
তুহিন ... 'জানেন, আজ আমি সত্যি খুব খুশি হয়েছি। আমি জানি আপনি জানেন না তাই লিখব না। লিখলে আপনি জেনে ফেলবেন।'
মানসী ... 'আপনি কেন খুব খুশি হয়েছেন জানলে আমি অন্তত সামান্য খুশি হব। আপনি লিখেছেন লিখবেন না তাই আমি খুব দুখী হয়ে ঘুমাব। কারণ আপনি আমার দুঃখের কারণ জানেন, তাই আমি লিখব না?'
তুহিন ... 'আমার খুব ভয় হচ্ছে।'
মানসী ... 'মায়! ভয় হবে কেন?'
তুহিন ... 'আপনি এমন একটা কথা লিখেছেন যা পড়ে আমি সত্যই খুব খুশি হয়েছি। ভয়ে লিখছি না যদি শেষ আশাটুকু ভাদ্রের কালো মেঘের মত বিলীয়মান হয়।'
মানসী ... 'আমি কী এমন লিখলাম যা পড়ে আপনি খুব খুশি হয়েছেন এবং খুশির কারণ বললে আপনার শেষ আশাটুকু ভাদ্রের কালোমেঘের মত বিলীন হবে? আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। দয়া করে সামান্য বিশ্লেষণ করবেন? অন্তত খামোখা উজাগরীর করার জন্য আমার ঘুম অঘুমার দেশে দেশান্তরী হবে না।'

তুহিন ... 'এখন বলুন কিছু খেয়েছেন? <<< এখন থেকে এই শব্দদ্বয় আমার সম্বল। যত দিন বাঁচব এই শব্দদ্বয় জপে ভাত এবং চা খাব।'
মানসী ... 'আপনি জানেন না, না খেয়ে আমার ওজন কমতে শুরু করেছে। সবসময় চোখের পাতা ভার থাকে। চোখের নিচে কালিমা জমতে শুরু করেছে। মনের আনন্দ নিরানন্দের দেশে দেশান্তরী হয়েছে। কেন আমি জানি না।'
তুহিন ... 'কারু প্রতি আপনার মনে টান জন্মাচ্ছে এবং আপনি উনাকে ভালোবাসতে শুরু করেছেন। ভাগ্যাধনী কে সে সৌভাগ্যবান এবং কবে আমার তঙ্কন আকাশে লগনচাঁদ উদয় হবে?
মানসী ... 'হায় রে আমার আনন্দ।'
তুহিন ... 'কী হল?'
মানসী ... 'দুখে দুখিনী হয়ে আমি আমার দুখের কথা লিখে আপনাকে জানালাম। আমার দুখে দুখী না হয়ে আপনি এমন সব আজগুবি শব্দ লিখেছেন, পড়ে আমার আক্কেল এক্কেবারে গুড়ুম এবং আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ়।'
তুহিন ... 'আপনি এত আশ্চর্য হচ্ছেন কেন?'
মানসী ... 'আপনি অত্যাশ্চর্য শব্দ লিখছেন যা পড়ে আমার চক্ষু চড়ক গাছ হয়েছে।'
তুহিন ... 'আমি দুঃখিত।'
মানসী ... 'রাগ করছেন নাকি?'
তুহিন ... 'রাগ করিনি, দুখ প্রকাশ করেছি মাত্র।'
মানসী ... 'আমার দুরবস্থার বার্তা পড়ে আপনি দুখ প্রকাশ করছেন কেন?'
তুহিন ... 'আমার মহা ভুল হয়েছে। আর কখনো এমন ভুল করব না।'
মানসী ... 'দোহাই আমার সাথে রাগ করবেন না। একমাত্র আপনার সাথে মন খুলে কথা বলি। যদিও আপনাকে আমি দেখিনি কিন্তু একমাত্র আপনিই আমার মনে এবং ধ্যানে। একেলা বসলে আপনাকে নিয়ে দিবাস্বপ্ন দেখি। মনে মনে আপনার সামনে মনের গোপন কথা বলি। অপরিচিত হলেও আপনি আমার অপ্রতীয়মান প্রিয়জন।'
তুহিন ... 'রেখে ঢেকে বলছেন তো তাই আপনার কথা বোধগম্য হচ্ছে না। দয়া করে একটু খুলসা করে বলবেন?'
মানসী ... 'আপনাকে ছাড়া আমি আর কিছু ভাবতে পারি না। মনের চোখে একমাত্র আপনাকে দেখি। যদিও আপনাকে মুখোমুখি দেখিনি, তবুও জল্পনা কল্পনা করে আমি পিছন থেকে আপনাকে নয়ন ভরে দেখি।'
তুহিন ... 'এসব কী বলছেন?'
মানসী ... 'হে প্রিয়তম! হৃদয়হীনের মত দুখিনীর মন ভেঙো না। পাপ হবে।'
তুহিন ... 'পাপ শাপ আমি বুঝি না। আমি নাকি শপ্ত। কারু দিকে হাত বাড়াই না। আমার ছায়া ছুঁয়া লেগে আমার প্রিয়জনের অমঙ্গল হতে পারে। এই ভয়ে কুকপাখির মত লুকিয়ে আমি আমার প্রিয়তমাকে দেখতে চাই।'
মানসী ... 'আপনি আপনার প্রিয়তমাকে লুকিয়ে দেখতে চান কেন?'
তুহিন ... 'উরে পাওয়ার আগে দূরে যাওয়ার ভয়ে আমি আমার প্রিয়তমাকে আজো নাম ধরে ডাকিনি। আমার খুব ভয় হয়।'

মানসী ... 'আপনার প্রিয়তমার নাম কী?'
তুহিন ... 'নাম বললে আপনি চিনে ফেলবেন।'
মানসী ... 'দয়া করে বলুন। অন্তত আপনার প্রিয়তমার নাম জানব। আমি আমার প্রিয়তমের নাম জানি না।'
তুহিন ... 'মানসী আমার প্রেয়সী।'
মানসী ... 'আপনার প্রিয়তমার নাম বুঝি মানসী?'
তুহিন ... 'আপনি কাঁদছেন কেন?'
মানসী ... 'আমি কাঁদছি না। তবে গণ্ড বেয়ে গরম নোনা জল ঝরছে টপটপ করে।'
তুহিন ... 'বললে কারণ জানব। দয়া করে বললেন?'
মানসী ... 'আমি লগ অফ করব। কান্না থামাতে পারছি না। আমি দুঃখিত।'
তুহিন ... 'মানসী, দোহাই।'
মানসী ... 'আমাকে ডাকছেন নাকি?'
তুহিন ... 'হ্যাঁ তোমাকে ডাকছি। দোহাই লগ অফ করো না। এখন খুব একা বোধ করছি। জানো, আমার কেউ নেই। এই পৃথিবীতে আমি একা।'
মানসী ... 'এসব কী বলছেন?'
তুহিন ... 'হ্যাঁ আমার কেউ নেই।'
মানসী ... 'একটু আগে বললেন, আপনার প্রেয়সীর নাম মানসী।'
তুহিন ... 'হ্যাঁ আমার প্রেয়সীর নাম মানসী।'
মানসী ... 'আপনি কে এবং কোথায় থাকেন?'
তুহিন ... 'আমি কে এবং কোথায় থাকি জানতে চাও না তোমাকে কতটুকু ভালোবাসি তা জানতে চাও?'
মানসী ... 'কী বললে!?'
তুহিন ... 'কোনটা জানতে চাও?'
মানসী ... 'আমাকে কত টুকু ভালোবাসো পলকে লিখো। বুকের ভিতর ঠাসঠাস শব্দ হচ্ছে। কলিজার ধুকপুকানি বন্ধ হওয়ার আগে জানতে চাই তুমি আমকে কতটুকু ভলোবাসো। জেনে মরলে হাসর পর্যন্ত আরামে ঘুমাব। দোহাই জলদি লেখো। কলিজার ধুকপুকানি হয়তো এখনি বন্ধ হবে।'
তুহিন ... 'আর লিখব না।'
মানসী ... 'এমন করো কেন?'
তুহিন ... 'আমি তোমাকে কতটুকু ভালোবাসি না জানার আগ পর্যন্ত তুমি মরবে না। আমি চাই আমাকে নিয়ে তুমি দিবাতন ভেবে দিবাস্বপ্ন দেখ। তোমার হাত ধরে সেই কবে আমি সব পেয়েছির দেশে দেশান্তরী হয়েছি।'
মানসী ... 'সত্যি?'
তুহিন ... 'তিন সত্যি।'
মানসী ... 'আমি আর জানতেও চাই না।'
তুহিন ... 'কী।'
মানসী ... 'তুমি আমাকে কতটুকু ভালোবাসো।'
তুহিন ... 'সত্যি?'

মানসী ... 'তিন সত্যি।'
তুহিন ... 'তোমার আব্বু আম্মু কেমন আছেন? জানো, উনাদের পায়ের পাশে বসে চা খাওয়ার জবর ইচ্ছা।'
মানসী ... 'আমি অত্যন্ত দুঃখিত।'
তুহিন ... 'খামোখা দুঃখিত হচ্ছ কেন?'
মানসী ... 'আমার আরো দুইটা নাম আছে। জানতে চাও?'
তুহিন ... 'প্রসঙ্গ বদলালে কেন?'
মানসী ... 'আমার নানাজান আমার নাম রেখেছেন আফিয়া যয়নাব। জানেন, দাদাজান এবং নানাজান নাকি একটানা তিনদিন ঝগড়া করেছিলেন।'
তুহিন ... 'উনারা ঝগড়া করেছিলেন কেন?'
মানসী ... 'আমি জানি তুমি জানো না তাই বলছি, উনাদেরকে ঝগড়া করতে দেখে অন্যরা হতাশ হয়ে আমার নাম নামনাইনী রাখতে চেয়েছিলেন।'
তুহিন ... 'নামনাইনী নামটা আসলে খুব সুন্দর। জানো! এমন নাম বাপের জন্মে কেউ শুনেনি এবং না শুনার কারণ হল, আমার মানসীর ডাকনাম নামনাইনী।'
মানসী ... 'আমাকে নিয়ে হাসছ কেন?'
তুহিন ... 'তুমি অভিমান করছ, তাই না?'
মানসী ... 'হ্যাঁ।'
তুহিন ... 'কারণটা জানতে পারি কী?'
মানসী ... 'নামনাইনী একটা নাম হল নাকি? হিহিহি হাহাহা হহহ হেহেহে হুহুহুহু।'
তুহিন ... 'জানো মানসী? তোমার হাসি খুব সুন্দর। পাহাড়ি ঝরনার মত।'
মানসী ... 'বলো কী? মাই গো মাই ও সোনা মাই।'
তুহিন ... 'কী হল, ভয়ত্রস্ত হলে কেন?'
মানসী ... 'আমার হাসি শুনলে কেমনে তা পটপট করে লেখ?'
তুহিন ... 'আদেশ করছ নাকি?'
মানসী ... 'দূর! বারবার এমন করো কেন?'
তুহিন ... 'আদেশ করলে পট করে লিখব, নইলে কখনো না।'
মানসী ... 'মায়! আমি কেন আদেশ করব?'
তুহিন ... 'আদেশ করার অধিকার দিয়েছি। ইচ্ছা করলে আদেশ করতে পারবে। জানো, আজ কত বছর হয় কেউ আমকে আদেশ করে না। ওরা শুধু আদেশ পালন করে।'
মানসী ... 'এমন করে কথা বলো কেন?'
তুহিন ... 'হে মানসী, তুমি দেখতে কেমন, উদাস মন জানতে চায়। বিধুবদন দেখলে বিমনা মন চনচনে হবে। দরাজ হয়ে বিধুবদন দেখাবে?'
মানসী ... 'সুন্দর একটা কবিতা লিখে দিলে বিধুবদন দেখাব, নইলে কখনো না।'
তুহিন ... 'কেমন কবিতা পড়তে চাও?'
মানসী ... 'রঙেরসে ঠাসা পাঁচমিশালি প্রেমের কবিতা পড়তে চাই।'
তুহিন ... 'আমারে ধরছে সবটার বড়টায়।'
মানসী ... 'কী হল এমন করছ কেন?'
তুহিন ... 'এত জটিল আদেশ করেছ যে আমি হতাশ হয়েছি।'

মানসী ... 'আমার জন্য ছোট্ট একটা কবিতা লিখতে পারবে না, তাইলে তুমি কী পার? সামান্য একটা অনুরোধ রাখতে পারলে না আদেশ পালন করবে কেমনে?'
তুহিন ... 'কবিতা পড়তে চাও না শুনতে চাও?'
মানসী ... 'এ কী লিখে পড়ালে।'
তুহিন ... 'কী হল?'
মানসী ... 'পড়ে শুনাবে কেমনে? আম্মু আমাকে ডাকছেন। কী করব?'
তুহিন ... 'দৌড়ে যাও।'
মানসী ... 'তুমি রাগ করেছ?'
তুহিন ... 'মানসী! তোমার আম্মু প্রথম, আমি এক্কেবারে শেষে। আমি লগ অফ করব।'
মানসী ... 'যাচ্ছি তো খামোখা চিল্লাচ্ছ কেন?'
তুহিন ... 'আল্লাহ হাফেজ। টা টা বায় বায়, দেখা হবে, কথা হবে, পরে আরেক দিন পরিচিত হব। ভাগো! দৌড়ে যাও। ভূত এল, প্রেত্নী এল। আইমা তুমি কোথায় গো?'
মানসী ... 'হে মোর প্রিয়তম, সুস্থ থেক, সুখে থেক, আমার জন্য দোয়া করো। আমিও তোমার জন্য হরদমে দোয়া করব। সুস্বপ্ন দেখ, আমাকে নিয়ে। আমিও দেখব। আল্লাহ হাফেজ।'
সুফিয়া লগ অফ করে। দুজন যা লিখেছিল তুহিন তা বারবার পড়ে। একসময় দাঁড়িয়ে দরজা খুলে বেরিয়ে ছাদের উপর যায়। সুফিয়ার বাসার দিকে তাকিয়ে কিছু সময় কাটায়। ঠাণ্ডা অনুভব হলে বাজুতে দু হাত ঘেষে মাথা দুলিয়ে ধীরে ধীরে হেঁটে নিচে নেমে পাকঘরে যেয়ে এক কাপ চা বানিয়ে বসারঘরে ফিরে। ওয়ার্ড খুলে তুহিন যখন কবিতা লেখায় মনযোগ দেয় সুফিয়া তখন কামরার বাতি নিবিয়ে বিছানায় শুয়ে তার কথা ভেবে ঘুমিয়ে পড়ে। পরদিন বিকালে তুহিন বাসায় ফিরে। গেটের সামনে দাঁড়ালে বেল দিয়ে কেউ তার পিঠে ঢিল মারে। আন্দাজি বলছি বেলেটা প্রায় এক কেজি ভার হবে। তুহিন চিৎকার করে উঠে, 'মুইন রে! দৌড়ে আয়। আমার মেরুদণ্ড ভেঙে ফেলেছে?'
চিঁক শুনে তাহিরা এবং মুইন দৌড়ে যায়। তুহিন আড়মোড়া দিয়ে বেল তুলে মুইনের দিকে তাকিয়ে কপাল কুঁচকে বলল, 'এত বড় বেল গাছ থেকে উড়ে আসল কেমনে?'
মুইন সভয়ে বলল, 'আমি জানি না সাহেব। কেউ হয়তো ঢিল মেরেছে।'
'আমার মেরুদণ্ড ভাঙার জন্য কে ঢিল মারল?' বলে তুহিন সামনের বাসার দিকে তাকিয়ে মাথা দুলিয়ে বেল ছুড়ে মারে। বাসার চৌহদ্দি দেয়ালের নিচে সুফিয়া বসা ছিল। বেল প্রথম বাসার দেয়ালে ঠেকে ধমাৎ করে সুফিয়ার মাথায় পড়ে। কম হলেও বেলের ওজন এক কেজি। একটা পাকনা বড়ুই মাথায় পড়লে কম হলে এক ঘণ্টা মাথায় হাত বুলিয়ে মালিশ করতে হয়। এক কেজি ওজনের পাকনা বেল মাথায় পড়লে কত আরাম লাগে, তা একমাত্র সে বুঝবে যা'র মাথায় বেল পড়ে। হাত পা ছুড়ে সুফিয়া চিল্লাতে শুরু করে, 'আম্মু গো, আমার কল্লা ফাটিয়েছে।'
মা বাবা দৌড়ে যেয়ে দু হাতে মাথা ধরে সুফিয়াকে মাটিতে বসা দেখে উনাদের

মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ে। মা ব্যস্তকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী হয়েছে?'
'সামনের বাসার ষণ্ডা ঢিল মেরে আমার কল্লা ফাটিয়েছে।' বলে সুফিয়া হায় হায় করে। মা মাথা তুলে কপাল কুঁচকে সুফিয়ার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বেলগাছের নিচে বসেছিস কেন? তোর মাথায় গাছপাকা বেল পড়েছে।'
'আপনি এসব কী বলছেন?' বলে সুফিয়া মাথা তুলে তাকায়।
'সামনের বাসার ছেলে যে বেল ছুড়ে তোর মাথা ফাটিয়েছে তা তুই নিশ্চিত হলে কেমনে?'
'আমি জানি না গো আম্মাজান।' বলে সুফিয়া মাথা নাড়ে। বাবা ওর হাত ধরে উঠিয়ে চিন্তিতকণ্ঠে বললেন, 'কী হয়েছে আব্বুকে বলো?'
'আম্মু বলেছেন গাছপাকা বেল গাছ থেকে খসে পড়েছে।' মাথায় হাত বুলিয়ে বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে কপট হেসে বলল, 'আমি ভেবেছিলাম ষণ্ডায় ঢিল মেরেছিল।
'কেউ অবশ্য ঢিল মেরেছে। কে এবং কেন মারল তা জানি কেমনে?' বাবা চিন্তিতকণ্ঠে বললে মা বিরক্ত হয়ে বললেন, 'ঢিল কে মারবে? সামনের বাসার ছেলে খুব শান্তশিষ্ট। আমার মেয়ের মাথায় ঢিল মারার স্পর্ধা কাজের ছেলের নেই।'
'অন্য কেউ হতে পারে?'
'ছাদে উঠে সামনের বাসার ছেলেকে ডেকে জিজ্ঞেস করলে ভাল হবে।' বলে মা কপাল কুঁচকে বেলের দিকে তাকিয়ে চিন্তিতকণ্ঠে বললেন, 'আপনি হয়তো সত্য বলেছেন। বেলটা ফাটা। দেখি তোর মাথা ফেটেছে কি না?'
'ও আম্মু গো! আমার কল্লার ভিতর ব্যথা হচ্ছে।'
'দেখি।' বলে মা সুফিয়ার মাথার দিকে তাকিয়ে ব্যথিতকণ্ঠে বললেন, 'ইস্! ফুলে ফেঁপে ঢোলের মত হয়েছে। ভিতরে চল মাথায় বরফ দেব।'
বাবা রেগে ক্ষিপ্ত হয়ে দৌড়ে ছাদে উঠে চারপাশ দেখেন। কেউ নেই। বরফের পোঁটলা মাথায় নিয়ে সুফিয়া কপট হেসে বলল, 'আব্বু বাদ দেন। কেউ হয়তো বেল পাড়ার জন্য ঢিল মেরেছিল।'
'তবুও ওদেরকে জিজ্ঞেস করলে ভালো হবে।' বলে বাবা দ্রুত নেমে তুহিনের বাসায় যেয়ে দরজায় ঠুকেন। মুইন বেরিয়ে চমকে সালাম করে বলল, 'কা'কে চাই?'
'বাসার মালিক অথবা কর্তাকে একটু ডাকবে?'
'ভিতরে আসুন, সাহেব বসারঘরে আছেন।'
'আমার হাতে সময় নেই। উনাকে আসার জন্য বলো।'
মুইন দ্রুত বসারঘরে যেয়ে ব্যস্তকণ্ঠে বলল, 'সাহেব, সামনের বাসার বাজান এসেছেন।'
'সেরেছে! তুই কিছু বলেছিস?' বলে তুহিন লাফ দিয়ে দাঁড়ায়।
'জি না। সমস্যা হতে পারে। বাজান ক্ষেপে আছেন।' বলে মুইন ঢোঁক গিলে।
'চল, উনার সাথে পরিচিত হলে চণ্ডিমাকে তুরুমঠোকা দিতে পারব।' বলে তুহিন দ্রুত বেরিয়ে সালাম করে। সুফিয়ার বাবা তুহিনের দিকে তাকিয়ে সস্নেহে হেসে বললেন, 'তোমার মা বাবা কোথায়? উনাদেরকে আজো দেখলাম না। উনারা

বিদেশ থাকেন নাকি?'
'ভিতরে আসুন, কথা বলে বিকেলের চা খাব।'
'আজ না আরেক দিন। তোমার নাম কী, আমাদের বাসায় যাও না কেন?'
'আজ অনেকদিন হয় আব্বা আম্মা বেহেস্থে চলে গিয়েছেন। অনেকে বলে আমি অভিশপ্ত। তাই আপনাদের বাসায় যাই না।'
'তোমার নাম কী?'
'আব্বা আম্মা আমার নাম রাগীব ইয়াসার রেখেছিলেন।' বলে তুহিন মাথা নত করে অশ্রু মুছে।
'কেঁদ না বাবা। উনারা যেখানে গিয়েছেন আমাদেরকেও সেখানে যেতে হবে। আমার বাসায় চলো, আমার সাথে চা খেয়ে আসবে। চাইলে রাতের খাবার খেতে পারবে।'
'আমি কারু বাসায় যাই না।'
'আমি জোর করতে চাই না। যাক, ইচ্ছা হলে চলে আসবে। আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করব।'
'আপনি যখন এসেছেন তখন আমার সাথে চা খেয়ে যান। আজ কতদিন হয় আব্বার মত কারু সাথে কথা বলিনি।'
'এ তুমি কী বললে।' হতাশ হয়ে বলে মাথা দিয়ে ইশারা করে বললেন, 'চলো, তোমার সাথে আজ আমি রাতের খাবার খাব।'
'আমার সাথে চা খেলে আপনার পাশে বসে আমি রাতে ভাত খাব।'
'ঠিকাছে ভিতরে চলো।' হাঁটতে হাঁটতে তার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী কাজ করো?'
'আব্বা যা রেখে গেছেন তা দেখাশোনা করি।' বলে হাত দিয়ে সোফার দিকে ইশারা করে বসার জন্য বলল।
'আমার সামনের সোফায় বসো। তোমার সাথে কথা বলে আমার খুব ভালো লাগছে।' বলে সুফিয়ার বাবা চারপশে তাকান।
'আপনাকে ধন্যবাদ।' বলে তুহিন মুইনের দিকে তাকয়ে বলল, 'আমাদের জন্য চা নিয়ে আয়।'
'আমার সামনের সোফায় বসো।' সুফিয়ার বাবা আবার বললে তুহিন মুদু হেসে বলল, 'আমি কখনো আমার আব্বার সামনে বসিনি।'
'তাইলে সোফার হাতলে বসো।' বলে উনি নড়ে ছড়ে বসলে তুহিন মাথা নত করে কাঁদতে শুরু করে।
'কী হল রে বাবা, বার বার কাঁদছ কেন?' ব্যস্তকণ্ঠে বলে উনি দ্রুত তার পাশে যেয়ে দু হাতে তার দু বাজু ধরলে কান্না থামিয়ে তুহিন বিচলিতকণ্ঠে বলল, 'সকাল বিকাল লুকিয়ে আপনাদেরকে দেখি।'
'কেন?'
'আপনারা যেমন করে ঘর থেকে বেরোন, তেমন করে আমরা বেরোতাম। আব্বা গাড়ি চালাতেন, আম্মা আর আমি পিছনে বসতাম।' তুহিন মৃদু হেসে বললে উনি কিছু বলবেন এমন সময় উনার মোবাইল বাজে। জবাব দিলে সুফিয়া ব্যস্তকণ্ঠ বলল, 'আব্বু! ষণ্ডাকে পিঠাচ্ছেন নাকি?'

‘তোমরা চিন্তা করো না। আমি এখন রাগীবের সাথে গপসপ করে চা খাবো।’ বলে উনি মোবাইল পকেটে রাখেন। এমন সময় মুইন চা নিয়ে যায়। টেবিলে রেখে একপাশে সরে দাঁড়ায়। তুহিন কাপ হাতে নিয়ে জিজ্ঞেস করে, ‘চিনি কয়টা দেব?’
‘তোমার আব্বার মত বানিয়ে দাও।’ বুক কাপিঁয়ে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, ‘আমাকে কিছু ডাকছ না কেন?’
তুহিন কাপ এগিয়ে দিয়ে বলল, ‘কী ডাকব আপনি বলে দিন?’
‘কী ডাকতে চাও?’
‘বাবা ডাকলে কেউ কিছু বলবে না।’ বলে তুহিন নিজের কাপ হাতে নেয়। সুফিয়ার বাবা চায় চুমুক দিতে দিতে বললেন, ‘কেন?’
‘ভিখারিরা বাবা ডাকে। আমিও ভিখারির মত আপনাকে বাবা ডাকব। দয়া করে বারণ করবেন না।’
‘ঠিকাছে। চা শেষ হয়েছে? আমারটা শেষ। আমার সাথে চল।’ বলে সুফিয়ার বাবা দাঁড়ান।
‘জি বাবা, চলুন।’ মুইনের দিকে তাকিয় ব্যস্তকণ্ঠে বলল, ‘বাবার সাথে যাচ্ছি, রাতে মা বাবার সাথে ভাত খাব। তোমরা খেয়ে নেবে। চলুন বাবা।’
সুফিয়ার বাবা কথা না বলে দ্রুত হাঁটতে শুরু করলে তুহিন দৌড়ে উনার পাশে যেয়ে বলল, ‘বাবা, মা’র জন্য কিছু নিলে খুশি হবেন। কী নেব?’
‘তোমাদের বাবাসয় নাকি বারমাসী পেয়ারার গাছ আছে।’
‘জি বাবা, আমি নিয়ে আসছি।’ বলে তুহিন দৌড়ে বাসার পিছনে যেয়ে গাছে উঠে কয়েকটা পেয়ারা পেড়ে দৌড়ে গেটের সামনে যেয়ে গেট খুলে ডাক দেয়, ‘বাবা, মা’র জন্য পেয়ারা নিয়ে এসেছি। কী করব?’
সুফিয়ার বাবা দ্রুত হেঁটে তার সামনে যেয়ে বিচলিত হয়ে বললেন, ‘এমন করো কেন?’
‘ভয় হয় বাবা।’
‘ভিতরে আসো।’ বলে তার হাত ধরে বাসার ভিতরে নিয়ে যান।
‘বাবা, আল্লাহ নিশ্চয় আপনাকে চিরসুখী করবেন।’ বলে তুহিন বাজুতে অশ্রু মুছে।
‘বাবা রাগীব, আমার মেয়ের মাথা আজ জবর গরম। ওর মাথায় কেউ নাকি বেল দিয়ে ঢিল মেরেছে। কিছু বললে রাগ করো না বাবা।’
‘আমার পিঠেও কেউ বেল ছুড়ে মেরেছে। কে এবং কেন মেরেছে জানি না।’ বলে তুহিন এদিক ওদিক তাকায়। এমনময় সুফিয়ার মা বেরোলে উনার দিকে তাকিয়ে তুহিন পেয়ারা এগিয়ে দিয়ে বলল, ‘বাবা বলেছিলেন আপনি নাকি বারমাসী পেয়ারা খেতে চান। কয়েকটা নিয়ে এসেছি।’
সুফিয়ার মা বুক কাঁপিয়ে শ্বাস টেনে ছাড়তে ছাড়তে বললেন, ‘উনি আমাকে সব খুলে বলেছেন।’
‘এই নাও মা।’ বলে পেয়ারা উনার হাতে দিয়ে পিছু হেঁটে বাজুতে অশ্রু মুছে।
‘তুমি কাঁদছ কেন?’ সুফিয়ার মা অবাক হয়ে বললেন।
‘গাছটা আমার আম্মা রোয়ে ছিলেন। গাছের পেয়ারা আমি পারতাম না। আপনি দিলে একটা খাব। মগডালে আরো আছে, কাল বিকালে নিয়ে আসব।’ বলে তুহিন

হাত পাতে। এমন সময় বরফের পোঁটলা মাথায় ছেপে ধরে সুফিয়া জোরগলায় বলল, 'আম্মু! লোকটাকে এত আদর করছেন কেন?'
'আমাদের জন্য চা বানিয়ে নিয়ে আয়।' বলে মা সুফিয়াকে আদেশ করেন।
'আলাইর পিঠে বেল মেরে এ কী সর্বনাশ করলাম রে?' বিড়বিড় করে বলে সুফিয়া পাকঘরে চলে গেলে মা বললেন, 'কত দিন তোমাদের বাসায় যেতে চেয়েছিলাম। তুমি নিমন্ত্রণ করনি তাই আমি অভিমান করে যাইনি।'
'আমিও কত দিন আসতে চেয়েছিলাম, ভয়ে আসিনি। আগে যারা চিলেন উনারা আমাকে এড়িয়ে চলতেন। আমি ইচ্ছা করে আপনাদের সাথে দূরত্ব বজায় রাখতাম।'
'রাগীব, বল খেলা পছন্দ করো?' সুফিয়ার বাবা উত্তেজিতকণ্ঠে বলেন। তুহিন প্রায় লাফ দিয়ে দাঁড়িয়ে ব্যস্তকণ্ঠে বলল, 'কেন বাবা, খেলতে চান নাকি?'
'বল নেই।' বলে সুফিয়ার বাবা কাঁধ ঝুলিয়ে হতাশ হয়ে হেলান দিয়ে বসেন।
'বাবা, বাসায় একটা আছে। দৌড়ে নিয়ে আসব?'
'পারবে?'
'পারব মানে, নিয়ে আসছি।' বলে তুহিন দৌড় দেয়। এমন সময় মাথায় পোঁটলা এবং দুহাতে ট্রে নিয়ে বসারঘরে প্রবেশ করে তুহিনকে পাগলাঘোড়ার মত দৌড়াতে দেখে সুফিয়া শরীর কাঁপিয়ে বলল, 'আব্বু! মুগুর দিয়ে পিঠিয়েছেন নাকি?'
'না মা, বল আনতে যাচ্ছে। অনেকদিন হয় বল খেলিনি। আজ রাগীবের সাথে খেলব।' বলে বাবা দাঁড়িয়ে কাপ হাতে নেন।
'আপনাদের কাণ্ডকারখানা দেখে মনে হচ্ছে, আমি নিশ্চয় কাজের মেয়ে।' সুফিয়া কপাল কুঁচকে মা'র দিকে তাকিয়ে বলে দ্রুত নিজের কামরায় যেয়ে লগইন করে দেখে তুহিন লিখছে, 'মানসী! আজ রাতে আমি হয়তো অনলাইন আসব না।'
মানসী ... 'কেন কী হয়েছে?'
তুহিন ... 'মা বাবার সাথে গপসপ করব।'
মানসী ... 'কী বকতে শুরু করেছ? মাথা ঠিক আছে না গায়ে ভর উঠেছে? ও মা গো।'
তুহিন ... 'মাথা ঠিকঠাকাছে এবং আমার গায়ে ভর উঠেনি। আমি যাচ্ছি মা বাবা আমার জন্য অপেক্ষা করছেন।'
মানসী ... 'গত রাতে বললে তোমার কেউ নেই এখন বলছ মা বাবা অপেক্ষা করছেন। তোমার কী হয়েছে?'
তুহিন ... 'সত্যি! উনার আমার জন্য অপেক্ষা করছেন।'
মানসী ... 'উনারা কোথায়?'
তুহিন ... 'আমার সামনের বাসায়।'
মানসী ... 'তোমার আব্বা আম্মা তোমার সামনের বাসায় থাকেন নাকি?'
তুহিন ... 'উনাদেরকে আমি মা এবং বাবা ডাকি।'
মানসী ... 'কী বকছ বুঝিয়ে লিখো? এমনিতে আমার মাথা গরম।'
তুহিন ... 'মানসী দোহাই, আমাকে যেতে দাও উনারা অপেক্ষা করছেন।'
মানসী ... 'আমাকে তোমার মোবাইল নম্বর দাও, পরে ফোন করব।'

তুহিন ... 'তোমারটা আমাকে দাও সময় পেলে আমি ফোন করব।'
মানসী ... 'ইস, বললাম যে পড়নি? তোমার নম্বর দাও আমি তোমাকে ফোন করব।'
'আচ্ছা দিচ্ছি।' বলে তুহিন ফোন নম্বর লিখে দেয়।
মানসী ... 'কিছুক্ষণ পর আমি ফোন করব।'
'কয়েক ঘণ্টা পর ফোন করবে। আমি এখন বাবার সাথে বল খেলব। আচ্ছা আমি যাচ্ছি।' লেখে তুহিন লগ অফ করে। সুফিয়া রেগে ক্ষিপ্ত হয়ে কী করবে ভেবে পায় না। এমন সময় বল নিয়ে তুহিন যেয়ে খেলতে শুরু করে। মা বাবা তুহিনের সাথে কথা বলছেন খেলছেন ওরা দিকে তাকাবার ফুরসত যেন নেই। একে তো প্রিয়তমের সাথে কথা বলতে পারছে না, তারোপর তুহিন যেয়ে মা বাবাকে কেড়েছে। দুজন জানে না নিজের অজান্তে একে অন্যের দিকে বার বার আড় চোখে তাকাচ্ছে। সুফিয়া এত রাগান্বিত হয়েছে যে কী করবে ভেবে না পেয়ে বেরিয়ে তুহিনকে ডেকে চোখ পাকিয়ে দাঁত কটমট করে বলল, 'ওই মিঞা! এখানে এসেছ কেন? বল খেলতে হলে খালি মাঠে যাও।'
কেউ সুফিয়ার দিকে তাকায় না। রাগে দুঃখে ক্ষিপ্ত হয়ে নিজের কামরায় যেয়ে তুহিনকে ফোন করে। তুহিন জবাব দিয়ে বলল, 'এখন না পরে কথা বলব।'
'লাইন কাটে কেন?' বলে হতাশ হয়ে সুফিয়া জানালার পাশে যেয়ে আবার ফোন করে। তুহিন জবাব দয়ে না। তুহিনের দিকে তাকিয় দাঁত কটমট করে আবার নম্বর ঘুরায়। মোবাইলের রিং সুফিয়া শুনতে পায়। তুহিন জবাব দিলে লাইন কেটে কপাল কুঁচকে আবার ঘুরায়। তুহিন জবাব দিলে সট করে লাইন কেটে, 'ওরে বাপ রে বাপ! মাইগ্নো মাই।' বলে সুফিয়া চমকে ওঠে। ভয় এবং উত্তেজনায় কাঁপতে শুরু করে। বুক ভরে শ্বাস টেনে কয়েটা হাঁপ ছেড়ে আবার নম্বর ঘুরায়। তুহিন জবাব দেয় না। অনেকক্ষণ খেলার পর জিরাবার জন্য তুহিন ধীরতে বসে। সুফিয়া জানালার পাশে যেয়ে তুহিনের দিকে তাকিয় অটডায়েল করে। তুহিনের মোবাইলে রিং হলে লাইন কাটে। আবার ঘুরায়। লাউডস্পিকার অন করে সুফিয়া কান পাতে। রুদ্ধশ্বাসে তুহিন জবাব দেয়, 'কী হল, বার বার রিং করছ কেন?'
সুফিয়া লাইন কেটে আবার নম্বর ঘুরায়। তুহিন বিরক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে একটু সরে রাগান্বিত কণ্ঠে বলল, 'এমন করছ কেন?'
'এত হাঁপাচ্ছ কেন, কেউ পিঠিয়েছে নাকি?' বলে সুফিয়া খিল খিল করে হাসে।
'বাবার সাথে বল খেলছিলাম। এখন রাখি, বাবা ঠাণ্ডা পানি নিয়ে এসেছেন।' বলে তুহিন লাইন কেটে গেলাস হাতে নিলে সুফিয়া আবার নম্বর ঘুরায়। তুহিন বিরক্তোক্তি করে জবাব দিল, 'কী হল?'
'কী করো?'
'গলা শুকিয়ে জিবেগজা। সামান্য পানি পান করতে পারব?'
'হ্যা নিশ্চয়, পানি পান করো। আর হ্যাঁ, আমি আর ফোন করব না। দয়া করে রাগ করো না। আমিও এখন হকি খেলব।' বলে সুফিয়া লাইন কাটে।
'খুব ভালো হয়েছে। হাত পা ভাঙলে মজা টের পাবে।' বলে তুহিন মোবাইল পকেটে রাখে। বল এবং ক্রিকেট বেট নিয়ে সুফিয়া বেরেয়ি তুহিনের দিকে আড় চোখে তাকিয়ে বাবার দিকে বল ছুড়ে বলল, 'আব্বু, আমি বেটিং করব আপনি

বলিং করুন।'
বাবা কাঁধ ঝুলিয়ে বললেন, 'রাগীবের সাথে ফুটবল খেলতে পারব?'
'জি না! পারবেন না। আমি ক্রিকেট খেলতে চাই।' বলে সুফিয়া তুহিনের দিকে তাকিয়ে মুখ ভেংচি দেয়। তুহিন হতাশ হয়ে বলল, 'বাবা! কী করব?'
'এই যে! আমার আব্বুকে বাবা ডাকছেন কেন? মনে নিশ্চয় কুমতলব আছে। যাও! নিজের বাড়ি-ঘরে যাও।' রুষ্টকণ্ঠে বলে বাবার দিকে তাকিয়ে আহ্লাদে গদগদকণ্ঠে বলল, 'আমি আমার আব্বুর সাথে ক্রিকেট খেলব। যাও ভাগো! দৌড় দাও।'
'বাবা, গায়ের জোরে কয়েটা বলিং করুন। ক্রিকেট খেলার শখ পলকে মিটবে।' বলে তুহিন সুফিয়ার দিকে আড়চোখে তাকায়।
'এই যে! আমার আব্বুকে কুবুদ্ধি দিচ্ছেন কেন?'
'আসো, তোমার সাথে আমি খেলব?'
'পাগল ছাগলের সাথে আমি ক্রিকেট খেলি না! যাও ভাগো।'! বলে সুফিয়া চোখ পাকিয়ে হাত দিয়ে ইশারা করলে তুহিন বিচলিত হয়ে বলল, 'বাবা কী করব?'
'তুমি বসে জিরাও আমি বলিং করব।' বলে বাবা সুফিয়ার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আব্বু একটু জিরাতে পারব?'
'এই লোকটারা সাথে ফুটবল খেলছেন কেন? আমার মন বলছে লোকটার মনে কুমতলব আছে। এই জন্য আপনাকে বাবা এবং আম্মুকে মা ডাকছেন।' বলে সুফিয়া আড় চোখে তুহিনের দিকে তাকায়।
'আব্বু খুব হাঁপিয়েছি, একটু সময় বসে কয়েকটা শ্বাস টানি।' বলে বাবা তুহিনের পাশে বসে বিচলিত হয়ে বললেন, 'আমার মেয়ের কথায় রাগ করো না বাবা।'
'আমি রাগ করিনি। ওর হিংসা হচ্ছে, যা স্বাভাবিক। আমি চলে যাব। আপনি ওর সাথে খেলুন। এখন না খেললে মনে দুঃখ পাবে। ভাববে ওর কাছ থেকে আপনাদেরকে অপহরণ করার জন্য আমি এসেছি।'
'তুমি সত্য বলেছ। আমি তা চিন্তাই করিনি। বলার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ। এখন বসে জিরাও।' বলে বাবা দাঁড়িয়ে সুফিয়ার পাশে যেয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, 'আমাদেরকে অপহরণ করার জন্য রাগীব আসেনি। সে এসেছে আমাদের সাথে কথা বলে বুকটা হাল্কা করার জন্য। তার মা বাবা নেই, তাই আমাদেরকে মা এবং বাবা ডাকে। তুমি তাকে কী ডাকতে চাও?'
'আমার সাথে ক্রিকেট খেললে খেলার সাথি অথবা অর্ধি ডাকব।' বলে সুফিয়া কপাল কুঁচকে মুখ ফিরায়।
'আচ্ছা মা ঠিকাছে। তুমি তাকে অর্ধি ডাকতে পারবে। আমি এখন বসি?' বলে বাবা বসলে সুফিয়া চোখ কপালে তুলে বলল, 'আব্বু! আপনার রাগ হয়নি?'
'কেন মা?'
'আমি বলেছিলাম উনাকে আমি অর্ধি ডাকব এবং তাতে আপনি সম্মত হয়েছেন। তার মানে অভিচারক্রিয়ায় আপনাকে বশ করা হয়েছে।' বলে সুফিয়া কাপলে আঘাত করে মাথা নেড়ে বলল, 'গুনিন এখন কোথায় পাব? হায় রে হায়! আমাকে সর্বহারা করার জন্য ভেকধারী এসেছে।'
'সুফিয়া, রাগীব ভেকধারী নয়। আমাদের সামনের বাসায় থাকে। আমি তাকে

আসার জন্য বলেছি। সে আসতে চায়নি। এসব তুমি কী বলছ? শুনলে তার মন খারাপ হবে। একমাত্র তাকে খুশি করার জন্য আমি কষ্ট করে ফুটবল খেলেছি।'
'ইয়া আল্লাহ গো! আমার আব্বু আর আমাকে আদর করেন না গো।' বলে সুফিয়া দৌড়ে চলে গেলে বাবা কাঁধ ঝুলিয়ে তুহিনের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ওর কথায় রাগ করো না বাবা। একমাত্র মেয়ে, আদর মায়া ভাগ করতে চায় না।'
'আমি জানি বাবা।'
'তুমি বসে জিরাও। আমি যেয়ে দেখি আমার মেয়ে কী করছে?' বলে বাবা যখন ঘরে প্রবেশ করেন সুফিয়া তখন চোখের কোণে ভিক্স লাগায়। বাবা দরজায় ঠুকলে রাগের ভান করে বলল, 'না! আমি দরজা খুলব না। কোথাকার কার সাথে বল খেলুন যেয়ে।'
'তার মা বাবা নেই শুনে আমি অবেগপ্রবণ হয়েছিলাম। আর কখনো এমন করব না। দরজা খুল মা।' বলে বাবা ঠুকতে থাকেন। টেবিলে রাখা গেলাসের পানি দিয়ে ওড়নার কোণা ভিজিয়ে দরজা খুলে মাথা নত করে সরে দাঁড়ায়। বাবা অধীরকণ্ঠে বললে, 'কী হয়েছে মা কাঁদছিস কেন? আব্বুর দিকে তাকা।'
সুফিয়া মাথা তুলে ম্লান হেসে বলল, 'মাথায় খুব ব্যথা করছে। ভিক্স লাগিয়েছি।'
'আর কখনো এমন করব না।'
'যান উনার সাথে খেলুন যেনে।'
'আমি আর ফুটবল খেলব না। আমার হাতে পায়ে ব্যথা হচ্ছে।'
'জানেন আব্বু, লোকটা হয়তো চোরচূড়ামণি। মার্কামারা না হলে নিশ্চয় চোরছ্যাঁচোড়ে হবে। আপনি কী বলেন?' বলে সুফিয়া বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে অশ্রু মুছে।
'আর কাঁদিস না রে মা। নিচে চল। তোমার সামনে রেগেমেগে তাকে চলে যাওয়ার জন্য বলব।'
'আব্বু, আমার চক্ষু কর্ণের বিবাদভঞ্জন করবেন?'
'মা গো, তুমি তো জানো তোমার সব কথা বুঝার জন্য বাংলা অভিধান আমি পড়ি।' বলে বাবা মৃদু হাসলে সুপিয়া কপট হেসে বলল, 'জি আব্বু, আর কখনো এমন করে কথা বলব না।'
'বারণ করে দেব, আর যেন না আসে, তুমি বললে।'
'আব্বু, এত কমা দিলেন কেন?'
'তার কেউ নেই তো, তাই বার বার কমা দিতে হয়েছিল।'
'তাই বলে আমার চেয়ে বেশি আদর করতে হবে কেন?'
'তাকে বলেছিলাম আমার পাশে বসে রাতের খাবার খাবে। এখন কী করব আব্বুকে বলো? তুমি তো জানো আপ্রাণচেষ্টা করে আমি আমার কথা রাখতে চাই। কী করব?'
'আমি তো আপানার বাঁয়ের চেয়ারে বসে খাই। ডানের চেয়ার সবসময় খালি থাকে। চাইলে আজকের জন্য বসাতে পারবেন। শুধু আজকের জন্য, মনে থকে যেন।'
'হ্যাঁ শুধু আজকের জন্য। আর কখনো ডানের চেয়ারে বসতে দেব না। কাল থেকে তুমি ডানের চেয়ারে বসবে, সে বসবে বাঁয়ের চেয়ারে। ঠিকাছে মা?' বলে বাবা

কপটহাসি হেসে ওর মাথায় হাত বুলালেন।
'কী বললেন?'
'তার কেউ নেই তো। আচ্ছা, এখন চলো যেয়ে দেখি কী করছে? আমার মন বলেছে দুহাতে মুখ লুকিয়ে বাচ্চাদের মত কাঁদছে হয়তো।' বলে বাবা সুফিয়ার হাত ধরে দ্রুত হেঁটে নিচে নামলে মা যেয়ে বললেন, 'সুফিয়া, রাগীব চলে যেতে চেয়েছিল আমি তাকে আটকিয়েছি।'
'আমাকে শুনাচ্ছেন কেন?' বলে সুফিয়া আড়চোখে তুহিনের দিকে তাকালে মা কপাল কুঁচকে বললেন, 'আজ তোর কী হয়েছে, এমন করছিস কেন?'
'ওই মিঞা! যাচ্ছ না কেন?' তুহিনের দিকে তাকিয়ে সুফিয়া চ্যাটাং করে বললে তুহিন মাথা নত করে বলল, 'বাবা বলেছিলেন উনার সাথে রাতের খাবার খাওয়ার জন্য। বাবার জন্য অপেক্ষা করছি। বাবা বললে চলে যাব।'
দাঁত কটমট করে চোখ পাকিয়ে সুফিয়া বলল, 'মায়াঅশ্রু ঝড়িয়ে কোন লাভ হবে না। যা বলার সাফ-সাফা করে বলো।'
'আমি অধিকার চাইনি। ভিখারির মত মা এবং বাবা ডেকেছিলাম মাত্র। ভিখারিরা যেকোনো জনকে মা এবং বাবা ডাকতে পারে। আমাকে অনেক ছেলে বাবা ডেকে বলে, বাবা টাকা দাও ভাত কিনে খাবো। তাই বলে ওরা আমার ছেলে হয় না।' বলে তুহিন সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে সুফিয়ার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে গম্ভিরকণ্ঠে বলল, 'জানো, পুতুলের মত হলে হয়তো বইন ডাকাতাম। কিন্তু পাড়াকুঁদুলী তুমি সেয়ানা আধবুড়ি। তোমাকে আমি কুঁদুলী বুড়ি ডাকব।'
'কী বললে! তুমি আমাকে কুঁদুলী বুড়ি ডাকবে? থোড়া সবুর করো! তোমাকে তুরুমঠোকা দেব।' বলে সুফিয়া এদিক ওদিক তাকায়।
'নাফানীর মত এত লাফাও কেন, ডেয়েরা কামড়াচ্ছে নাকি?' দাঁত কটমট করে বলে তুহিন মাথা দিয়ে ইশারা করলে বাবার দিকে তাকিয়ে সুফিয়া কাঁধ ঝুলিয়ে বলল, 'আব্বু কিছু বলছেন না কেন?'
'এখন আর কিছু না বলা সমীচীন হবে। তুমি ভিতরে চলে যাও। দেখছ না তোমার কথা শুনে কেমন ছ্যাত করে উঠেছে। আর কিছু বললে সাধুভাষায় ঝগড়া শুরু করবে। তখন আমি কিছু বুঝব না। আমার মন বলছে এই বেটা ভাষা বিশারদ। বাছাই করে সঠিক শব্দ ব্যবহার করে।' বাবা সুফিয়ার মাথা হাত বুলিয়ে বললেন, 'আব্বুকে আরেক কাপ চা দিতে পারবে?'
'শুধু আপনার জন্য এক কাপ বানাব।' বলে সুফিয়া মুখ ভেংচিয়ে তুহিনের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে চলে যায়। তুহিন বিদ্রুপ হেসে ব্যঙ্গ করে বলল, 'ও দুলালী! জানো, ধীরাধীরা তুমি একটা ফুলটুসি।'
সুফিয়া কিছু বলতে চাইলে বাবা ওর মাথায় হাত বুলিয়ে কপট হেসে বললন, 'আমি বলেছিলাম এই বেটা ভাষা বিশারদ।'
'এখন আমারো এমন মনে হচ্ছে। লোকটা নিশ্চয় মার্কামারা ভাষা বিশারদ।' বলে তুহিনের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে আবার মুখ ভেংচিয়ে সুফিয়া চলে যায়। বাবা তুহিনের পাশে যেয়ে সস্নেহে বললেন, 'রাগীব, আমার মেয়ের কথায় রাগ করনি তো?'
'জি না বাবা, আমি রাগ করিনি। তবে আমার মন বলছে ফুলটুসি আজ আমাকে

ঘোলখাওয়াবে।'
'কয়েকটা শব্দের অর্থ বুঝিনি রে বাবা।'
'উচিতশিক্ষা দিয়ে শায়েস্তা করবে।'
'ফুলটুসি কী?'
'সামান্য পরিশ্রম করে যে নারী কাতর হয়।' বলে তুহিন কপট হাসে।
'আচ্ছা ঠিকাছে, আর বলো না। আড়ি পেতে শুনলে মহা সমস্যা হতে পারে।' বলে বাবা মাথা দুলিয়ে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসেন। মা তুহিনের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'রাগীব, কাজের মেয়ে খুঁজে পাচ্ছি না। তোমার বাসায় যে রান্না করে ওকে বললে আমাদেরকে একটা কাজের মেয়ে খুঁজে দেবে। ওকে বলবে?'
'জি মা, মুইনের বউ এসে সব কাজ করবে। মুইনকে আমি বলব।'
'মুইন কে?'
'আমার ড্রাইভার।'
'ওকে বলবে, বেতন চুকাতে হবে না। যা চাইবে তা দেব।'
'বেতন দিতে হবে না মা। ও এসে বাসার সব কাজ করে দিয়ে যাবে। যা দেওয়ার আমি দেব। তা আপনি চিন্তা করবেন না বা বেতন নিয়ে কোনো কথা বলবেন না।' তুহিন দাঁড়িয়ে পায়চারি শুরু করে গম্ভিরকণ্ঠে বলল, 'আমি আপানাদেরকে মা এবং বাবা ডাকি এবং আমার বাসায় কামরা কয়েকটা খালি থাকে।'
তাকে থামিয়ে বাবা মৃদু হেসে বললেন, 'আমরা ভাড়াটে নয়।'
'তাইলে।' বলে তুহিন আশ্চর্য হয়ে ঘুরে তাকায়।
'সুফিয়াকে নিয়ে দেশে এসেছি। বিয়ের বয়স হয়েছে তো। ভাবছি কোনো এক গিরবের ছেলেকে ঘরজামাই বানাব। চাইলে বিদেশ যেতে পারবে অথবা দেশে থাকতে পারবে। তবে আমাদের সাথে থাকতে হবে।' বাবা গম্ভীরকণ্ঠে বললেন।
'অন্যরা আসেননি কেন?'
'অন্ধেরযষ্টি সুফিয়া আমাদের সহায়সম্বল। বুকে একটা কলিজা থাকে, তাই এত আদর করি।' বলে বাবা মাথা নত করে অশ্রু মুছলে তুহিন পিছু হেঁটে ম্লান হেসে বলল, 'বাবা! আমি চলে যাব।'
মা বাবা এক সাথে প্রশ্ন করলেন, 'কেন?'
'আর এক দণ্ড এখানে থাকব না। আমাকে ক্ষমা করবেন।' বলে তুহিন দৌড় দেয়। এমন সময় সুফিয়া ট্রে হাতে ফিরে তুহিনকে দৌড়াতে দেখে বিদ্রূপহেসে বলল, 'কুসুম্ভা গিললে পেটে গণ্ডগোল হয় গো।'
বাবা হেঁকে বললেন, 'রাগীব, চলে যাচ্ছ কেন?'
জবাব না দিয়ে তুহিন গেট বন্ধ করে। সুফিয়া অবাককণ্ঠে বলল, 'আব্বু, কী হয়েছে?'
'রাগীব আর কখনো আসবে না।' বলে বাবা ম্লান হাসেন।
'ভালোই হয়েছে, আলাই ফেরার হয়েছে।' বলে সুফিয়া সিঁড়িতে বসে চা'য় চিনি দিয়ে নাড়ে। মা বিচলিত হয়ে মাথা নেড়ে অনুতপ্ত হয়ে বললেন, 'ছেলেটা বিশিষ্ট এবং শান্তিশিষ্ট। তন্নতন্ন করে জগৎ খুঁজেও এমন ছেলে মিলে না।'
'জানি তো।' হতাশ হয়ে বলে বাবা কাঁধ ঝুলান।
'আব্বু, কার কথা বলছেন? সামনের বাসার ভাষা বিশারদ একটা পট্টিবাজ।

আপনাদের চোখে পট্টি বাঁধতে চায়। আমার ভয়ে পিটটান করেছে।' বলে সুফিয়া ববাবার দিকে কাপ এগিয়ে দেয়। বাবা কিছু বলবেন এমন সময় সুফিয়ার মোবাইলে রিং হয়। ক্ষিণ রিং শুনে সুফিয়া কী করবে ভেবে পায় না। মা'র হাতে চা'র কাপ দিয়ে দ্রুত নিজের কামরায় যেয়ে টেবিল থেকে মোবাইল হাতে নিয়ে জবাব দেয়, 'কতটা গোল দিলে?'

'মানসী।' বলে তুহিন কান্না ভেঙে পড়ে।

'কী হল, বল খেলায় হেরেছ নাকি?' বলে সুফিয়া আস্তে আস্তে বুক কাঁপিয়ে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে। তুহিন কথা বলছে না শুনে সুফিয়া হাসার চেষ্টা করে বলল, 'আগামী কাল আমি এসে তোমাকে থোড়া সাহায্য করব। এখন বলো কাঁদছ কেন?'

'আমার সামনের বাসায় যারা থাকেন উনাদের মাত্র একটা মেয়ে। আজ আমি উনাদের বাসায় গিয়েছিলাম। ও যে অন্ধেরযষ্টি আমি জানতাম না। জানলে কখনো যেতাম না, কখনো না। হাতে পায়ে বেঁধে হাতি দিয়ে টানিয়ে কেউ আমাকে নিতে পারতো না। ওর কিছু হলে আমি গলায় দড়ি দেব।'

'এসব কী বলছ! খবরদার এমন কিছু করবে। এক কাজ করো, আমাকে তোমার ঠিকানা দাও, আমি এখুনি আসব। দোহাই, আমার জন্য একটু ভাবো। আমি আর কাউকে ভালোবাসতে পারব না। তোমার কিছু হলে কোমরে মটকি বেঁধে সুরমায় ঝাঁপ দেব।'

'মানসী! এ আমি কী করলাম, এ আমি কী করলাম?'

'যা করেছ খুব ভালো করেছ। ওর চিন্তা ভুলে আমার সাথে মন খুলে কথা বলো। ভারী মন হাল্কা হবে।'

'জানো মানসী, আব্বা আম্মা পরলোকে যাওয়ার পর আজ প্রথমবার কারু সাথে মন খুলে কথা বলেছিলাম। কারু সাথে ঝগড়া করেছিলাম। আহ!'

'এখন আমার পরিচয় বললে পিটিয়ে লম্বা করলেও আমার সাথে দেখা করবে না, কথাও বলবে না। এখন আমি কী করি?' মোবালই নামিয়ে বিড়বিড় করে বলে আবার কানে লাগিয়ে হাসার চেষ্টা করে বলল, 'এক কাজ করো, আবার যেয়ে ওর সাথে হাতাহাতি করে মনের ঝাল ঝাড়ো। আমি রাগ করব না। পারবে?'

'জানো মানসী? তোমার সাথে যখন প্রথম আলাপ হয়েছিল আমি ভেবেছিলাম তুমি হয়তো আমার সামনের বাসায় থাকো। তুমি তোমার নাম ঠিকানা বলনি।' বলে তুহিন লগইন করে।

'লগইন করছ নাকি?'

'হ্যাঁ।'

'আমি এখন আব্বু আম্মুর সাথে চা খাব। তুমি কী করছ?'

'আমি কী করছি? দাঁড়াও চিন্তা করে বলতে হবে।'

'এমন করে কথা বলছ কেন, কী হয়েছে?'

'জানো মানসী? আমি জল্পনা কল্পনা করছিলাম। উনাদেরকে মা বাবা ডাকব। কোনো একদিন তোমাকে খুঁজে বার করব। হায়! বগল বাজিয়ে আনন্দসাগরে সাঁতার শিখতে যেয়ে আমি স্বখাত সলিলে ডুবেছি।'

'আম্মু আমাকে ডাকছেন। পরে কথা বলব।' বলে সুফিয়া লাইন কেটে বিছানায়

বসে কান্নায় ভেঙে পড়ে। এমন সময় মা যেয়ে ওকে কাঁদতে দেখে উদগ্রীবকণ্ঠে বললেন, 'কাঁদছিস কেন, কী হয়েছে?'
'মাথা চুলকাচ্ছিল। ফুলার কথা ভুলে গায়ের জোরে চুলকিয়েছি।'
'ইস্।' বলে মা ওর কপালে হাত দিয়ে আঁতকে উঠে ব্যস্তকণ্ঠে বললেন, 'তোর মাথা এত গরম হয়েছে কেন? এই যে উপরে আসুন।'
হাঁক শুনে বাবা দৌড়ে যেয়ে ব্যস্তকণ্ঠে বললে, 'কী হয়েছে?'
'সুফিয়ার কী হয়েছে, মাথা এতো গরম কেন?' মা অধীরকণ্ঠে বললে বাবা ওর মাথায় হাত দিয়ে কপাল কুঁচকে চিন্তিত কণ্ঠে বলেলেন, 'ডাক্তার ডাকব না হাসপাতালে নিয়ে যাব, কী করব জলদি বলো?'
'হাসপতাল গিয়ে এক্সরে স্ক্যান করালে ভালো হবে। আমার ভয় হচ্ছে। ও গো কী হল?' বলে মা যখন বাবার দিকে তাকান। সুফিয়া তখন চোখ বুজে এলিয়ে পড়ে।
'চাবি নিয়ে আসো! মেয়েকে নিয়ে নিচে যাচ্ছি।' ঝাপটে সুফিয়াকে ধরে বলে বাবা ওকে বাহুতে তুলে দ্রুত গাড়িতে উঠে হেঁকে বললেন, 'আসছ না কেন?'
সামনের দরজায় তালা লাগিয়ে মা প্রায় দৌড়ে গাড়ি পাশে গেলে বাবা ব্যস্ত কণ্ঠে বললে, 'তুমি চালাও আমি এখন চালাতে পারব না।'
কথা না বলে মা চালাতে শুরু করেন। গেটের সামনে যেয়ে দ্রুত নেমে গেট খুলে গাড়িতে উঠে গেট বন্ধ না করে দ্রুত চালিয়ে যখন যান। তুহিন তখন জানালার পাশে দাঁড়িয়ে দেখছিল। উনারা চলে গেলে মুইনকে ডেকে বলল, 'যা তো, সামনের বাসার গেট বন্ধ করে আয়।'
'কী হয়েছে সাহেব?'
'বেশি কিছু হয়নি। শপ্তের সংস্পর্শে যা হয় তা হয়েছে মাত্র।'
'সাহেব।'
'দৌড়ে যা, গেট বন্ধ করে আয়।' বলে তুহিন মাথা দিয়ে ইশারা করে ঘুরে মাথা দুলিয়ে ধীরে ধীরে হেঁটে বিছনায় বসে।
'সাহেব কী হয়েছে এমন করছেন কেন?'
'তোর বউ ঠিকঠাক আছে তো?'
'আমার বউটা আমার মত যমের অরুচি। ঠিকঠাক আছে। ওর জন্য চিন্তা করতে হবে না। নানি বলেছেন, জন্মেই মা বাবা খেয়েছে।'
'তবুও কাল সকালে ওকে নিয়ে অন্যবাসায় চলে যাবে। টাকার জন্য চিন্তা করিস না। প্লাট বা বাসা কিনার জন্য যত টাকা লাগে আমি দেব। এখন যা, গেট বন্ধ করে আয়।' বলে তুহিন মাথা দিয়ে ইশারা করে আকাশের দিকে তাকায়। আর কথা না বলে মুইন চলে যায়। তুহিন চিন্তাপ্রবণ হয়। এমন সময় চা হাতে তাহিরা যেয়ে দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে ডাক দেয়, 'সাহেব চা।'
তুহিন লাফ দিয়ে দাঁড়িয়ে দু হাত তুলে ব্যস্তকণ্ঠে বলল, 'খবরদার! কামরায় প্রবেশ করো না সর্বনাশ হবে।'
তাহিরা চমকে ভীতু হয়, কিছু বলতে পারে না। পিছু হাঁটতেও পারে না। ভয়ে কাঁপছে দেখে তুহিন বিচলিত হয়ে বলল, 'আমার গা ছুঁয়ে বাতাস লাগলে তোমার ক্ষতি হবে। কাপ বাইরে রেখে চলে যাও।'
'সাহেব কী হয়েছে এমন করছেন কেন?' তাহিরা কম্পিত কণ্ঠে বলল।

'আমাকে ছুঁয়ে বাতাস ওর পাশ কেটে গিয়েছিল। উনারা ওকে নিয়ে হাসপাতালে গিয়েছেন। তুমি চলে যাও। আমার জন্য চিন্তা করে চিন্তার সাগরে ডুবলেও ভ্রম সংশোধন করে বিহিত খুঁজে পাবে না। এখন যাও।' বলে তুহিন হাত দিয়ে ইশারা করে। আর কথা না বলে চা মেঝেতে রেখে তাহিরা চলে যায়। তুহিন বিছানায় লম্বা হয়ে যখন চিন্তা করে তারপর কী করবে। ডাক্তার তখন এক্সরে স্ক্যান পরীক্ষা করে চেয়ারে বসে বললেন, 'ঘাবড়াবেন না। মাথায় বেশি আঘাত পাওয়ার দরুন জ্বর উঠেছে। কয়েক দিনে ঠিক হবে। চিন্তার কারণ নাই।'

'ডাক্তারসাহেব, আর কী কিছু করা যায় না?' বাবা অধীর হয়ে বললেন।

'কিছু হলে না কিছু করব। মেয়ের কিছুই হয়নি। তবে জখম হয়েছে। মাথায় বেল পড়েছে তো। একটা কাচা বড়ুই খালি মাথায় পড়লে আমরা তিনদিন চ্যাঁচামেচি করি। এইটুকুন মেয়ের মাথায় গাছপাকা বেল পড়েছে, এখন আপনি বলুন দুলালী কী করবে? আমি বলছি কম হলে মাস খানেক চিল্লাবে।' বলে ডাক্তার সুফিয়ার মাথার পিছনে আলত করে হাত বুলিয়ে স্নিগ্ধ হেসে বললেন, 'আমি আন্দাজি বলছি, সম্পুর্ণ ফুলা কমতে হলে কমপক্ষে অন্তত তিন দিন লাগবে। তুমি কী মনে করো?'

'আমারো এমন মনে হচ্ছে। এখন বলুন, আপনাকে কী ডাকব এবং বাসায় কখন যাব?'

'আমাকে চাচা ডাকলে তোমার আম্মু মজার খাবার রান্না করবেন। আর তোমার আব্বু চাইলে এখনি তোমাকে নিয়ে বাসায় যেতে পারবেন।'

'চাচা আপনাকে ধন্যবাদ। আব্বু চলুন বাসায় যাই।'

'হ্যাঁ মা বাসায় চলে যাব। ডাক্তার সাহেব, আমার মেয়ে ঠিকঠাক আছে তো?'

'যা বলার আমি আমার ভাতিজিকে বলছি। ভাতিজি শুনো, অদ্য বেশি চিন্তা করবে না। চিন্তা করলে খামোখা মাথার ভিতর ব্যথা হবে। আরাম করে ফুলবিছানায় বসে হাদিস শরিফ পড়বে এবং মন খালি করে দুরুদ শরিফ পড়বে। দুরুদশরিফ পড়লে মন শান্ত থাকে এবং দুশ্চিন্তা করতে হয় না, অনেক পরীক্ষিত।'

'জি আচ্ছা ডাক্তারচাচা।' বলে সুফিয়া দাঁড়ায়। আর কথা না বলে মা বাবা সুফিয়াকে অনুসরণ করে গাড়িতে যান। গাড়ি স্টার্ট দিয়ে বাবা সাধারণকণ্ঠে বললেন, 'সুফিয়ার মা, এমন হল কেন?'

'আমি জানি না। সাথে সাথে হাসপতাল না এসে আপনি কেন সামনের বাসায় গিয়েছিলেন, তার কারণ আমি চিন্তা করে পাচ্ছি না। আজ না যেয়ে অন্যদিন যেতে পারতেন। অথবা সুফিয়াকে নিয়ে প্রথম হাসপাতাল এসে এক্সরে স্ক্যান করে বাসায় যেয়েও তো যেতে পারতেন। তা না করে কেন গিয়েছিলেন? সে আর আমাদের সামনে আসবে না।' বলে মা সুফিয়ার দিকে তাকিয়ে ম্লান হেসে বুক কাঁপিয়ে দীর্ঘশ্বাস ছাড়েন।

'কী হয়েছে আম্মু, এত চিন্তিত হচ্ছেন কেন? আর উনি কেন পাগলা ঘোড়ার মত দৌড়ে পালিয়েছিলেন?'

'অনেকে বলেছে সে অভিশপ্ত যা তার বিশ্বাস হয়েছে। এখন থেকে তোকে এড়িয়ে চলবে এবং আমাদের বাসায় আর আসবে না। প্রথম ইচ্ছা করে আসত না এখন ভয়ে আসবে না।'

'কেন আম্মু?'
'আমরা যখন হাসাপাতাল আসছিলাম তখন সে জানালার পাশে খাড়া ছিল। আমি দেখেছিলাম।'
'কী বলতে চাইছ?' বাবা অবাক হয়ে জানতে চান।
'ওর জন্য আমার দুঃখ হয়। আপন বলতে কেউ নেই। বুক ভরা আশা নিয়ে আমাদেরকে আপন করতে এসে বিত্রস্ত হয়েছে। মায়া মমতা শব্দ তার জন্য শাপবুলি। এখন সে একান্তবাসী হতে চাইবে। আর কাউকে বিশ্বাস করবে না। এখন যে তাকে স্নেহ করতে চাইবে তাকে ঘৃণা করবে।' বলে মা ম্লান হাসলে বাবা কপাল কুঁচকে বললেন, 'এতসব জানো কেমনে?'
'সে নিশ্চয় মানসীকযন্ত্রনায় ভোগছে। সত্বর কিছু না করলে পাগল হবে অথবা আত্মহত্যা করতে চাইবে।' বলে মা বুক কাঁপিয়ে দীর্ঘশ্বাস ছাড়েন। মা'র কথা শুনে সুফিয়া আঁতকে ওঠে। মুখে কিছু না বললেও মনে মনে বলল, 'ইয়া আল্লাহ আমি এখন কী করব?'
চিন্তা না করার জন্য ডাক্তার বলেছিলেন কিন্তু মা'র কথা শুনে সুফিয়া চিন্তার সাগরে ঝাঁপ দেয়। মাথার ব্যথা ক্রমশ বাড়ে। বাসায় পৌঁছে ইচ্ছা করে বলে না। ব্যথা বাড়তে থাকলে নিম্নকণ্ঠে কোঁকাতে শুরু করে। তুহিনের সাথে কথা বলতে চায়। মা বাবা পাশে বসা। চিন্তা না করার জন্য চেষ্টা করে, কিন্তু চিন্তার মাত্রা বাড়তে থাকে। একসময় ব্যথা অসহ্য হলে কাঁদতে শুরু করে। বাবা হতাশ এবং অপারগ হয়ে ডাক্তারকে ফোন করেন। সুফিয়াকে কাঁদতে দেখে মা বাবা বাচ্চাদের মত কাঁদেন। কী করবেন ভেবে পান না। মাথার ব্যথায় সুফিয়া ছটফট করে। তুহিন এক স্থানে বসতে পারে না, আহত বাঘের মত পায়চারি করে। মুইন দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে। পাকঘরে বসে তাহিরা নানির সাথে চিন্তার সাগরে সাঁতারায়। সীমাশূন্য চিন্তার সাগরে থই না পেয়ে তুহিন হতাশ হয়। বার বার কম্পিউটারের দিকে তাকায়। মানসী লগইন করে না। আবেগের কাছে অপারগ হয়ে সুফিয়ার মোবাইলে ফোন করে। মোবাইল অফ। অতর্কিতভাবে তুহিন চিৎকার করে বলে, 'কেন গিয়েছিলাম, কেন আমাকে এড করেছিল?'
মুইন লাফ দিয়ে উঠে সভয়ে বলল, 'সাহেব কী হয়েছে?'
'এই মুইন, আমি তো সুখে শান্তিতে ছিলাম। ও কেন আমাকে এড করে আমার সুখ শান্তি হরণ করল?' বলে তুহিন দু হাতে মাথা ছেপে ধরে বসে কাঁদতে শুরু করে। বৃদ্ধা দরজার সামনে যেয়ে সাধারণকণ্ঠে বলল, 'সাহেব, আমি বলেছিলাম না?'
'কী বলেছিলে?' রুষ্টকণ্ঠে বলে তুহিন মাথা তুলে কাপ কুঁচকে তাকালে বৃদ্ধা সভয়ে বলল, 'সাহেব আজ এত রেগেছেন কেন? আমার কলিজা কাঁপছে।'
তুহিন মাথা দুলিয়ে দাঁড়িয়ে জানালার পাশে যেয়ে সামানের বাসার দিকে তাকিয়ে গম্ভীরকণ্ঠে বলল, 'এমন হল কেন?'
মুইন এবং তাহিরা বৃদ্ধার দিকে তাকালে বৃদ্ধা কপট হেসে বলল, 'সাহেব, গানের একটা অন্তরা বলি? এক অন্তরা আমার মনে আছে, বলি?'
তুহিন মাথা দুলালে বৃদ্ধা বলল, 'খড়ায় ফাটে মাঠ বছরে একবার জোয়ার গাঙে আসে, আকাশভাঙা মেঘের পানি ঘোলা হয়ে ভাটিতে যায় বর্ষামাসে।'

বৃদ্ধা থামলে তুহিন অন্তহেসে ঘুরে হাসিকে ম্লান করে বলল, 'কান্দিয়াও রাতকানারা দেখতে পায় না পূর্ণমাসী হাসে আকাশে, আহাজারি করলেও থামে না বর্ষী ঝমঝমিয়ে ঝরে বর্ষা মাসে। মনে তুষানল দিবাতন নয়নে জল আমার ইচ্ছা চলে যাই পরবাসে, সুখপাখি মান করে উড়ে গিয়েছে সব পেয়েছির দেশে।'
গান শুনে মুইন হতাশ হয়ে কাঁধ ঝুলায়। তাহিরা কপাল কুঁচকে তুহিনের দিকে তাকায়। বৃদ্ধা অবাক কণ্ঠে বলল, 'সাহেব আপনি জানেন কেমনে?'
'মনের দুঃখে আমি লিখেছিলাম।' বলে তুহিন মাথা দুলিয়ে ঘুরে সামনের বাসার দিকে তাকিয়ে একজনকে দৌড়ে প্রবেশ করতে দেখে গুরুম্ভীর কণ্ঠে বলল, 'এই মুইন, লোকটা দৌড়ে প্রবেশ করল কেন?'
'কোন লোকটি সাহেব?'
'সামনের বাসায় একটা লোক দৌড়ে প্রবেশ করেছে। পরনে সাদা লংকোট ছিল।'
'ডাক্তার হবেন হয়তো।'
'একি সর্বনাশ হল? মানসী লগইন করছে না এবং সামনের বাসায় দৌড়ে ডাক্তার প্রবেশ করার কারণ নিশ্চয় অনিষ্ট হয়েছে। যা তো গেটের সামনে বসে ডাক্তারের জন্য অপেক্ষা কর। বেরোলে কিছু জানার চেষ্টা করবে।' হাত দিয়ে ইশারা করে তুহিন চিন্তিত হয়ে অপলদৃষ্টে সামনের বাসার দিকে তাকায়। কথা না বলে মুইন দৌড়ে যায়। তাহিরাকে নিয়ে বৃদ্ধা চলে গেলে চেয়ার টেনে জানালার পাশে যেয়ে উরুতে ল্যাপটপ নিয়ে তুহিন গুনগুন করে দুলতে শুরু করে। ডাক্তারকে নিয়ে কামরায় প্রবেশ করে বাবা ঠোঁট কাঁপিয়ে বললেন, 'ডাক্তারসাহেব, আপনি বললেন আমার মেয়ে ঠিকঠাক আছে। এখন এমন করছে কেন, আমার মেয়ের কী হয়েছে?'
'এক্সরে স্ক্যানে কিছু ভাসেনি। মাথায় বেশ ব্যথা পেয়েছে এবং নিশ্চয় চিন্তা করছে।'
'ডাক্তারসাহেব, কী এমন চিন্তা হবে?'
'আপনার যান আমার জন্য চা নাস্তা নিয়ে আসুন। আমি আমার ভাতিজির সাথে গপসপ করব।' বলে ডাক্তার উনাদেরকে চলে যাওয়ার জন্য মাথা দিয়ে ইশারা করে চেয়ার টেনে পালঙ্কের পাশে বসে সুফিয়ার কপালে হাত বুলিয়ে সস্নেহে বললেন, 'ভাতিজি, চিন্তা বন্ধ না করলে খামোখা ছটফট করবে এবং তোমার মা বাবা আমাকে পিটাবেন। বুক ভরে কয়েকটা শ্বাস টেনে শিথিল হয়ে বলো, কী নিয়ে এত চিন্তা করছ এবং কেন?'
ডাক্তারের কথামতো ঘন ঘন বুক ভরে শ্বাস টেনে শিথিল হওয়ার চেষ্টা করে ব্যথাক্লিষ্ট কণ্ঠে সুফিয়া বলল, 'এত বড় বেল আমার মাথায় পড়ল কেমনে এবং আমাদের সামনের বাসার লোক পিটটান করেছিল কেন?'
'আচ্ছা। পিটটানের অর্থ বেটা তোমার মাথায় বেল ঢিল মেরেছিল নাকি? সত্য করে বলো। বেটাকে কয়েকটা গাঁথনি দিয়ে জিজ্ঞেস করব, এককেজি ওজনের বেল দিয়ে তোমার মাথায় ঢিল মেরেছিল কেন?' বলে ডাক্তারা দাঁত কটমট করলে দুহাতে মাথা ছেপে ধরে সুফিয়া শরীর কাঁপিয়ে হেসে বলল, 'দৌড়েছিল কেন?'
'পিটটানের অর্থ দৌড় দেওয়া?'
'জি, পিটাটানের অর্থ দৌড়ে পালানো।'

'মায়! সে কেন পিটটান করেছিল তা আমি জানব কেমনে?'
'ডাক্তারচাচা! হাসলেও ব্যথা হয়। দোহাই আর হাসাবেন না কাঁদতে শুরু করব।' বলে সুফিয়া বিচলিত হয়ে তাকালে ডাক্তার মাথা দিয়ে ইশারা করে বললেন, 'আচ্ছা, এখন বলো বেল কেন ধমাৎ করে তোমার মাথায় পড়েছিল?'
'চাচা, ব্যথা হয় তো।'
'দুঃখিত, আমি তোমাকে হাসাতে চাইনি। প্রশ্ন করেছিলাম মাত্র।'
'শরবত খাওয়ার জন্য গাছে উঠে গাছপাকা বেল আমি পেড়েছিলাম। কিন্তু উড়াল দিয় আশমানে উঠে আমার মাথায় পড়ল কেমনে তা আমি চিন্তা করে পাচ্ছি না?'
'ভাতিজি শুনো! ঘনঘন বুকভরে শ্বাস টেনে তুমি শিথিল হওয়ার চেষ্টা করো। ভ্রম সংশোধন করার জন্য আমি চিন্তাভাবনা করব।' বলে ডাক্তার চিন্তিত হওয়ার ভান করে দাঁড়িয়ে পায়চারি শুরু করেন। এমন সময় চা নাস্তা নিয়ে কামরায় প্রবেশ করে বাবা বললেন, 'ডাক্তারসাহেব, কী চিন্তা করছে?'
'চিন্তা না করে আপনারা বসে নাস্তা খেয়ে চা পান করুন আমি চিন্তা করব। এখন থেকে চিন্তার পালা আমার। ভাতিজি এবং আপনারা নিশ্চিন্তে খোশগল্প করুন। সব চিন্তা আমি একা করব।' বলে ডাক্তার পায়চারি করতে থাকেন। দুই কাপ হাতে নিয়ে বাবা ডাক্তারের সামনে কাপ এগিয়ে দিয়ে চিন্তিতকণ্ঠে বললেন, 'কী এমন চিন্তা যে আপনিও চিন্তিত হয়েছেন?'
'বললে আপনি খামোখা চিন্তা করবেন। না বলা উত্তম।'
'কী এমন চিন্তা?' বাবা বললে ডাক্তার পেটে ধরে বসে শরীর কাঁপিয়ে হেসে বললেন, 'বলব?'
ডাক্তারকে হাসতে দেখে মা বাবার আক্কেল গুড়ুম হয়ে চক্ষু চড়কগাছ। সুফিয়াও কিংকর্তব্যবিমূঢ়। ডাক্তার কথা না বলে হাসতে থাকলে বাবা পিছু হেঁটে মাথা নেড়ে বললেন, 'ডাক্তারের গতরে নিশ্চয় উপরি ভর পড়েছে। দূরত্ব বজায় রাখো।'
বাবার কথা শুনে ডাক্তার পেটে ধরে হাসতে থাকলে মা কম্পিতকণ্ঠে বললেন, 'বা...বা...বাঁচতে হলে রাগীবকে ডাকুন।'
বাবা সভয়ে বললেন, 'কেন?'
'দেখছেন না দুহাতে পেটে ধরে ডাক্তার হেসে কুটিপাটি। হায় হায়, বেশি হাসলে ডাক্তারের মাথা নষ্ট হবে।' বলে মা পিছু হাঁটেন। মা বাবা এবং ডাক্তারের করুণ দশা দেখে সুফিয়া চিন্তা ভুলে সোজা হয়ে বসে মাথা কাত করে ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে থাকে। কথা বলতে পারে না। কেউ কিছু বলেন না। হাসতে হাসতে হাঁপিয়ে উঠলে ডাক্তার সোজা হয়ে বসে সুফিয়ার বাবার দিকে তাকিয়ে চোখের পানি মুছে বললেন, 'বেশি হাসলে পেটে এবং মাথায় ব্যথা হয়। আমার ভাতিজি বুদ্ধিমতীর মত শুধু চিন্তা করেছিল।'
'ওই মিঞা! ডাক্তারি ভুলে কী ভেলকি শুরু করেছ?' বাবা ভেটকি দেন।
'বলব পরে প্রথম বলুন চা গরম আছে তো, না ঠাণ্ডা হয়েছে?' বলে ডাক্তার দাঁড়ান।
'ভাই ডাক্তারসাহেব, আমার মেয়ের কী হয়েছে এবং আপনি কেন গড়াগাড়ি দিয়ে হাসলেন তিন সত্য করে বলুন?'
'কাপ টেবিলের উপর রাখুন।'

'কেন?'
'কারণ শুনে ভ্রম সংশোধন হলে আপনারাও লুটোপুটি খাবেন।' বলে ডাক্তার চেয়ার টেনে বসেন। বাবা কপাল কুঁচকে কাপ টেবিলে রাখলে ডাক্তার কপাল কুঁচকে গম্ভীর হয়ে বললেন, 'আমার ভাতিজি শরবত খাওয়ার জন্য গাছে উঠে বেল পেড়েছিল। কিন্তু হাতের বেল উড়াল দিয়ে ওর মাথায় পড়ল কেমনে?'
'ডাক্তারসাহেব এসব কী বলছেন?'
'রসের হাঁড়ি একবার ভাঙে এবং হাসির বিষয় বিশ্লষণ করা যায় না।'
'আপনাকে হাসতে দেখে হতভম্ব হয়ে আমার মেয়ের মগজে ভ্যাবাচ্যাকা লেগেছে। আপনি এত হাসলেন কেন?'
'যেমন করে বলেছিল, শুনলে আপনারাও আমার মত হাসতেন। যাক এসব, এখন বলুন সামনের বাসার ছেলে পিটটান করেছিল কেন?'
'এসব নিয়ে চিন্তা করছিল নাকি?' বলে বাবা কপাল কুঁচ করলে সুফিয়ার দিকে তাকিয়ে ডাক্তার মৃদুহেসে বললেন, 'আর কোন কারণ থাকলে তোমার বাবাকে বলো।'
কপটহেসে সুফিয়া মাথা নাড়লে ডাক্তার চা'য় চুমুক দিয়ে বললেন, 'ঠিকাছে। তুমি এখন ঘুমাবার চেষ্টা করো বাদ-বাকি আমি চিন্তা করব।'
'ডাক্তারচাচা চিন্তাটা জবর জটিল। মগজের প্যাঁচে প্যাঁচে ঘুরপাক খাচ্ছে।' বলে সুফিয়া কপট হাসলে ডাক্তার মাথা দুলিয়ে বললেন, 'দাঁড়াও, তোমাকে এখন কোণঠাসা দেব।'
'ডাক্তারসাহেব কী হয়েছে?' মা বাবা এক সাথে জানতে চান।
'আপনারা খুবই চিন্তিত যদ্দুরুন হাসির রহস্য নিগূঢ় হয়েছে। আমি হাসি থামাতে পারছি না।'
'কী বলছেন এসব?'
'আমি মনের চোখে দেখতে পাচ্ছি, উড়াল দিয়ে আশমানে উঠে ধমাৎ করে আমার ভাতিজির মাথায় বেল পড়তে দেখে ভোঁ দৌড়ে সামনের বাসার ছেলে পালাচ্ছে।' বলে ডাক্তার হাসার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে চা'য় শেষ চুমুক দেন। ডাক্তারকে অগ্রাহ্য করে বাবা সুফিয়ার পাশে বসে বললেন, 'এত চিন্তা করছ কেন আব্বুকে বলো?'
'আব্বু, আমার হাতের বেল উড়াল দিয়ে আমার মাথায় পড়ল কেমনে?'
'ফাটাবার জন্য দেয়ালে ছুড়ে মেরেছিলে নাকি?' বাবা চিন্তিতকণ্ঠে বললে সুফিয়া দুহাত তুলে হতাশ হয়ে ডাক্তারের দিকে তাকিয় বলল, 'শুনেছেন ডাক্তারচাচা, ফটাবার জন্য আমিই ছুড়ে মেরেছিলাম।'
'সামনের বাসার ছেলে পিটটান করেছিল কেন?' বলে ডাক্তার মাথা দিয়ে ইশারা করলে বাবা রেগে দাঁত কটমট করে বললের, 'ওই মিঞা! চিন্তার কারণ স্মরণ করাচ্ছ কেন?'
'মায়! আপনি আমাকে দাবড়াচ্ছেন কেন?'
'ডাক্তার, আমার মেয়ের কিছু হলে সামনের বাসার এতিম ছেলেকে বাঁচাতে পারব না। আল্লাহ রাসূলের দোহাই দিচ্ছি, তিন সত্য করে বলুন আমার মেয়ের কী হয়েছে?'
'আপনার মেয়ের কিছু হয়নি, মাথায় বেল পড়েছে মাত্র। কয়েক দিনে সুস্থ হবে।

তবে খামোখা চিন্তা করলে মাথার ব্যথায় ছটফট করবে। ঘুমের ঔষধ খাওয়ালে ভালো হবে।' বলে ব্যাগ খুলে ঔষধ বার করে সুফিয়ার হাতে দিয়ে বললেন, 'অদ্য যত ঘুমাবে তত ব্যথা কমবে। এখন কয়েকটা খেয়ে চিন্তাকে নিস্তার দিয়ে স্বস্তির সাথে ঘুমাও। ফুলা এবং ব্যথা কমলে সামনের বাসার ছেলেকে ডেকে বেলতলে বসিয়ে পিটটানের কারণ জানব।'

'জি আচ্ছা ডাক্তারচাচা।' বলে সুফিয়া টেবিলে রাখা গেলাস হাতে নিয়ে প্রথম সামন্য পানি মুখে নিয়ে হাঁ করে ছাদের দিকে তাকিয়ে বড়ি গলায় ছাড়ে। ঔষধ গিলে গেলাসের সবটুকু পানি পান করে হাঁপ ছেড়ে শিথিল হয়ে বসে।

'আচ্ছা ভাতিজি আমি এখন চলে যাব। আজ এক নিরানন্দ রোগী এসেছে। কতজন কত চেষ্টা করেও তাকে হাসাতে পারেনি। তাকে হাসাতে হবে। কী বলে বা করে তাকে হাসানো যায় নিয়ে আমিও চিন্তা করছিলাম।' বলে ডাক্তার সুফিয়ার দিকে তাকিয়ে ম্লান হাসলেন।

'ডাক্তারচাচা, রোগীর কী হয়েছে?'

'আমি জানি না। তুমি সুস্থ হলে তার সাথে গপসপ করার জন্য তোমাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য গাড়ি পাঠাব। আমার মন বলছে তোমার সাথে কথা বললে সে আমার মত হাসবে। আচ্ছা আমি এখন যাই।' বলে ডাক্তার ব্যাগ হাতে নিলেন।

'ডাক্তারচাচা, যাই বলে কোথায় যাচ্ছেন?'

ব্যাগ বিছানার উপর রেখে সুফিয়ার পাশে বসে ম্লান হেসে ডাক্তার বললেন, 'গৃহী আমরা পানিও খাই। যাই বলে বাজারে যেয়ে ডাল চাল কিনে গৃহে ফিরে। যাই বলে কাজে যাচ্ছিলাম গো মা।'

'জি আচ্ছা, আল্লা'র নাম জপে যান। দয়াবান আল্লাহ আমাদের নিগাবান।' বলে সুফিয়া স্নিগ্ধ হেসে হাত নাড়ে। আর কথা না বলে ডাক্তার কামরা থেকে বেরোলে বাবা উনাকে অনুসরণ করেন। মা বিছানায় বসে সুফিয়ার মাথায় আলত করে হাত বুলান। নিচে নেমে বাবা বিচলিত হয়ে বললেন, 'সামনের বাসার ছেলে কেন পিটটান করেছিল জানতে চান?'

ডাক্তার কপাল কুঁচকে বললেন, 'বিচলিত হচ্ছেন কেন?'

'নির্বাক সে কালের সাক্ষী হয়ে একলা দাঁড়িয়ে আছে। তার গা ছুঁয়ে বাতাস আমার মেয়ের গায়ে লাগার আগে পাগলের মত দৌড়ে পালিয়েছিল মাত্র।'

ডাক্তার মাথা নেড়ে অনুতপ্ত হয়ে বললেন, 'মৃত্যু চরম সত্য এবং কবর শেষ গন্তব্য জেনেও আমি ঔষধ দিয়ে রোগীকে বাঁচাতে চাই। তা ওরা জানে। তবুও কেন অবুঝের মত চিন্তা করে?'

'আমি জানি না ডাক্তার সাহেব। যাক, যাওয়ার পথে পারলে তার সাথে দেখা করবেন।' বলে বাবা ম্লান হাসলেন। মাথা দুলিয়ে ডাক্তার দ্রুত হেঁটে গেট খুললে মুইন দাঁড়িয়ে হাত মলে কাকুতি মিনতি করে বলল, 'ডাক্তার সাহেব, আপা কেমন আছেন?'

ডাক্তার চমকে উঠলেও নিজেকে সামলিয়ে তার দিকে তাকিয়ে মৃদুহেসে বললেন, 'সুস্থ আছে। মাথায় বেল পড়েছিল তো তাই ব্যথায় ছটফট করছিল। এখন ঠিকঠাক আছে। ব্যথা কমার জন্য এবং ঘুমের ঔষধ দিয়েছি।'

'ডাক্তার সাহেব, উনাকে আমি নিজের চোখে দেখিনি তাই আবার জিজ্ঞেস করছি,

উনি ঠিকঠাক আছেন তাই না?'
'হ্যাঁ। ওর জন্য চিন্তা করে চিন্তক হওয়ার প্রয়োজন নেই। যাক, চা খেতে চাই।'
'আমার সাথে চলুন পলকে চা বানিয়ে দেব।'
'চলো।'
'ডাক্তার সাহেব আপনি আসুন, আমি চা'র ব্যবস্থা করি যেয়ে।' বলে মুইন দৌড় দেয়। ডাক্তারকে দেখে তুহিন দাঁড়িয়ে ল্যাপটপ বিছানার উপর রেখে ধীরে ধীরে হেঁটে নিচে নামে। ততক্ষণে ডাক্তার বারান্দায় উঠেন। দরজা খুলে ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে সালাম করে। ডাক্তার সালামের জবাব দিয়ে মৃদু হেসে বললেন, 'চা খাওয়ার জন্য এসেছি।'
'খুব ভালো করেছেন?' তুহিন মৃদু হেসে বলে এক পাশে সরে হাত দিয়ে ইশারা করে বলল, 'ভিতরে আসুন। আপনার সাথে আমিও আরেক কাপ চা খাব।'
'ধন্যবাদ।' বলে ডাক্তার প্রবেশ করেন।
'বসুন ডাক্তার সাহেব।' তুহিন এক সোফায় বসে মুইনকে ডেকে বলল, 'আমাদের জন্য চা নিয়ে আয়।'
'আপনাকে চিন্তিত মনে হচ্ছে। চিন্তা যদিও মনের খোরাক কিন্তু বেশি চিন্তা করা মন এবং মস্তিষ্কের জন্য ক্ষতিকর। নিশ্চয় জানেন।'
'জী ডাক্তারসাহেব। এখন বলুন তাড়াহুড়া করে এসেছিলেন কেন?'
'রোগীকে দেখার জন এসেছিলাম।'
'উনার কী হয়েছে?'
'হাতের বেল উড়াল দিয়ে আশমানে উঠে ঠাস করে পড়ে এইটুকুন মেয়ের মাথা ফুলিয়েছে। কিন্তু উড়াল দিয়ে বেল ওর মাথায় পড়ল কেমনে তা আমরা চিন্তাভাবনা করে পাচ্ছি না।'
'হুম। চিন্তার বিষয় বটে।'
'রোগিণী বলেছিল ওর মাথায় বেল পড়তে দেখে এই বাসার ছেলে পিটটান করেছিল।' ডাক্তার এদিক ওদিক তাকিয়ে বললেন, 'ছেলেটা কোথায়? তাকে জিজ্ঞেস করলে জবাব পাব।'
'এসব কী বলছেন?'
'তাকে ডাকুন। চোখপাকিয়ে দাবড়ি দিলে গড়গড় করে সব বলবে। আমার মন বলছে দুষ্টুমি করে সে ঢিল মেরেছিল।'
'এই বাসায় একমাত্র ছেলে আমি এবং আপনি সত্য বলেছেন। দুষ্টুমি করে আমি ঢিল মেরেছিলাম। তবে বেল দিয়ে রোগিণী আমার পিঠে প্রথম ঢিল মেরেছিল।'
'এসব কী বলছেন?'
'জি ডাক্তার সাহেব, আমি ঢিল মেরেছিলাম।' বলে তুহিন দাঁড়িয়ে দরজার সামনে যেয়ে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে সামনে তাকায়।
'চিন্তার কারণ নেই। বেল পড়ে মাথা ফুলেছিল, এখন সব ঠিকঠাক আছে। আমি এক্সরে স্ক্যান করে পরখ করে দেখেছি।'
ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে তুহিন বলল, 'ডাক্তারসাহেব, এমন হয় কেন?'
'কী কেমন হয় কেন, কী হয়েছে?' বলে ডাক্তার কপাল কুঁচ করলে তুহিন বিচলিত হয়ে বলল, 'হাত বাড়ালে কলি পুড়ে ছারখার হয়। তাজা ফুল ঝরে পড়ে কেন?'

'নিরালায় বসে স্মৃতির তুলি দিয়ে আল্পনার দেয়ালে ছবি আঁকলে অম্লান হয়। মনের মানুষকে নিয়ে জল্পনা কল্পনা করা ভালো, মন চনচনে থাকে। সৃষ্টিছাড়া কথা শুনলে আক্কেলদাঁত কটকট করে এবং আচম্বিত ভাববাচ্যে ইমান দুর্বল হয়।' বলে ডাক্তার মৃদু হাসলে তুহিন গম্ভিরকণ্ঠে বলল, 'নিসর্গে সত্যের নিদর্শন আছে জানি আমি স্রষ্টাকে অন্তরে অনুভব করার জন্য নিসর্গী হতে চাই। সাধকের সংস্পর্শে মন সাধক হয়। কিন্তু, সাধনা শব্দোচ্চারণ যত সহজ সাধনা তত কঠিন এবং তিক্ত হলেও সত্য সত্যি সুন্দর।'

এমন সময় মুইন চা নিয়ে যায়। আর কথা না বলে তুহিন নীরবে চা পান করে। ডাক্তারের পাশে মেঝেতে বসে মুইন কপট হেসে বলল, 'ডাক্তার সাহেব, চা কেমন হয়েছে? আমি বানিয়েছি।'

'তুমি তো মজার চা বানাতে পারো।'

'ধন্যবাদ ডাক্তার সাহেব। জনেন, আমি ভাত সালনও পাকাতে পারি। ইচ্ছা হলে খেতে পারবেন।'

ডাক্তার কিছু বলবেন এমন সময় উনার মোবাইল বাজে। জবাব দিলে ওপাশের লোক বলল, 'ডাক্তার সাহেব, ত্বরে হাসপাতালে আসুন।'

'কী হয়েছে?'

'এক রোগী এসেছে। কী করব আমরা জানি না।'

ডাক্তার এক চুমুকে কাপের চা পান করে ব্যাগ হাতে নিয়ে তুহিনের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বললেন, 'আমি জানি আমি মরণশীল, তবুও মুমূর্ষ রোগীকে বাঁচাবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করি। যাক! রোগিণীর মনের কথা আমি জানি না। তবে উনারা তোমার জন্য কাঁদছেন। পারলে একবার যেয়ে দেখবে। আমি এখন চলে যাব।'

'আপনার সাথে আসি?'

'লাগবে না।' বলে ডাক্তার প্রায় দৌড়ে চলে গেলে মুইন বলল, 'সাহেব, আমি এখন কী করব?'

'কী করতে চাস?'

'আমি জানি না সাহেব।'

'ঘুমা যেয়ে।'

'আপনি কী করবেন?'

'মানসীর কবিতা অনুবাদ করব।' বলে তুহিন কামরায় যেয়ে চেয়ারে বসে চিন্তামগ্ন হয়। আর কথা না বলে ওরা চলে যায়। তুহিন বার বার অভিধান দেখে। অনেকক্ষণ পরে নিম্নকণ্ঠে, 'অদ্ভুত কবিতা।' বলে দাঁড়িয়ে জানালার পাশে যেয়ে সামনের বাসার দিকে তাকায়। মা বাবা সুফিয়ার পাশে বসে আছেন। কেউ কিছু বলেন না। সুফিয়া চিন্তা করতে চায় না তবুও বার বার তুহিনের চলে যাওয়া মনের চোখে দেখে কপাল কুঁচ করতে দেখে বাবা ওর কপালে হাত বুলিয়ে সস্নেহে বললেন, 'কী হয়েছে মা?'

সুফিয়া চেখে মেলে মৃদু হেসে বলল, 'না আব্বু কিছু না।'

'কী চিন্তা করছ?'

মা ওর মাথায় হাত বুলিয়ে নিম্নকণ্ঠে বললেন, 'বরফ দিয়ে সেঁক দেই।'

'আমি আনতে পারব না।'

'এমন করছিস কেন, তোর কী হয়েছে?'
'আমি জানি না গো আম্মু।' বলে মা'র দিকে তাকালে ঝর ঝর করে অশ্রু ঝরে। বাবা দাঁড়িয়ে পায়চারি করে গম্ভীরকণ্ঠে বললেন, 'সুফিয়া, কী চিন্তা করছ আব্বুকে বলো।'
'আব্বু।'
'বলো আব্বু শুনছি।' ব্যস্তকণ্ঠে বলে বাবা পাশে বসলে সুফিয়া কান্নায় ভেঙে পড়ে বলল, 'আব্বু গো আমি ঢং করেছিলাম।'
'আব্বুকে খুলে বলো।'
'আম্মু যা বলেছেন তা সত্য। উনি এত অতিষ্ট হয়েছেন যে, উনার মন মরণপাখা মেলে উড়াল দিতে চাইছে। উনার কিছু হলে আমি দায়ী হব। আব্বু গো, আমি কারু মৃত্যুর কারণ হতে চাই না। আম্মু গো কিছু করুন।' বলে সুফিয়া ব্যাকুল হয়ে কাঁদতে থাকে। মা বাবা হতবাক হয়ে একে অন্যের দিকে তাকিয়ে থাকেন। সুফিয়া কান্না থামায় না। বাবা হাঁটু গেঁড়ে বসে সুফিয়ার কপালে মাথা রেখে কান্না থামাতে ব্যর্থ হয়ে ডুকরে কেঁদে বললেন, 'সব দোষ আমার।'
'আব্বু গো আব্বু আমি দায়ী হব। জীবনভর একটা কথা আমার মনের কানে প্রতিধ্বনিত হবে, সেঁজুতি একমাত্র তোর কারণে সে আজ কবরে শুয়ে আছে।' বলে সুফিয়া শরীর কাঁপিয়ে কাঁদতে থাকে। মা কপাল কুঁচকে দাঁড়িয়ে জানালার পাশে যেয়ে তাকিয়ে দেখেন তুহিন দাঁড়িয়ে আছে। বাবা কী বলে সান্ত্বনা দেবেন ভেবে না পেয়ে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে দাঁত কটমট করে বললেন, 'তারা গুনার সময় এখন নয়। এখানে এসে আমার মেয়ের সাথে কথা বলো।'
'এখন লুকিয়ে গেলেও পালিয়ে যাবে।' বলে মা আস্তে ধীরে হেঁটে সুফিয়ার পাশে বসে কপালে হাত বুলিয়ে মৃদু হেসে বললেন, 'সে মরবে কেন?'
'আম্মু গো।'
'তার কিছু হবে না। নিশ্চিন্তে ঘুমা।' বলে মা মৃদু হেসে পলক মারলে ঝর ঝর করে উনার আখি বেয়ে অশ্রু ঝরে সুফিয়ার চোখে মুখে পড়ে।
'আম্মু, বরফ দিয়ে সেঁক দিলে ব্যথা যন্ত্রণা কমে। আমি যেয়ে নিয়ে আসি।' বলে সুফিয়া উঠার চেষ্টা করে।
'বরফ! হ্যাঁ বরফ দিয়ে সেঁক দিলে ব্যথা যন্ত্রণা কমবে।' মা দাঁড়িয়ে যেতে যেতে ব্যস্তকণ্ঠে বললেন, 'বাপ ঝি মিলে বরফের কয়েকটা প্রতিশব্দ খুঁজে বার করো। আমি বরফ নিয়ে আসছি।'
'আমার একমাত্র মেয়ে মাথার ব্যথায় ছটফট করছে আর উনি বলছেন চিন্তা করার জন্য। আলাইর নানি ল্যালা, আজ তোমাকে বনবাসে পাঠাব।' বলে বাবা চোখ পাকিয়ে দাঁত কটমট করেন। বাবার কথা শুনে সুফিয়া শরীর কাঁপিয়ে হাসে।
'হাসতে থাক রে মা, তুই হাসলে আব্বুর কলিজা আনন্দোদ্বেলিত হয়।' বলে বাবা নীরবে অশ্রু বর্ষণ করেন। সুফিয়া কথা বলে না। বাবা ওর কপালে হাত বুলান। মা বরফ নিয়ে ফিরে চেয়ার টেনে বসে ফুলায় সেঁক দিতে শুরু করেন। কেউ কথা বলেন না। ঘণ্টা গত হয়। ঔষধের ক্রিয়া শুরু হলে একসময় সুফিয়া ঘুমিয়ে পড়ে। বাবা দাঁড়িয়ে চোখ পাকিয়ে নিম্নকণ্ঠে বললেন, 'আমি মেঝেতে ঘুমাম, তুমি আমার মেয়েকে জড়িয়ে ধরে ঘুমাও।'

'বরফের কয়েকটা প্রতিশব্দ আছে। তুষার, তুহিন, নীহার নামক কাউকে সেঁজুতি ভালোবাসে। আপনি তো বললেন সামনের বাসার ছেলের নাম রাগীব ইয়াসার।' বলে বিচলিত হয়ে পলক মারলে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে।

'জানতে চাইলেও জানা যাবে না। ভান বাহানা করবে। এখন কথা না বলে ঘুমাও, আমি চোখ খুলা রাখতে পারছি না।' বলে বাবা হাই তুললেন।

'আপনি বিছানায় চলে যান। জাগলে আপনাকে ডাকব।' বলে মা সুফিয়াকে জড়িয়ে কাত হন।

'ঠিকাছে।' বলে বাবা বাতি নিবিয়ে চলে যান। পরদিন সকালে চা নাস্তা নিয়ে মুইন কামরায় প্রবেশ করে নিম্নকণ্ঠে ডাক দেয়, 'সাহেব নাস্তা।'

তুহিন চোখ মেলে জানালার দিকে তাকিয়ে কপাল কুঁচকে বলল, 'বাসা খুঁজেছিস?'

'কেন সাহেব?'

'গতরাতে বলেছিলাম।' বলে তুহিন বিছানা ত্যাগ করে বাথরুমে যেয়ে হাত মুখ ধুয়ে ফিরে চা হাতে নেয়।

'সাহেব আপনি আমকে বলেছিলেন, খালি পেটে দেশি চা খেলে বিদেশি বেমার হয়।'

'এখন থেকে আমার চিন্তা আমি করব। তুই বাসা খোঁজ যেয়ে।' বলে তুহিন চা'য় চুমুক দিয়ে মাথা দিয়ে ইশারা করে।

'সাহেব, আমি বিয়ে করতে চাইনি। আপনি আমাকে বিয়ে করিয়েছেন। আপনি ছাড়া আমার কেউ নেই।'

'মুইন! নীরবে কেঁদে নোনা জলে বুক ভাসালে আমার মন গলবে না এবং আমি মত বদলাব না। আমি এখন একা থাকে চাই। তুই চলে যা।'

'জি আচ্ছা সাহেব।' বলে মুইন ডান হাতে অশ্রু মুছে দ্রুত পাকঘরে যেয়ে বৃদ্ধার দিকে তাকিয়ে বলল, 'চলুন নানি।'

'কোথায়?'

'আমি জানি না।' তাহিরার দিকে তাকিয়ে মৃদুহেসে মুইন বলল, 'আমার আম্মা আমাকে বলেছিলেন, যার কেউ নেই তার জন্য আল্লাহ আছেন। চলো।'

'সাহেবের কী হয়েছে?'

'আমি জানি না। এখন চলো।'

'কোথায় যাবো?'

'তা না হয় পরে বলব এখন আমার সাথে চলো। থাকলে মহাসমস্যা হবে।' বলে মুইন পা বাড়ায়। আর কথা না বলে নানি নাতনী তাকে অনুসরণ করে বেরোয়। তুহিন কম্পিউটার ওন করে মেসেজ পায়।

মানসী ... 'কী জাদু করলে বন্ধু কানমন্ত্র দিয়ে, মনের কথা ইথারে বলে অন্তর তুললে কাঁপিয়ে। কামনায় কামিনী থরহরি করি, আহার নিদ্রা চায় না মন উচাটন করে।'

চা পান করে ডকুমেন্ট থেকে ফাইল খুলে নীরবতা শিরোনামের কবিতা মেসেজে কপি পেস্ট করে।

তুহিন ... 'সব নীরব হয়েছে। কেন হয়েছে জানি না। তবে যা জেনেছি তা জেনে আমি নিজে নীরব হয়েছি। অনেক আমার কাছে আসে। কেন আসে? হয়তো কিছু

নেওয়ার জন্য। কিন্তু কী নিয়ে যায় আমি জানি না। ডাকের একটা কথা আছে, খালি কলসি বাজে বেশি। আমি কি সেই খালি কলসি? ভিতরে কিছুই নেই। অলস সময় কাটে। টুইয়ে টুইয়ে দিন ফুরাচ্ছে। অন্ধকার কবর সামনে। আচকা বাঁশের পাল্কিতে শুতে হবে। নীরবতা। আহ নীরবতা। গত রাত নীরবতা চিৎকার করে বলেছিল, একান্তবাসী! তুই আমাকে খুন করেছিস। আমি তোকে ফাঁসিতে ঝুলাব। আমি বিত্রস্ত হয়ে বলেছিলাম, ভুল হয়েছে আগামীতে আর এমন হবে না। নীরবতা নীরব হয়েছিল। আত্মহত্যা করেনি। ইস! নীরবতার গলায় দড়ি দিতে পারলে জবর ভালো হত।'

মানসী ... 'হেলাফেলায় দিন চলে গেল, খেলায় মজেছিল মন। বন্ধু পেলাম বান্ধব পেলাম, আমি পেলাম না স্বজন।'

তুহিন ... 'The mind is wild. The soul is tamed. I meditated for a long time. Wanted to enjoy the freedom. When I reached the highest level, my mind told me, you are doomed.'

মানসী ... 'ভাষায় ভাব প্রকাশ হয়। অনেকের হাব দেখে ভাব বুঝা যায় না এবং নাটকিয় ভাবে অনেকে ভাব প্রাকশ করে। আমরা নাটক দেখে সব ভুলে যাই। এখন সময় হয়েছে নাটক বন্ধ করার। আমরা মনে প্রাণে ভাষা চর্চা করে ভাব প্রকাশ করি, অনেক আছে লাভের জন্য ভাষা বদলায়।'

তুহিন ... 'আবেগ আমাকে বোকা বানিয়েছে। ভাবাবাচ্যে ভাব প্রকাশ করতে পারি না। হাবার হাবভাব দেখে আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকি। রা কাড়তে পারি না।'

মানসী ... 'সাগরে সাঁতরিয়ে হয়রান হওয়া যায়, পাড় হওয়া যায় না।'

তুহিন ... 'আজ আমার বুক শূন্য, তবে কোনো একদিন ছিলো তোশা। নয়ন জলে বুক ভিজে আমার পাপি মনের মিটে না পিপাসা।'

মানসী ... 'পানি পান করতে পারিনি হাত বাঁধা ছিল গলে, বিধায় পিপাসা মিটিয়েছিলাম নয়ন জলে।'

তুহিন ... 'জলের উপর ছায়ার নাচন, তালের গাছে ঢিল মেরেছি। অভিমান করেছে সে একদিন ফিরবে হয়ে কালবৈশাখী।'

মানসী ... 'কী মায়া লাগল রে মনে আমার কী ভেলকি লাগল চোখে, না ঘুম না খানি, মনে চায় না দানাপানি, কুলুপের আঁটা মুখে।'

তুহিন ... 'আজব দুনিয়ায় আমি এক অদ্ভুত প্রাণী, স্বপ্নিল পরিবেশে খুঁজি স্বপ্নচারিণী।'

মানসী ... 'মনে কিছু ভাবনা ছিল দুই চোখে কত শত স্বপ্ন, স্বপ্নবৎ পরিবেশে অলীক হলেও হয়নি তো দুঃস্বপ্ন।'

তুহিন ... 'নিদাঘে তালের পাখা লাগে, আরো লাগে শীতলপাঠি। বন্দে মাটির ঘর, তুফান লাগলে কড় কড় করে পাটকাঠি।'

মানসী ... 'সবুজ মাটে গিয়েছিলাম দেখার জন্য দীগন্ত, কিন্তু দেখলাম কী ? ওরে বাসরে অনন্তদীগন্ত।'

তুহিন ... 'বাঁচব কেমনে তোমার বিরহে রাত জেগে স্মৃতিচারণ করে? আসো বঁধু বেরিয়ে আসো মনের দুঃখ বৃষ্টিতে যাবে ভেসে।'

মানসী ... 'হে জনমবিরহী! চোখে জল কেন কাঁদছ, কেন হৃদয় থেকে টপটপ

করে রক্ত ঝরছে?'
তুহিন ... 'মানসী! তোমার বিহনে সংসার শূন্য। বুক খালি আমার মন বিমনা হয়েছে। সুখবাসরে তোমার শূন্যতাবোধ করছি।'
মানসী ... 'বন্ধু তুমি আছ মনে অনেক দুঃখ! আমার কষ্ট তুমি জান না, ব্যথা হয়েছে নিরুপাখ্য।'
তুহিন ... 'চিন্তা করে মন্তা হলে মানসী তারে চায়, মনের মানুষ দূরে গেলে মানসে তারে কাছে পাওয়া যায়।'
লিখে যখন কম্পিটার অফ করে মুইন তখন রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে ডানে বাঁয়ে তাকায়। সুফিয়ার বাবা ডাকলে জবাব দিয়ে দৌড়ে যায়।
'রাগীব কী করছে?'
'একা হতে চাইছেন।'
'ঠিকাছে। এখন বলো তোমরা কোথায় যাবে?'
'বাসা খুঁজার জন্য।'
'এসব কী বলছ?'
'জি সাহেব। সাহেব কিছু করুন, নইলে সর্বনাশ হবে।'
'তার কী হয়েছে?'
'আমি জানি না সাহেব।' বলে মুইন পিছন ফিরে দেখে তুহিন জানালার পাশে দাঁড়িয়ে আছে।
'রাতে কিছু বলেছে?' বাবা জানতে চান। এমন সময় মোবাইল কানে লাগিয়ে তুহিন বেরিয়ে গাড়িতে উঠে দ্রুত চালিয়ে গেটের সামনে যেয়ে উণ্ড খুলে ব্যস্তকণ্ঠে বলল, 'মুইন গাড়িতে উঠ। শামীম ফোন করেছিল খালাম্মা নাকি হাসপাতালে।'
'রাগীব কী হয়েছে?'
'কিছু হয়নি বাবা। মুইন গেট বন্ধ কর। বাবা পরে কথা বলব খালাম্মা আমাকে দেখতে চান।' বলে তুহিন চোখ পাকিয়ে মুইনের দিকে তাকায়। গেট বন্ধ করে মুইন উঠে বসলে বাবাকে সালাম করে তুহিন চালাতে শুরু করে। কিছু দূর যেয়ে আয়নায় তাকিয়ে গাড়ি আসতে দেখে গাড়ি থামিয়ে নেমে মুইনের দিকে অপলক দৃষ্টে তাকিয়ে শান্ত গম্ভীরকণ্ঠ বলল, 'বাসায় চলে যা, আমি দূর কোথাও চলে যাব।'
'সাহেব! এসব কী বলছেন?' বলে মুইন তাড়াহুড়া করে বেরোয়। এমন সময় অন্য গাড়ি তাদের নিকটবর্তী হলে তুহিন হাত উঠায়। গাড়ি থামলে কথা না বলে উঠে চালকের দিকে তাকিয়ে বলল, 'চালাতে থাকো ভাই।'
'কোথায় যাবেন?'
'তুমি কোথায় যাবে?'
'শহরে যাব।'
'এখন দ্রুত চালাও। শহরে যেয়ে চিন্তা করে বলব কোথায় যাব।' বলে তুহিন গুনগুন শুরু করে, 'মন কাঁদে তোমার জন্য মানসী আমার মনে আছে, সজনী, মনানন্দে মনমুনিয়া উৎপিঞ্জর হতে চাইছে। আমার সুখপাখি সব পেয়েছির দেশে উড়ে গেছে।'
তুহিন যখন মনের কথা ছন্দে বলে মুইন তখন বউর দিকে তাকিয়ে বলল, 'কী

শুরু হল?'
'আমি জানি না।'
'নানিও জানবেন না। চলো বাসায় ফিরে যাই।' বলে মুইন যখন গাড়িতে উঠে বাসার দিকে চালায়। তখন মোবাইল বাজলে মুইন কপাল কুঁচকে মোবাইল হাতে নিয়ে জবাব দেয়। ওপাশ থেকে নারীকণ্ঠ ভেসে আসে, 'কী করছ?'
'আপনি কে কথা বলছেন?'
'আমি মানসী। আপনি কে?'
'বিবিজান সর্বনাশ হয়েছে। সাহেব চলে যাচ্ছেন।' মুইন উত্তেজিত হয়ে বলল।
'আমাকে বিবিজান ডাকছেন কেন এবং আপনার সাহেব কোথায় যাচ্ছেন? আমি হয়তো ভুল নম্বরে ফোন করেছি। আপনাকে বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত। মাফ করবেন।'
'বিবিজান আল্লা'র দোহাই লাইন কাটবেন না।'
'এমন করে কথা বলছেন কেন?'
'বিবিজান আপনি এখন কোথায়? সাহেবকে খুঁজে বার করতে হবে নইলে..।' বলে মুইন ডুকরে কেঁদে উঠলে সুফিয়া বিরক্ত হয়ে বলল, 'আপনি কে এবং কার সাথে কথা বলছেন?'
'আমার সাহেবের না তুহিন। উনি অতিষ্ট হয়ে অজনায় হারাতে যাচ্ছেন। কোথায় আমি জানি না।'
'কী বলছেন?'
'জি বিবিজান। বিবিজান কিছু করুন। আমি জানি না।'
'তুমি কী জান না?'
'কী করব আমি জানি না।'
'কোথাও যাচ্ছেন হয়তো।'
'জি না বিবিজান, সাহেব আর ফিরবেন না। আল্লা'র দোহাই দিচ্ছি কিছু করুন।'
'তুমি এখন কোথায়?'
'বাসার সামনে।'
'কার বাসার সামনে?'
'সাহেবের বাসার সামনে।'
'আমি কোথায় থাকি জানো?'
'জি না বিবিজান দয়া করে বলবেন?'
'সামনের বাসায়।'
'বিবিজান! কী বলছেন? ও মাই গো।' মুইন যেন আকাশ থেকে পড়ে।
'হ্যাঁ, গাড়ি থেকে বেরিয়ে তাকিয়ে দেখো আমি হাত নাড়ছি।'
মুইন দ্রুত গাড়ি থেকে বেরিয়ে সুফিয়াকে হাত নাড়তে দেখে ব্যস্তকণ্ঠে বলল, 'বিবিজান এখন কী করব?'
'বিকেলে ফোন করব। এখন রাখছি।' বলে সুফিয়া লাইন কেটে তুহিনের বাসার দিকে তাকিয়ে কপাল কুঁচকে নিম্নকণ্ঠে বলল, 'কোথায় যাবে?'
'কে কোথায় যাবে?' বলে মা কামরায় প্রবেশ করলে সুফিয়া চমকে বলল, 'আমার এক বান্ধবী।'

‘নাস্তা খা।’ বলে মা বিছানায় বসেন।
‘আব্বু খেয়েছেন?’ সাধারণকণ্ঠে বলে সুফিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়।
‘নিচে যাবে না এখানে বসে খাবে?’
‘আপনি যান আমি আসছি।’
‘আবার চিন্তিত হচ্ছিস কেন?’
‘মাথার ব্যথা কমেছে।’
‘তুহিন কে?’ মা কপাল কুঁচকে বললেন সুফিয়া সভয়ে বলল, ‘কেন আম্মু?’
‘কাঁদছিলে আর কাকুতি মিনতি করে তাকে ডাকছিলে।’
‘কা’কে আম্মু?’
‘তুহিন কে। কে সে?’
‘আমি তাকে চিনি না। তবে স্বপ্নজগতে তার সাথে পরিচয় হয়েছিল।’
‘এসব কী বলছিস?’
‘জি আম্মু।’ বলে সুফিয়া মাথা নত করে অশ্রু মুছে।
‘রাগীবের সাথে তুহিনের কী সম্পর্ক?’
‘বাসায় যখন এসেছিলেন তখনো চিনিনি। যখন ফোন করেছিলাম তখন আমি চিনেছিলাম। উনি আমাকে চিনেন না।’
‘কী হয়েছে, কাঁদছিস কেন?’
‘আপনি সত্য বলেছেন।’
‘কী সত্য বলেছি?’
‘আম্মু, তাকে ফিরিয়ে আনো। নইলে সর্বনাশ হবে।’
‘কিছু হবে না ইন শা আল্লাহ।’ বলে মা যখন সুফিয়াকে সান্ত্বনা দেন, তুহিন তখন ঢাকার পথে। পকেটে হাত দিয়ে বিরক্তোক্তি করে বলল, ‘দূর! মোবাইলটা গাড়িতে রেখে এসেছি। ড্রাইভার ধীরে চালাও, দেখি টাকার বস্তা এনেছি না ওটাও রেখে এসছি।’
ড্রাইভার অবাক হয়ে তাকায়। মনিব্যাগ খুলে কার্ড এবং টাকা গুনে বলল, ‘এখন ঠিকাছে। চলো টাকা খরচ করার জন্য ঢাকা যাব।’
‘কী কী কিনবেন?’
‘তুমি কী কী কিনবে?’
‘আমি প্রায় যাই।’
‘বিয়ে করেছ?’
‘জি, এক ছেলে এক মেয়ে।’
‘আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ তা’আলা তাদেরকে সৎ মহৎ দীর্ঘজীবী করবেন। আমিন।’
‘দোয়ার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ।’
‘আমি আমার কর্তব্য আদায় করেছি মাত্র।’
‘কী কাজে ঢাকা যাবেন?’
‘একান্তবাসী হওয়ার জন্য।’
‘দুঃখিত। আপনার কথার অর্থ বুঝিনি।’
‘ভিড়ের মাঝে নিজেকে হারিয়ে একা হতে চাই। নিরালায় একলা বসলে

একান্তবাসী হওয়া যায় না। একা হওয়ার জন্য আমি ভিড়ের মাঝে হারাতে চাই।'
'পারবেন? আমার মনে হয় কেউ কখনো পারেনি।'
'আমি চেষ্টা কষ্ট করব।'
'দয়া করে বেজার হবেন না, একটা কথা বলি?'
'বলো।'
'ভাবীর সাথে রাগ করেছেন নাকি? দয়া করে রাগ করবেন না?'
'আমি বিয়ে করিনি।' বলে তুহিন শরীর কাঁপিয়ে হাসলে ড্রাইভার হাঁপ ছেড়ে বলল, 'তাইলে বিবাগী ভাব কেন?'
'আর ঢাকা যাব না। অন্য কোথাও চলো।'
'সাহেব, দয়া করে বললে আমার মগজকে কষ্ট করাতে হবে না।'
'এক কাজ করো, আমাকে নিয়ে আমার গ্রামের বাড়ি চলো। ওখনে কেউ যাবে না এবং কম্পিউটারও নেই। কারু সাথে যোগাযোগ হবে না। কেউ আমাকে বিরক্ত করবে না।'
'ধন্যবাদ সাহেব।' আর কথা না বলে ড্রাইভার যখন চালায় তখন দুপুরের খাবার খেয়ে সুফিয়া লাল নীল দুধে আলতা বাসন্তী রঙের শাড়ি পরে ঘরবার করছে দেখে মা মৃদুহেসে বললেন, 'পেয়ারা খেতে চাস নাকি?'
'আপনি জানলেন কেমনে?' সুফিয়া অবাক হবার ভান করে বলল।
'আমাদের সামনের বাসায় বারমাসী পেয়ারার গাছ একটা আছে। চাইলে একা যেতে পারবে। তোর বাবা কিছু বলবেন না। আমার জন্য একটা আনলে আমিও বকব না।'
'সত্যি বলছেন আম্মু?'
'চাইলে এখন যেতে পারবে।'
'জি আচ্ছা আম্মু।' বলে দ্রুত হেঁটে গেটের বাইরে যেয়ে আঁচলে অশ্রু মুছে ডানে বাঁয়ে তাকিয়ে রাস্তা পেড়িয়ে গেটের সামনে যায়। দোয়ার নমুনায় দু হাত তুলে আকাশের দিকে তাকিয়ে, 'ইয়া আল্লাহ, অন্তর্যামী আপনি আদ্যন্ত জানেন, আমি জানি না। আশীর্বাণী শিক্ষা দাও আমাকে আশীর্বাদধন্য করো। ইয়া আল্লাহ, বাসায় রহমত বরকত বর্ষণ করো।' বলে দু হাত মুখে মুছে বিছমিল্লাহ উচ্চারণ করে গেট খুলে প্রবেশ করলে মুইন দৌড়ে পাকঘরে যেয়ে মধু চিনি নিয়ে দরজার সামনে অপেক্ষমাণ হয়। ততক্ষণে সুফিয়া সিঁড়ির পাশে এসে ডান পা সিঁড়িতে রেখে মাথা তুলে তাকায়। কেউ এগিয়ে না গেলে ধীরে ধীরে সিঁড়ি বেয়ে দরজার সামনে যায়। মুইন ডালা প্রসারিত করে বলল, 'বিবিজান, আপনার ধন আপনি সামলান।'
'সাহেব বলতেন তুমি নাকি কিছুই জান না।' মৃদু হেসে বলে সুফিয়া মধু মুখে দেয়।
'জি বিবিজান, সাহেব সত্য বলেতেন। আমি কিছুই জানি।' বলে মুইন একপাশে সরে দাঁড়ায়। বিছমিল্লাহ বলে ঘরের ভিতরে পা রেখে মাথা তুলে ডানে বাঁয়ে তাকায়। বুক কাঁপিয়ে দীর্ঘশ্বাস টেনে ধীরে ধীরে ছেড়ে মুইনের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বলল, 'সাহেব যে আমাকে বরণ করছেন তা তুমি জানো কেমনে?'
'সাহেব আমাকে কত বার বলেছিলেন, তাই আমি জানি। বিবিজান, এখন কী খাবেন?'

'দয়া করে আমাকে সব খুলে বলো।' অধীর হয়ে বলে সুফিয়া সোফায় বসে।
'বিবিজান।' বলে মুইন চারপাশে তাকিয়ে ম্লান হেসে বলল, 'তাকিয়ে দেখুন, আপনি পা রাখার সাথে সাথে সবকিছু উজ্জীবিত হয়েছে আশীর্বাদপ্রাপ্ত।'
সুফিয়া বিচলিত হয়ে বলল, 'আমি শুধু জানতে এসেছি উনি এখন কোথায়?'
'আমি জানি না বিবিজান।'
'কোথায় যেতে পারেন?'
'বিবিজান, আমি জানি না।'
'বার বার আমাকে বিবিজান ডাকছ কেন?'
'আমি জানি না।' বলে তুহিন দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে।
'তুমি কেন জান না?'
'সাহেব আমাকে কিছু বলেননি, তাই আমি জানি না।'
'কোথায় যেতে পারেন?' সুফিয়া কাঁধ ঝুলিয়ে হতাশ হয়ে বলল, 'সাহেব তোমাকে বলে যাননি তাই তুমি জান না।'
মুইন তাহিরার দিকে তাকিয়ে দাঁত কটমট করে বলল, 'সট করে চা নিয়ে আয়।' তাহিরা চমকে উঠে কিছু না বলে দ্রুত চলে যায়। সুফিয়া দাঁড়িয়ে চারপাশে তাকিয়ে বলল, 'সাহেবের কামরা কোনটা?'
মুইন লাফ দিয়ে উঠে বলল, 'আসুন বিবিজান আমি দেখিয়ে দেব।'
'কোন কামরা বলে আমার জন্য কয়েকটা পেয়ারা নিয়ে আসো। আমি খুঁজে বার করব। আর হ্যাঁ, উনার আব্বা আম্মার কামরা কোনটা?' বলে ধীরে ধীরে হেঁটে দেয়ালে ঝুলা ছবির সামনে যেয়ে আঁচলে অশ্রু মুছে ভক্তির সাথে ছবিতে হাত বুলিয়ে নিজের মাথা মুখে হাত বুলিয়ে ঘুরে তাকায়।
'সিঁড়ি বেয়ে উঠে ডানের প্রথম কামরা।'
'ধন্যবাদ। আমি কামরা দেখতে যাব তুমি পেয়ারা নিয়ে আসো।' বলে সুফিয়া সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে কামরার দরজা খুলে অবাক হয়। বিছনা এমন করে সাজানো যেন একটু আগে কেউ ঠিক করেছে। জানালা খুলা, বাতাসে পর্দা উড়ে। সুফিয়ার আঁচল উড়ে। কামরায় প্রবেশ করে কিছু না ছুঁয়ে হেঁটে হেঁটে দেখে। তাহিরা চা নিয়ে যেয়ে বলল, 'বিবিজান চা।'
'সাহেবের কামারায় নিয়ে যাও। আমি আসছি।' বলে ফুলদানি ঠিক করে বিছানার পাশে টেবিলে রাখা ফটুর ফ্রেম বাম হাতে নেয়। ডান হাতে আঁচল ধরে আলত করে মুছে যথাস্থানে রাখে। চারপাশে তাকিয়ে ধীরে ধীরে হেঁটে দরজার পাশে যেয়ে ডান হাতে দরজা ধরে বেরিয়ে পিছন ফিরে তাকিয়ে দরজা বন্ধ করে। ডানে বাঁয়ে তাকিয়ে ধীরে ধীরে হেঁটে তুহিনের কামরার সামনে যেয়ে মা বাবার কামার দিকে তাকায়।
'যেমন চিন্তা করতাম সব কিছু তেমন। একেবারে মনোময়।' নিম্নকণ্ঠে বলে আঁচলে অশ্রু মুছে তুহিনের কামারায় প্রবেশ করে বলল, 'চা নিয়ে ভিতরে আসো।'
'জি বিবিজান।'
'উনার আর কে কে আছেন?' বলে সুফিয়া কাপ হাতে নেয়।
'আমি জানি না বিবিজান।'
'ঠিকাছে।' বলে সুফিয়া গম্ভীর হয়ে চারপাশে তাকিয়ে ধীরে ধীরে হেঁটে জানালার

পাশে যেয়ে তাদের বাসার দিকে তাকায়। বুক কাঁপিয়ে শ্বাস টেনে ধীরে ধীরে ছাড়ে। টেবিলে ল্যাপটপ দেখে ধীরে ধীরে হেঁটে পাশে যেয়ে অন করে চা'য় চুমুক দেয়। চেয়ারে না বসে বিছনায় বসে ডানে বাঁয়ে তাকায়। ল্যাপটপ অন হলে অপলকদৃষ্টে তাকিয়ে কাপ টেবিলে রেখে ল্যাপটপ উরুতে নেয়। ল্যাপটপের পর্দায় লেখা, 'মানসী! আমার ভালোবাসার নাম।' নিচে লেখা, মানসী তোমাকে আমি ভালোবাসি।'

সুফিয়ার গণ্ড বেয়ে অশ্রু ঝরে। অশ্রু না মুছে আঁচল দিয়ে ল্যাপটপের পর্দা মুছে, 'তুহিন আমার ভালোবাসার নাম। তুহিন তোমাকে আমি ভালোবাসি।' নিম্নকণ্ঠে বলে মেসেঞ্জারে লগইন করে ডকুমেন্ট খুলে।

'হে স্বপ্নদর্শী' নামক পাইল খুলে অত্যাশ্চর্য হয়। এমন সময় মুইন পেয়ারা হাতে ফিরে বলল, 'বিবিজান পেয়ারা।'

'সাহেব কবিতা লিখেন নাকি?'

'জি বিবিজান।'

'আমার কথা কিছু বলেছেন?'

মুইন কপট হেসে বলল, 'আপনি নাকি সাহেবের সুখের গন্তব্য।'

'আর কিছু বলেছেন?'

'বিবিজান, আমি কবিতা বুঝি না।'

'সকাল বিকাল আমি আসলে তোমাদের কোনো অসুবিদা হবে?' বলে সুফিয়া ল্যাপটপ অফ করে। মুইনের দিকে তাকিয়ে লগ অফ করেছিল যদ্দরুন তুহিন যে লগইন করেছিল তা লক্ষ্য করেনি।

'বিবিজান, বাসা এখন আপনার। আমরা কাজের লোক। আপনার বাসায় আপনি আসবেন, বারণ আপত্তি কে করবে? যখন ইচ্ছা তখন আসবেন।'

'তোমাকে ধন্যবাদ। এখন আমি চলে যাব।' বলে বিছানা বালিশ ঠিক করে যথাস্থানে ল্যাপটপ রেখে চারপাশে তাকিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ায়।

'বিবিজান, রাতে কী রান্না করব?' তাহিরা বিনয়ের সাথে জানতে চায়।

'তোমরা যা খেতে চাও তা রান্না করবে। পারলে আমি সন্ধ্যার আগে একবার আসব। আর শুনো, সাহেব ফোন করলে সাথে সাথে আমাকে জানাবে। আমি এখন চলে যাব।' বলে সুফিয়া কামরা থেকে বেরিয়ে দরজা বন্ধ করে মুইনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কিছুর প্রয়োজন হলে আমাকে জানাবে।'

'জি বিবিজান। আরেকটা চা দেই?'

'ঠিকাছে। আমি পিছনের বাগানে যাব চা নিয়ে আসো।' বলে ধীরে ধীরে হেঁটে পিছনের বাগানে যেয়ে বৃদ্ধাকে দেখে মৃদু হেসে বলল, 'একা কেন?'

'বিবিজান, সাহেবের কী হয়েছে?' বৃদ্ধা জানতে চায়।

'আমার সাথে অভিমান করেছেন। কদ্দিন পরে ফিরে আসবেন।' বলে সুফিয়া হেঁটে হেঁটে দেখে। মনোরম বাগান। ফুল ফোয়ারা দোলনা সব আছে। দোলনায় বসে নাগরদোলা খায়। মুইন চা নিয়ে গেলে দোলনা থেকে নেমে ফোয়ারার পাশে যেয়ে চেয়ারে বসে মাছের খেলা দেখে চা পান করে তাহিরার হাতে কাপ দিয়ে মৃদু হেসে বলল, 'সুখবাসরে সবাই সুখের সাগরে ভাসে। গোমড়া মুখে বসে থাকলে হুতোমপ্যাঁচা ঘূৎ-কার করে হাসে।'

'বিবিজান।' বলে তাহিরা মাথা নত করে।
'কী বলতে চাও?'
'আমার মাথায় হাত রেখে আমাকে আশীর্বাদ করবেন?'
'মানসী আমি মানবী নয়।' বলে তাহিরার মাথায় হাত রেখে বিচলিত হয়ে বলল, 'আমি জানতাম না বা চিনতামও না।'
'কী বিবিজান?'
'ঠিকানা এবং সাহেবকে। আচ্ছা আমি এখন চলে যাব।'
'বিবিজান, আমার ভয় হচ্ছে। কী করব আমাকে বলুন।' মুইন মিনতি করে বলল।
'তোমার সাহেব রাগ করেছেন মাত্র, তবে অভিমান করে আমার মনের মানুষ অজানায় হারাতে চাইছে। বাসাবাড়ি পতিত হবে অথবা সরকার নিয়ে যাবে। তুমি আরেক সাহেব পাবে। শুধু আমি আমার মনের মানুষকে জীবনভর খোঁজব।' বলে সুফিয়া বিচলিত হয়ে আঁচলে অশ্রু মুছলে মুইন বলল, 'বিবিজান, সাহেবের বালিশের নিচে একগাছা তছবি আছে। নিয়ে আসব।'
'না! আমি আনব।' বলে সুফিয়া ধীরে ধীরে হেঁটে তুহিনে কামরায় যেয়ে বালিশের নিচ থেকে তছবি বার করে অপলক দৃষ্টে তাকায়। মুইন বিচলিত হয়ে বলল, 'সাহেবের দাদাজান আজুয়া খেজুরের বিচি দিয়ে বানিয়েছিলেন।'
'দোয়া করি তুমি আশীর্বাদপ্রাপ্ত হও।' বলে সুফিয়া তছবিতে চুমু দিয়ে গলায় পরে কাপড় দিয়ে লুকায়।
'সাহেবও গলায় পরতেন।'
'আচ্ছা, তোমরা গপসপ করো আমি এখন চলে যাব।' বলে সুফিয়া দ্রুত বেরিয়ে ধীরে ধীরে হেঁটে বাসায় যায়। মা বাবা বারান্দায় বসে চা পান করছিলেন। বাবা মৃদুহেসে জিজ্ঞেস করলেন, 'রাগীবের সাথে দেখা করতে গিয়েছিলে নাকি?'
'পেয়ারা আনার জন্য আম্মু আমাকে পাঠিয়েছিলেন।'
'এনেছ?'
'আসার সময় ভুলে এসেছি।' বলে সুফিয়া কপট হাসলে মা চা'য় চুমুক দিয়ে বললেন, 'পরে একবার যেয়ে নিয়ে আসবে।'
'জি আচ্ছা আম্মু।' বলে সুফিয়া দ্রুত ভিতরে চলে যায়।
'সুফিয়ার মা, কী শুরু হয়েছে?'
'আমি বলতে পারব না। হয়তো মিথ্যা বলেছে। সত্য হলে কী করতে হবে আমি জানি না। আমার ভয় হচ্ছে।'
'এমন আজব কথা আচকা বললে কেন?'
'গতকাল বিকালে সুফিয়া তাকে চিনেছে। রাগীব এখনো সুফিয়াকে চিনে না।'
'সুখপাখির মত কী আগড়বাগড় আওড়াচ্ছ?' বলে বাবা কপাল কুঁচকে দাঁড়ান।
'আমাকে বলেছে।'
'কী বলেছে?'
'স্বপ্নজগতে তুহিনের সাথে পরিচয় হয়েছে।'
'তুহিন কে?'
'রাগীবের ডাক নাম।'
'চুটকি বলে আমাকে বোকা বানাতে চাও নাকি?' বলে বাবা দাঁত কটমট করলে

মা সভয়ে বললেন, 'রেগে কশকশ করছেন কেন, কী হয়েছে?'
'রাগীব আর আমাদের বাসায় আসবে না এবং গাছপাকা বেল পড়ে আমার একমাত্র মেয়ের আক্কেল গুড়ুম করেছে জেনেও আমার সাথে রং ঢং করছ। দাঁড়াও! আজ তোমাকে দেশান্তরে পাঠাব।' বলে বাবা অধর দংশে এদিক ওদিক তাকালে মা কম্পিতকণ্ঠে বললেন, 'আমি সত্যি বলছি। ওরা একে অন্যকে ভালোবাসে।'
'দুই হায়ন হয় তোমার সাথে সংসার করছি। কোনোদিন আমার সাথে ঢং করনি। জান বাঁচানো ফরজ সবাই জানে, তবুও ইচ্ছা করে আমার সামনে মিথ্যা বলনি। তাইলে?' বলে বাবা কপাল কুঁচকে তাকান।
'আমি জানলে না আপনাকে বলব, বা মেয়েকে বারণ সাবধান করব। আমি আজ জেনেছি। কেমনে আপনাকে বলব জানি না। চিন্তা করে কূলকিনারা পাচ্ছিলাম না।'
'ধানাইপানাই করে কী বলতে চাইছ সাফ-সাফা করে বলো।'
'অনলাইন হয়তো পরিচয় হয়েছে। ওরা একে অন্যকে চিনে না। গতকাল বিকালে সুফিয়া তাকে চিনেছে। রাগীব সুফিয়াকে চিনে না। এর বেশি আমি জানি না।'
'এসব কী বলছ? মেয়েকে জিজ্ঞেস করলে কিছু বলবে না। খামোখা চিন্তা করে আমাকে চিন্তক বানাবে। ইয়া আল্লাহ আমি এখন কী করব?'
'আমার মন বলছে রাগীব ফিরে আসবে।'
'সুফিয়ার-মা! আল্লাহর হুকুমে আমাদের মেয়ের জন্য বর খুঁজে পাব। রাগীবের জন্য আমার ভয় হচ্ছে। দুঃখে অতিষ্ট সে মর্মাহত হয়েছে। জানো, বাসার জমি কিনার সময় তার বাবা আমাকে অনেক সাহায্য করেছিলেন। কোথায় কী আমি জানতাম না। উনি আমাকে সবখানে নিয়ে গিয়েছিলেন। গতকাল যখন জানলাম উনি আর নেই তখন বুকের ভিতর কেমন করেছিল তাই তাকে সাথে এনেছিলাম। জানো।' বলে বকুলগাছের দিকে ইশারা করে বললেন, 'গাছটা উনি রোয়েছিলেন। দুপুরে ওখানে বসে আমরা ভাত খেতাম। খাওয়া শেষ হলে জগের অবশিষ্ট পানি গাছের জড়ে ঢেলে বলতেন, পানি গরম হলে খামোখা ফেলে দেব। গাছের জড়ে দিলে গাছটা মরবে না।'
'এসব কী বলছেন?'
'হ্যাঁ সুফিয়ার মা হ্যাঁ।'
'তাইলে তো সুনিশ্চিত ফিরবে। জানেন, আমার মন বলছে সুফিয়ার সাথে রাগ করেছে। কয় দিন পর ফিরে আসবে।' বলে মা যখন বাবাকে সান্ত্বনা দেন সুফিয়া তখন কামরায় যেয়ে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে তছবিতে হাত বুলিয়ে নিম্নকণ্ঠে বলল, 'প্রিয়তম ফিরে আসো। জানো, তোমার গলার ফকিরামালা এখন আমার গলায়। ফিরে আসো নইলে সমস্যা হবে। কী সমস্যা হবে আমি জানি না। শুধু এতটুকু জানি মহাসমস্যা হবে। ফিরে আসো।'
সুফিয়া যখন ছটফট উচাটন করে তুহিন তখন ড্রাইভারের দিকে তাকিয়ে মৃদুহেসে বলল, 'আমাকে নামিয়ে ফিরে যাবে তাই না?'
'জি সাহেব, রাত হলে গৃহীরা গৃহে ফিরে যায়।'
'ঠিকাছে।'
'সাহেব কী হয়েছে?'

'না কিছু না?'
'ফিরে যেতে চান নাকি?'
'জানো, আগামী মাসে ওর পরীক্ষা শুরু হবে। আমার সাথে কথা না বললে ওর মন খারাপ হবে, মনোযোগ দিয়ে লেখপড়া করতে পারবে না। কী করব তুমি বলো।'
'ফিরে গেলে ভালো হবে।'
'আরেক কাজ করলে কেমন হয়?'
'আপনি বলুন, আমি গাড়ি ঘুরাব।'
'শহরে ফিরে যাব না।'
গাড়ি ঘুরিয়ে ড্রাইভার বলল, 'তাইলে?'
'আমি জানি না। তবুও চালাতে থাকো আমি চিন্তা করব।'
'সাহেব নতুন একটা গান শুনেছিলাম।'
'গাও তো শুনি।'
'আমি গান গাইতে পারি না।'
'তালে বৈতালে গাও।'
ড্রাইভারের যেন পেটে বগলে কাতুকুতু হচ্ছে এমন ভাবে বলল, 'প্রেমে মজে পড়লাম দায়ে আমি না ঘাটে না নায়ে, মনে উচাটন আমার বন্ধুয়া জিওল রাখে জ্বালিয়ে।'
'মারাত্মক সুন্দর গান! কে গেয়েছে, কার লেখা?'
'উনাদের নামধাম জানি না।'
'ঠিকাছে। চিন্তা করে মন মগজকে কষ্ট করিয়ে বিরক্ত হওয়ার প্রয়োজন নেই। এখন দ্রুত চালাও।' বলে তুহিন দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বাইরে তাকিয়ে দেখে এক বাসার সামনে লেখা কামরা ভাড়া দেওয়া হবে।
'ড্রাইভার! গাড়ি থামাও।'
গাড়ি থামালে বেরিয়ে চারপাশে তাকিয়ে মৃদুহেসে পকেট থেকে মনিব্যাগ বার করে ড্রাইভারের দিকে টাকা এগিয়ে দিয়ে বলল, 'আমি আর শহরে যাব না।'
ধন্যবাদ বলে ড্রাইভার চলে যায়। তুহিন বাসায় প্রবেশ করে দরজায় ঠুকে। লুঙ্গি পরিহিত এক বৃদ্ধ দরজা খুললে সালাম করে বলল, 'কামরা ভাড়া নিতে চাই।'
তার দিকে পরখ করে তাকিয়ে গম্ভীরকণ্ঠে বললেন, 'তিন মাসের ভাড়া অগ্রিম দিতে হবে।'
'নিশ্চয়। কত দিতে হবে?'
উনি কপাল কুঁচকে সংখ্যা বললে তুহিন মনিব্যাগ বার করে টাকা গুনে বলল, 'এখন দুই মাসের দিচ্ছি, আগামী কাল এক মাসের দিলে হবে?'
'আপনি কী করেন? ভিতরে আসুন।'
'ধন্যবাদ।' বলে তুহিন প্রবেশ করে। উনি ফোসায় বসে বললেন, 'কী করেন?'
'অদ্য কিছু করছি না। তবে কাজের খুঁজে এসেছি। কাজ পেলে চলে যাব অথবা থাকতেও পারি।'
'বিছানাপত্র কোথায়?' তার মুখের দিকে তাকিয়ে অবাক কণ্ঠে বললেন, 'বসছেন না কেন?'

বসতে বসতে মৃদুহেসে তুহিন বলল, 'ধন্যবাদ। এখন যেয়ে কিনব।'
'বাসায় কেউ নেই। আমি কিনে খাই।'
'আপনি বসুন আমি যেয়ে চা আনব। আপনাকে কী ডাকব?' বলে তুহিন দাঁড়ায়।
'কী ডাকতে চাও?'
'দাদা ডকালে চুটকি বলে ঢং করতে পারব।'
'ঠিকাছে। এখন চা নিয়ে আসো। আগামী কাল বিছানাপত্র কিনবে।'
'খাবার নিয়ে আসব? রাতের খাবার নিয়ে আসলে পিঠের চিন্তায় চিন্তিত হলেও পেটের চিন্তা করতে হবে না।'
'হুটেলে যেয়ে বলবে দাদা আমাকে পাঠিয়েছেন।'
'জি দাদা।' বলে তুহিন দ্রুত হেঁটে হুটেলে যেয়ে বলল, 'দুইটা চা এবং দুইজনের খাবার দাও।'
'দাদা পাঠিয়েছেন নাকি?'
'জি।' বলে তুহিন চারপাশে তাকিয়ে দেখে। চা এবং টিফিন এগিয়ে দিয়ে দোকানি বলল, 'সাহেব, এই নিন।'
তুহিন টাকা বার করলে দোকানি মৃদু হেসে বলল, 'আপনি উনার কী?'
'ভাড়াটে।' টিফিন হাতে নিয়ে দোকানির দিকে তাকিয়ে তুহিন বলল, 'টাকা নিচ্ছেন না কেন?'
'দাদা হলেন দোকানের মালিক। আপনি যান আমি চা নিয়ে যাব।'
'আপনি আপনার কাজ করুন আমি নিয়ে যাব।' বলে তুহিন বাসায় ফিরে। দাদা সিঁড়িতে বসে তার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তাকে দেখে দাঁড়িয়ে এগুলে তুহিন বলল, 'দাদা, দোকানি টাকা নেয়নি।'
'তোমার নাম কী?' বলে উনি চা হাতে নেন।
'তুহিন।' বলে সিঁড়ি বেয়ে উঠে টিফিন টেবিলের উপর রেখে বেরিয়ে সিঁড়িতে বসে চায় চুমুক দেয়।
'কতদিন থাকবে?'
'তা জানি না দাদা।'
এমন সময় এশার আজান হয়। দাদা ভিতরে চলে যান। তুহিন বেরিয়ে যায়। এক লোককে দ্রুত হাঁটতে দেখে সালাম করে জিজ্ঞেস করল, 'নমাজে যাচ্ছেন নাকি?' উনি হ্যাঁ বললে উনাকে অনুসরণ করে মসজিদে যেয়ে নমাজ পড়ে ফেরার পথে ইন্টার্নেট কাফেতে প্রবেশ করে টাকা দিয়ে একটা কম্পিউটারে বসে অফলাইন রেখে লগইন করে। অনেকক্ষণ পর লগ অফ করবে এমন সময় মানসী লগইন করে।
তুহিন ... 'কেমন আছেন?'
মানসী ... 'আমার সাথে রাগ করেছ নাকি?'
তুহিন ... 'অফলাইন ছিলাম। আপনাকে দেখে অনলাইন আসলাম।'
মানসী ... 'আপনি ডাকছ কেন?'
তুহিন ... 'কী ডাকব?'
মানসী ... 'পুরুষরা এমন কেন?'
তুহিন ... 'কেমন?'

মানসী ... 'তুমি জানো আমি তোমাকে ভালোবাসি।'
তুহিন ... 'কী হল, থামলে কেন?'
মানসী ... 'আমি জানি না।'
তুহিন ... 'আমার সাথে রাগ করেছ নাকি?'
মানসী ... 'অপরিচিত একজনের সাথে রাগ করব কেন?'
তুহিন ... 'আমি অপরিচিত নাকি?'
মানসী ... 'আমি জানি না।'
তুহিন ... 'কী হয়েছে, আজ এমন করে আলাপ করছ কেন?'
মানসী ... 'আগামী মাসে পরীক্ষা শুরু হবে। জানো?'
তুহিন ... 'না বললে জানব কেমনে?'
মানসী ... 'বিদঘুটে ঘটক একটা আজ বাসায় এসেছিল।'
তুহিন ... 'কার খুঁজে?'
মানসী ... 'ইয়া আল্লাহ! এ কী লিখলে?'
তুহিন ... 'কী হয়েছে আজ এত রাগ করছ কেন?'
মানসী ... 'ঘটকরা কেন আসে তুমি জানো না?'
তুহিন ... 'সত্যি আমি জানি না, কেন এসেছিল?'
মানসী ... 'বরের খবর নিয়ে এসেছিল।'
তুহিন ... 'ভালো। বর কী করে, কোথায় থাকে?'
মানসী ... 'এসব কী লিখছ?'
তুহিন ... 'অন্য কারু সাথে আলাপ করছ নাকি?'
মানসী ... 'আমাকে ফোন করো। তোমার সাথে কথা বলতে চাই। ফোন করো নইলে চিৎকার করে কাঁদতে শুরু করব।'
তুহিন ... 'কী হয়েছে এমন করছ কেন? আমার কাছে তোমার নম্বর নেই।'
মোবাইল নম্বর লিখে মানসী লগ অফ করে। তুহিন হতাশ হয়ে দাঁড়িয়ে কাউন্টারে যেয়ে বলল, 'ভাই একটা ফোন করতে হবে, খুব জরুরি।'
দোকানি নিজের মোবাইল এগিয়ে দিলে ধন্যবাদ বলে নম্বর ঘুরায়। সুফিয়া দাঁত কটমট করে বলল, 'কী হয়েছে আজ এমন করে আলাপ করছ কেন?'
'মানসী, কী হয়েছে?'
'আমার বিয়ের বার্তা নিয়ে ঘটক এসেছে শুনে এত খুশি হলে কেন?'
'এসব কী বলছ, আমি কখন বগল বাজালাম?'
'তুমি এখন কোথায়? তোমার সাথে দেখা করতে চাই। সট করে ঠিকানা দাও, আমি এখুনি আসব।'
'মানসী, অগাচণ্ডির মত কথা বলো না। কী হয়েছে শান্ত হয়ে বলো।'
'কী আর হবে। তোমাকে ভালোবেসে মন কলুষিত হয়েছে। আমি সুরমায় ঝাঁপ দেব।'
'মানসী! শান্ত হওয়ার চেষ্টা করো। আমার সাথে দেখাই হয়নি। কী যা তা বলছ?'
'তুহিন।' বলে মানসী কান্নায় ভেঙে পড়ে।
'কী হয়েছে কাঁদছ কেন?'
'যারে তারে আমি বরণ করব না। কাল সকালে ঘটক না পাঠালে রাতে আমার

লাশ সুরমায় ভাসবে। আমি এখন রাখব।'
'মানসী, এসব কী বলছ! তুমি জানো আমার কেউ নেই। বিয়ের বার্তা নিয়ে কে যাবে?'
'তা আমি জানি না বা জানতেও চাই না। কাল সকালে ইউনিতে যাওয়ার আগে ঘটকের সাথে দেখা না হলে আমি বাসায় ফিরব না। তোমার নামের কিরা খেয়ে তিন সত্য করে বলছি, রাতে আমি বাসায় ফিরব না। হয় কলঙ্কিনী হব না হয় ট্রাকটারের সামনে চিৎপটাং হব। এখন তোমার ইচ্ছা।'
'মানসী, আমাকে বুঝার চেষ্টা করো।'
'এই বয়সে পটোলতোলা যেতে চাই না। ভরা যৌবনের দোহাই দিচ্ছি আমাকে বাঁচাও।' সুফিয়া ইনিয়ে বিনিয়ে বললে তুহিন কপাল কুঁচকে বলল, 'আমি এখন রাখব। অন্যজনের মোবাইল থেকে কথা বলছি।'
'আত্মহত্যা মহাপাপ। আত্মহত্যা করব না। তবে মহা পাপিষ্ঠা হয়ে আমি দোজখে যাব। চিরসুখী হও।' বলে সুফিয়া লাইন কাটে।
'ঠিকাছে।' শান্ত নিম্নকণ্ঠে বলে তুহিন কিছু টাকা এবং মোবাইল দোকানির হাতে দিয়ে বেরিয়ে চিন্তকের মত হেঁটে তার নতুন ঠিকনায় যায় তখন দোকানির মোবাইল বাজে। দোকানি জবাব দিলে সুফিয়া ব্যস্তকণ্ঠে বলল, 'ভাইজান! একটু আগে আপনার মোবাইল থেকে যে কথা বলেছিলেন উনি কোথায়?'
'উনি তো চলে গিয়েছেন।'
'আমার সাথে রাগ করে বাসায় ফিরছেন না। দয়া করে আপনার ঠিকানা আমাকে দেবেন। উনাকে কিছু বলবেন না।'
দোকানি ঠিকানা দিলে ধন্যবাদ বলে লাইন কেটে বিছানায় বসে চিন্তা করে তারপর কী করবে। তুহিন দরজায় ঠুকা দিলে দাদা দরজা খুলে মৃদু হেসে বললেন, 'কোথায় গিয়েছিলে?'
'নমাজ পড়ার জন্য মসজিদে গিয়েছিলাম। ভাত খেয়েছেন?'
'তোমার অপেক্ষা করছিলাম। আসো এক সাথে খাব।'
'জি দাদা।' বলে তুহিন উনাকে অনুসরণ করে খাবার টেবিলে বসে খেয়ে গেলাস থালা ধুয়ে যথাস্থানে রেখে বসারঘরে যায়। দাদা সোফায় বসে বললেন, 'অগ্রিম কেন নিয়েছিলাম জানতে চাইবে না?'
'সবাই নেয়। তাই জানতে চাইনি। কেন নিয়েছিলেন?' বলে তুহিন দাঁড়িয়ে রইলে দাদা নড়েছড়ে বসে বললেন, 'আমার পাশে বসো। অগ্রিম চাইলে অনেকে টালমাটাল করে। যারা করে ওরা ভাড়ার টাকা নিয়ে ভাগে। টাকা আমার যথেষ্ট আছে। বাসাটা খালি। লোকজন থাকলে মনও ভালো থাকে। তাই ভাড়া দিতে চাই।'
'জানি দাদা। যাক, পান খাবেন?'
'আনতে যাবে নাকি?'
'আপনি খেলে নিয়ে আসব।'
'ঠিকাছে নিয়ে আসো। কড়াটা আনবে।'
'জি আচ্ছা দাদা।' বলে তুহিন দ্রুত হেঁটে দোকানে যেয়ে কয়েকটা কড়া পানের জন্য বলে ইন্টার্নেট কাফেতে যেয়ে লগইন করে। মানসীকে দেখে মেসেজ দেয়,

'কী করছ?'
মানসী ... 'চিন্তা ভাবনা করছি।'
তুহিন ... 'বিশ্লেষণ করলে জানব।'
মানসী ... 'মনে বড় আশা ছিল, মনের মানুষকে বরণ করে নিধুবনে গমন করব। মনে বড় আশা ছিল, মনের মানুষ সদয় হয়ে বুকে টেনে তনুপরশ করবে সুখবাসরে কামানলে পুড়ব। মনে বড় আশা ছিল, সম্মোহনে উন্মাদ হয়ে তাপন স্তম্ভন চর্চা করে নির্জনে কামবাণে আহত হব।'
তুহিন ... 'অচেনা আমি অজানায় হারিয় যাব। এই কথাটা বলার জন্য লগইন করেছি। আপনাকে মর্মাহত করে থাকলে করজোড়ে ক্ষমা চাই।'
মানসী ... 'এমন করছ কেন, কী হয়েছে?'
তুহিন ... 'আমি দুঃখিত।'
মানসী ... 'দোহাই লগ অফ করো না।'
তুহিন ... 'কিছু বলবেন?'
মানসী ... 'না কিছু বলার নেই। তবে যেদিন দেখা হবে যা বলার মুখোমুখি হয়ে বলব। এখন বলুন কিছু খেয়েছেন?'
তুহিন ... 'আপনি কিছু খেয়েছেন?'
মানসী ... 'আব্বু আসলে খাব?'
তুহিন ... 'আপনার আব্বু কখন আসবেন?'
মানসী ... 'এখুনি আসবেন হয়তো।'
তুহিন ... 'আমি এখন লগ অফ করব।'
মানসী ... 'জি আচ্ছা।'
তুহিন ... 'মানসী, আমি দুঃখিত?'
মানসী ... 'কেন?'
তুহিন ... 'আপনাকে মর্মাহত করার জন্য। আপনি আমাকে এড করেছিলেন।'
মানসী ... 'জি আমি আপনাকে খুঁজে বার করব ইন শা আল্লাহ।'
তুহিন ... 'ইন শা আল্লাহ।'
মানসী ... 'রঙ্গিয়া।'
তুহিন ... 'বলুন?'
সুফিয়া কিছু না লিখে দু হাতে মুখ লুকিয়ে কাঁদে। তুহিন বারবার লিখছে, 'কী হল কিছু লিখছেন না কেন?'
মানসী ... 'আমি আন্তিরিক ভাবে দুঃখিত। আমাকে ক্ষমা করবেন।'
তুহিন ... 'আমাকে খুঁজে বার করতে পারলে করজোড়ে ক্ষমা চেয়ে বরণ করব।'
মানসী ... 'কিরা খেয়ে তিন সত্য বলো, যেখানে আছ ওখানে থাকবে।'
তুহিন ... 'তোমার নামের দিকে তাকিয়ে তিন সত্য করে বলছি, এখানে বসে অপেক্ষা করব।'
মানসী ... 'মরণপণ করে হলেও তোমাকে খুঁজে বার করব।'
তুহিন ... 'মরণপণ করতে হবে না। তোমার জন্য দোয়া করব। জানো, সাধনা করলে সাধক সিদ্ধাই হয়। জপতপে মন মন্তা হয়। সাধক হতে হলে সাধনা করতে হয়।'

মানসী ... 'কবে আসবে জানি না আমি পথের দিকে তাকিয়ে থাকি অনন্ত লাগে রাত। সুখের সূর্য হয় না উদয়।'
তুহিন ... 'জানো মানসী? মনে মনে আলাপ করলে মনের ভিতর ভাব জন্মে যা স্বাভাবিক এবং যার সাথে আলাপ করা হয় সে অত্যন্ত আপনজন হয়। কারণ তার সাথে মনে মনে কথা বলা হয়। আর যার সাথে মনে মনে কথা বলা হয় সে মনেরমানুষ হয়। মনে রাখা প্রয়োজন, মনের মানুষকে কখনো ভুলা যায় না।'
মানসী ... 'দোয়া করি তনুমিলন যেন মধুর হয়।'
তুহিন ... 'এখন লগ অফ করব। বাঁচলে আগামী কাল কথাচালাচালি হবে।'
মানসী ... 'কিছু খেয়েছ?'
তুহিন ... 'হ্যাঁ। রাত অনেক হয়েছে খেয়ে শুয়ে পড়ো। আল্লাহ হাফেজ।'
'আল্লাহ হাফেজ।' লেখে সুফিয়া নিচে যেয়ে মা বাবার সাথে খেয়ে সত্যি শুয়ে পড়ে। সকালে ইউনিতে যেয়ে এক বান্ধবীকে ডাক দেয়, 'পাইছিগ! এদিকে আয়।' বান্ধবী যেয়ে দাঁত কটমট করে বলল, 'আমার নাম মালিহা। আরেকবার পাইছিগ ডাকলে হাটে হাঁড়ি ভাঙব।'
'ঠিকাছে আর ডাকব না। এখন শুনো।' চারপাশে তাকিয়ে ফিসফিস করে সুফিয়া বলল, 'আমার পাইছিগর ঠিকানা পেয়েছি। এখুনি যেতে হবে, পালিয়ে যেতে পারে।'
মালিহা কপাল কুঁচকে বলল, 'কী বকছিস?'
'আমাকে বিশ্বাস কর।'
'দুপুরে গেলে ভালো হবে। এখন চল ক্লাসে যাই।'
সুফিয়া হাঁটতে হাঁটতে বলল, 'এখন না কেন?'
'আজ দুপরে ছুটি হবে। সে কোথায় থাকে?'
'এখন ক্লাসে চল দুপুরে বলব।' বলে সুফিয়া মুখ বিকৃত করে। আর কথা না বলে দুজন ক্লাসে চলে যায়। সুফিয়া যখন অধীরতায় অতিষ্ট হয় তুহিন তখন দাদার সাথে চা নাস্ত খেয়ে সময় কাটাবার জন্য বাগানে কাজ করে। জোহরের সময় হলে হাত মুখ ধুয়ে মসজিদে যেয়ে নমাজ পড়ে আস্তেধীরে হেঁটে ইন্টার্নেট কাফেতে যায়। এমন সময় বুরখা পরিহিত দুই মহিলা প্রবেশ করে। কাউন্টারে টাকা দিয়ে ওরা তুহিনের দুই পাশের কম্পিউটারে বসে একে অন্যের সাথে কথা বলতে শুরু করে। তাদের দিকে না তাকিয়ে তুহিন কিছু লিখে। এমন সময় মানসী মেসেজে পাঠায়, 'আমার মনে লেখা তোমার নাম, তোমাকে খুশি করাই আমার কাম।'
তুহিন ... 'কী করছেন?'
মানসী .... 'আপনার সাথে আলাপ করার জন্য লগইন করলাম। আপনি কী করছেন?'
তুহিন ... 'আপনার জন্য অপেক্ষা করছি।'
মানসী .... 'দুপুরের খাবার খেয়েছেন?'
তুহিন ...'আপনি খেয়েছেন?'
মানসী .... 'না আমি এখনো খাইনি। কিনে দিলে খাব। কিনে দেবেন?'
তুহিন ... 'মানসী।'
মানসী .... 'কী হল বিরক্ত হচ্ছেন কেন?'

তুহিন ... 'ঘটকের সাথে দেখা হয়েছিল?'
এমন সময় এক মহিলা অন্য মহিলাকে ডেকে খিল খিল করে হেসে বলল, 'ও লো সই! সে অনলাইন এসেছে লো। সই লো! জলের ঢেউ লাগলে তনে ভরা যৌবনে আগুন লাগে কামনা আমার মনে। ও লো সই, কামানলে পুড়ে মরি গোপনে।'
তুহিন ডানে বাঁয়ে তাকিয়ে মাথা নেড়ে নিম্নকণ্ঠে বলল, 'কামাক্ষিকে দেখলে মনে কামাগ্নি জ্বলে, সেই আগুনে পুড়ে আমি খাঁটি হয়েছি ভোলা।'
'আমাকে কিছু বলছেন নাকি?' মহিলা জানতে চাইলে তুহিন মাথা নেড়ে টাইপ করে, 'আমি বসে আছি নির্জন নিরালায়, বঁধু তুমি কথা দিয়ে কথা রাখনি। ভদ্রলোকের এককথা আমি দিয়েছিলাম, সেই থেকে তোমার আসার পাথের দিকে তাকিয়ে আছি, সূর্য ডুবে আকাশে সেঁজুতি জ্বলবে, পাখিরা সব নীড়ে ফিরবে, আমি একা বসে আছি বঁধু তুমি আসনি।'
'ও মিঞাসাব! কার লগে লটরপটর করো?' বলে মহিলা মাথা দিয়ে ইশারা করলে তুহিন অস্পষ্টকণ্ঠে বলল, 'মধু! আহা মধু তুমি আমাকে মধুরবুলি শিখিয়েছ। হায় মৌমাছি তুমি কেন ভ্রমরী হলে না?'
'ও মিঞাসাব! আমার সাথে কথা বলছেন নাকি?' মহিলা জানতে চাইলে তুহিন মাথা নেড়ে বলল, 'মন অভিমান করেছে, অভিক হতে চায়। বঁধু আমাকে মনের কোঠায় লুকিয়েছে। হায়! কবে যে দেখা হবে? পোড়াবাড়ির উঠানে অথবা পলাশতলে বসে বাতাসে মনের ভাব ভাসিয়ে দেব। কোকিলা লো তুই আর কু ডাকিস না।'
মানসী ... 'আমি তোমার আসল নাম জানি না। তোমাকে কত ভালোবাসি তা লিখে বুঝাতে পারব না।'
তুহিন ... 'কত জন আমাকে কত নামে ডাকে। কত ভাবে ভালোবাসে। ভাব দেখায়। আমি অভাবী হই। বিবেক আমাকে বারণ করে। তার পরেও অভিক হতে চাই, কারণ আমি চাঁদের মত। আমার কোনো ক্ষমতা নেই। সূর্য লুকালে নিজেকে দেখতে পাই না, অন্ধকারে ছায়া দেখার শক্তি আল্লাহ আমাকে দেননি।'
মহিলারা কানাকানি শুরু করলে তুহিন নড়েছড়ে বসে লিখল, 'জানো মানসী? বসনভূষণে সুসজ্জিত দুই আলখাল্লাধরী আমার ডানে বাঁয়ে বসে একে অন্যের সাথে খোশগল্প করছেন।'
মানসী ... 'আড়িপেতে উনাদের কথা শুনছ নাকি?'
তুহিন ... 'আড়াআড়ি ভাবে উনারা আমার ডানে বাঁয়ে বসা।'
প্রথম মহিলা তার গায়ে মৃদু ধাক্কা দিয়ে বলল, 'এই যে! আমার হাত পা ঘামছে। একখান বাঁদীপোতার গামছা এনে দেবেন? ইস্! দোকানের ভিতর যা গরম। এই গরম অসহ্য। দোজখের আগুন সহ্য করব কেমনে গো?'
অন্যজন জবাবে বলল, 'হ্যাঁ সই তুই সত্যি বলেছিস।'
প্রথমজন আবার তুহিনের গায়ে ধাক্কা দিয়ে বলল, 'এই যে! একখান গামছা আনতে কতক্ষণ লাগে?'
তুহিন রেগে বিরক্ত হয়ে দাঁতে দাঁত পিষে বলল, 'আমাকে কিছু বলছেন নাকি?'
'মায়! এত রাগ করছেন কেন? দুনিয়া চাইনি আমি একখান গামছা চেয়েছিলাম মাত্র। দিতে পারবেন না যখন তখন ছ্যাঁতম্যাঁত করছেন কেন? সহজ ভাষায়

সোজা করে বলুন, না দিতে পারব না। মুখ করেন কেন?' ক্যাঁট ক্যাঁট করে বলে দাঁড়িয়ে ঘাড় বাঁকিয়ে তাকিয়ে ধাক্কা দিয়ে চেয়ার সরিয়ে কাউন্টারে যেয়ে চ্যাটাং করে বলল, 'ওই মিঞা! ফ্যান চালাচ্ছ না কেন?'

'দারুন মাঘমাসেও গরম লাগে গো।' বলে দোকানি মাথা নেড়ে ফ্যান চালিয়ে রেগে কশকশ করে বেরিয়ে যায়। নারী তড়বড় করে ফিরে চেয়ার টেনে ধপাস করে বসে তুহিনের দিকে তাকিয়ে চ্যাটাং করে বলল, 'চটরপটর চটাচটি করছেন কেন? কথা না বলে চ্যাপটা হয়ে বসুন। ঠাণ্ডা লাগলে বাইরে যান।'

তুহিন কথা না বলে দু হাতে মাথা চুলকিয়ে কম্পিউটারের দিকে তাকিয়ে দাঁত কটমট করে লিখল, 'মানসী, আমি লগ অফ করব।'

মহিলা মাথা বাড়িয়ে তার কম্পিউটারের দিকে তাকিয়ে মাথা দিয়ে ইশারা করে বললেন, 'কী! কার সাথে কথা বলছেন?'

তুহিন ঝুঁকি দিয়ে দাঁড়িয়ে মাথা দিয়ে ইশারা করে বলল, 'আপনার সমস্যা কী?'

'ওই মিঞা! চ্যাংড়ামী বাদ দিয়ে সট করে বসো। নইলে ঝাড়ফুঁক শুরু করব।'

'আমি চটরপটর করছি না, আপনি চটাচটি করছেন। কী হয়েছে, কেউ ছ্যাঁকা দিয়েছে নাকি? জবর ভালো করেছে। আলখাল্লা পরে অন লাইনে প্রজল্পন করেন, তাও খুলা দোকানে এসে। আমার গরম লাগে, হাত পা ঘামছে, বাঁদীপোতার গামছা দাও, নির্লজ্জ কোথাকার। যাও! বাড়ি যাও! নইলে র‍্যাব ডাকব।' তুহিন রেগে কশকশ করে আংগুল নাচিয়ে বললে মহিলা ব্যাগ থেকে কিছু বার করে তার দিকে ইশারা করে বলল, 'আর একটা কথা বললে জানে মেরে ফেলব। কথা না বলে চ্যাপটা হয়ে বসো।'

অন্য মহিলা ব্যাগ নাড়লে তুহিন চিৎকার করে বলল, 'ওরে বাসরে বাস, মাই গো মাই মহিলা সন্ত্রাসী! আত্মঘাতিনী বোমাবাজ! আমারে মেরে ফেলল রে। আমারে বাঁচাও।'

মহিলা সন্ত্রাসী, আত্মঘাতিনী বোমাবাজ শুনে অন্যরা উঠে পড়ে দৌড়ে পালায়। মহিলা রেগে ব্যোম হয়ে তুহিনের বুকে ধাক্কা মেরে বসিয়ে তার বুকে কিছু ঠেকে বলল, 'আবার চিল্লালে জানে মেরে ফেলব।'

তুহিন হাত কাঁধ ঝুলিয়ে বলল, 'জি-জি-জি আচ্ছা।'

'তোমার নাম কী?'

'রাগীব ইয়াসার।'

'গল্পগুজব করে কার লগে গুলতানি মারো?'

'মানসীর লগে।'

'ছ্যাঁকা দিয়েছে নাকি?'

'এখনো দেয়নি?'

'তাইলে গালে হাত দিয়ে বসেছিলে কেন?'

'এত প্রশ্ন করছেন কেন, আমার জবর ডর লাগের গো।'

'জবাব দিচ্ছ না কেন?'

'আমি চাই না আমার মানসীর কোনো ক্ষতি হোক, তাই পালিয়ে এসেছি।'

'গালে হাত দিয়ে বসে নিশ্চয় ভাবছিলে, ওকে সাথে আনলে অন্তত পাশে বসে মিষ্টিমধুর শব্দে হাসত আর বলত, হে মোর প্রিয়তম একটা রোমবিকারক কবিতা

শুনাও। কিন্তু আননি, তাই নিরালায় একলা বসে দিবাতন ভাবছ, আমার মানসী এখন কেমন আছে?'
'জি না।'
'কী বললে?'
'আমি কিছু বলিনি তো।' অসহায়ের মত বলে তুহিন কাঁধ ঝুলায়।
'তোমাকে অপহরণ করলে অনেক টাকা আদায় করতে পারব। এক কজ করো, আমাদের সাথে চলো তোমাকে কিছু করব না।'
'চাইলে চেষ্টা কষ্ট করতে পারবেন, কিন্তু আমাকে কিছু করতে পাবেন না।' বলে তুহিন কপট হাসলে তার বুকে গুঁতা দিয়ে মহিলা দাঁতে দাঁত পিষে বলল, 'ঠাট্টাইয়ার্কি করছ নাকি?'
'জি...জি...জি না।'
মহিলা তার পেটে গুঁতা দিয়ে বলল, 'ও ভুঁড়িওয়ালা। কী খেয়ে এত হোঁতকা কেঁদো কুতকুতে হলে?'
'মাছ ভাত।'
'চুটকি বলে আমাকে ঢং বানাচ্ছ নাকি?' বলে মহিল তার পেটে গুঁতা দেয়।
'একটা প্রশ্ন করতে পারব?'
'মাত্র একটা প্রশ্ন।'
'জি আচ্ছা।'
'প্রশ্ন করছ না কেন?'
'দুনিয়া ভরা লোক থাকতে আমাকে বাছাই করলেন কেন?'
'দোকানে এত কম্পিউটার থাকতে এটা পছন্দ করেছেন কেন?'
'অজান্তে মারাত্মক ভুল করেছি, এখুনি ওই পাশেরটায় যাব।' বলে তুহিন দাঁড়াতে চায়।
'এখন যেয়ে আর লাভ হবে না। এক কাজ করো, আমাদের জন্য খাবার কিনে নিয়ে আসো।' বলে মহিলা চেয়ারে বসে।
'জি আচ্ছা।' বলে তুহিন দাঁড়িয়ে শিউরে ওঠে।
'ঠাণ্ডা লাগছে নাকি?'
'জি না, খামোখা গায়ে কাটা দিয়েছে।'
'শোনো! পালাবার অপচেষ্টা করলে সাবাড় করে ফেলব। বাইরে আরো কয়জন বসে আছে। যাও, আমাদের জন্য খাবার নিয়ে আসো। আর হ্যাঁ, অন্যরা কোথায়?'
'উনারা হয়তো র‍্যাব ডাকছেন। আমি জানি না তাই হয়তো বলেছি।'
'মায়! উনারা র‍্যাব ডাকবেন কেন?'
'আমি জানি না।'
'উনারা যে র‍্যাব ডাকছেন তা তুমি জানো কেমনে?'
'আন্দাজি বলেছিলাম। আমার ভুল হয়েছে এখন আপনাদের জন্য খাবার নিয়ে আসি?'
'আন্দাজি বললে কেন সাফ-সাফা করে বলো নইলে গুঁতিয়ে মোটা পেট ফাটাব।' বলে মহিলা তার পেটে গুঁতা দেয়।
'যা বলার মুখে বলছি। পেটে বার বার গুঁতাচ্ছেন কেন?' বলে তুহিন মুখ বেজার

করে পেট হাত বুলায়।
'আর খাব না। তুমি তোমার মানসীর সাথে আলাপ করো আমরা চলে যাব।' বলে মহিলা অন্য মহিলার দিকে তাকিয়ে মাথা দিয়ে ইশারা করে।
'মনে খোঁচা লেগেছে নাকি?' বলে তুহিন বিদ্রূপ হাসে।
'মানুষের মনে মাবুদ থাকেন। মানুষের মনে ব্যথা দিতে চাই না।' মহিলা নরম সুরে বললে তুহিন গম্ভীরকণ্ঠে বলল, 'হে প্রেমময়ী! প্রেম কী?'
'জানি না প্রেম কী। তবে প্রেম জীবকে রাখে জীবন্ত, প্রেমের অন্ত হলে জীবের হয় জীবনান্ত।' বলে মহিলা দৃষ্টি নত করে।
'চলুন ভাত খাব। আমার ভুখ লেগেছে। দাদা হয়তো অপেক্ষা করছেন।' বলে তুহিন হাত দিয়ে পথ প্রর্দশন করে।
'আপনার মানসী হয়তো অপেক্ষা করছেন।' বলে মহিলা চেয়ারে বসে কিছু লিখে দাঁড়ায়। কম্পিউটারের দিকে তাকিয়ে তুহিন মৃদুহেসে বলল, 'রাতে ওর সাথে কথা বলব। এখন হয়তো ক্লাসে চলে গিয়েছে। চলুন।'
আর কথা না বলে দুজন তাকে অনুসরণ করে। হুটেলে যেয়ে খাবার কিনে মহিলার দিকে তাকিয়ে তুহিন বলল, 'চাইলে বাসায় যেয়ে খেতে পারবেন।'
যে মহিলা বার বার গুঁতাচ্ছিল ও বলল, 'চলুন বাসায় যেয়ে গপসপ করে খাব।'
'জি আচ্ছা।' বলে তুহিন আস্তেধীরে হেঁটে বাসায় প্রবেশ করে কপট হেসে বলল, 'দাদাকে ভয় দেখালে সর্বনাশ হবে।'
'ও আমাকে রাগিয়েছিল এবং আপনি বার বার আড়চোখে তাকাচ্ছিলেন তাই এমন করেছিলাম। আমরা আসলে শহর থেকে এসেছি।'
'ঠিকাছে চলুন।' বলে তুহিন দ্রুত হেঁটে বাসায় যেয়ে দাদাকে ডেকে বলল, 'উনারা শহর থেকে এসেছেন। ভাত খেয়ে চলে যাবেন।'
'আমি চিন্তিত হয়েলাম। ঠিকাছে, উনাদেরকে ভিতরে আসতে বলো।' বলে দাদা খেতে বসেন। মহিলা থালায় খাবার তুলে দিলে তুহিন কপাল কুঁচকে মাথা নত করে খেতে শুরু করে। মহিলারা অন্যদিকে মুখ করে বসে খাওয়া শেষে হলে হাত মুখ ধুয়ে এক মহিলা থালা হাতে নিয়ে তুহিনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমি পরিষ্কার করব। দাদার সাথে কথা বলুন।'
'জি আচ্ছা।' বলে তুহিন দাদার পাশে যেয়ে ফিসফিস করে বলল, 'দাদা, এই মহিলা আমাকে অপহরণ করতে পারে।'
'কী বললে?' দাদা চমকে বললেন।
'হুস।' বলে তুহিন ডানে বাঁয়ে তাকালে দাদা সভয়ে বললেন, 'এরা কা'রা?'
'পরমা তিলোত্তমাদের বিধুবদন এখনো দেখিনি। তবে মন ইনিয়ে বিনিয়ে বলছে, ড্যাবডেবে নয়ন হবে চন্দ্রাননা চটকদার।'
'ভাই রে! যা চায় তা দিয়ে আলাই দূর কর। কম হলেও কয়েক লাখ ঘরে আছে। আনব?' দাদা অধীর হয়ে বললেন। এমন সময়ম মহিলা ব্যস্তকণ্ঠে বলল, 'দাদা, আমরা এখন চলে যাব।'
'কী ডাকলে?' বলে দাদা কপাল কুঁচকে তাকান।
'আমি আমার মনের মানুষের সাথে আলাপসালাপ করার জন্য এসেছিলাম।' বলে মহিলা তুহিনের পেটে গুঁতা দিয়ে বলল, 'পেটমোটা লোকের যন্ত্রণায় মনের কথা

মনের মানুষকে বলতে পারিনি।'
'মায়! আমি কী করলাম?'
'I wanted to hold your hand but you waved at me, the day I fall in love with you.' তুহিনের চোখের দিকে তাকিয়ে বলে মহিলা বান্ধবীকে ডাক দেয়। তুহিন মৃদু হেসে বলল, 'If you know how to enjoy, love is full of joy and life is full of fun.'
'ওই মিঞা! অবলার মন বাজিতে ধরে মরণপাশা খেলো কেন?'
'মন সবসময় মানসীকে কাছে চায়। কিন্তু হায়! সে দূরে চলে যায়।' তুহিন আরো কিছু বলবে এমন সময় বিজলি চমকে বাজ ডেকে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়। মহিলা মাথা নত করে ধীরে ধীরে হেঁটে জানালার পাশে যেয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আল্পনার দিকে তাকিয়ে আমি কল্পনাপ্রবণ হয়েছি, সীমান্তে দাঁড়িয়েছি। সময় ফুরাচ্ছে।'
'খুলে দিলাম পিঁজরা! উড়ে যাও রে সাদা কউতর উড়ে যাও তুমি, যে বাগানে হলোদ গোলাপ আছে সে বাগানে বানিয় তোমার বাড়ি, দেশ ছেড়ে হয়ে যাও রে দেশান্তরী। ও সাদা কউতর! উড়াল থেকে ধরে তেমারে রেখেছিলাম পিঁজরায় ভরে, দানা পানি দিতে না পেরে দিয়েছিলাম ফাঁসির দড়ি, আজীবন যুদ্ধ করে যোদ্ধা হতে পারিনি আমি হয়েছি সুখের বৈরী।'
'মনের কষ্টকে কালি দিয়ে রাঙাতে পারে সে। কষ্টে অতিষ্ঠ হলেও অন্যকে কষ্ট দেয় না। সে সত্যি বিশিষ্ট। '
'নয়ন জলে লণ্ঠন জ্বালাই আমি হাতের লাঠি খুঁজে পাই না, খেয়ানি আমারে নায়ে তুলে না। আমি দায়ে ঠেকেছি।' বলে তুহিন মৃদু হাসলে মহিলা তার চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'স্বপ্নের কারিগর তুমি। আমার বিকল স্বপ্নটা ঠিক করে দিতে পারবে? হাতুড়ে ডাক্তার চাতুরি করে আমার স্বপ্নটা নষ্ট করতে চেয়েছিল।'
'কবিদের জল্পনা কল্পনায় আঁকা আল্পনায় তন্ময় হলে, মন মন্তা হয়ে বলে, কানে-শোনা বিষয় স্বচক্ষে দেখলে সত্যাসত্য সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া যায়।'
'শব্দ! আহা শব্দ। তুমি যখন নীরব হও তখন পরিবেশ নিঃশব্দ হয়।'
'মন উড়াল পাখি হয়েছে, তারে বন্দি করার জন্য ঝাড়ের বাঁশ দিয়ে পিঁজরা বানিয়েছি।'
'দর্শন এবং ধর্ষণ শব্দের অর্থ যারা জানে না ওরা মানুষত্বের অর্থই জানে না।'
'আমি এক সাধারণ মুসলমান। মনে রাখতে হবে নারীর পেটে পুরুষ আদল পায়।'
'সচ্চিন্তায় মন পবিত্র হয়। সত্যের সাথে থাকলে জয় হবে সুনিশ্চয়। মানুষ উচ্ছৃঙ্খল হলে, শৃঙ্খলে কাজ হয় না। শৃঙ্খলা করতে হয়।'
'গুটি কয়েক দোষ করে কিন্তু গোটা জাতি দোষী হয়। সময় মত শায়েস্তা না করলে সবাইকে শাস্তি পেতে হয়। যেমন বাতাস দুষিত হলে সবার ফুসফুসে সমস্যা হয়।'
'দাঁড়িয়েছি আকাশ ছায়ে। আমি শান্তি চাই, স্বস্তি চাই। চাই সমানাধিকার।'
'তা তো আপনি জন্মের সাথে সাথে পেয়েছেন। এখন চাইলে আলখাল্লা খুলে হাল্কা হতে পারবেন। কামমোহিত হয়ে দাদা নাতি আপনাদের দিকে আড়চোখে তাকাব না। আপনাদের মত অবলাদের সাথে পাশবিক অত্যাচার করার দুঃসাহস

আমাদের নেই। তাই না দাদা?' বলে তুহিন দাদার দিকে তাকালে উনি কটমট করে বললেন, 'আলাইকে অবলা ডাকছিস কেন?'
এমন সময় ঝেঁপে বৃষ্টি বর্ষে পরিবেশ বর্ষামুখর হয়। বান্ধবী ওর পাশে যেয়ে চিন্তিতকণ্ঠে বলল, 'বাসায় যাব কেমনে?'
মহিলা জবাব দিতে চেয়ে মাথা ঘুরিয়ে দেখে তুহিন ধীরে ধীরে হেঁটে বেরিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে দু হাত মেলে বলছে, 'মানসী, তোমার বিরহনলে জ্বলে আমার কলিজা অলাত। মনের জ্বালা নিবাবার জন্য বৃষ্টিসজল হচ্ছি। বৃষ্টিভেজা বিতনুকে দেখে ধমনে কামানল জ্বলেছিল। ঘোরবর্ষণে ভিজে আজ আমি সব জ্বালার নিবারণ করব। হে বৃষ্টিবিলাসিনী, বৃষ্টিতে আসো। হাত ধরে গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টিতে ভিজে দুজন বৃষ্টিস্নান করব।'
মহিলা বেরিয়ে তুহিনের পিছনে দাঁড়িয়ে গম্ভীরকণ্ঠে কবিতাবৃত্তি করে, 'হে কবি! নিরালায় একলা যবে বসি, কবিতার বই হাতে নিয়ে, তোমার কথা ভাবলে আমার কষ্ট হয়, বুকের ভিতর কেমন করে, চোখে জ্বালাপোড়া শুরু হয়, কিন্তু হায়, নোনা জল গণ্ড বেয়ে পড়ে না। বারণ করতে চাই না, আমি চাই তোমাকে বরণ করে সকল প্রকার সাফল্যে সাফল্যমণ্ডি করি, তোমার মানসী হয়ে তোমার হাত ধরে সব পেয়েছির দেশে দেশান্তরী হই। তোমার ভালোবাসার জন হয়ে, তোমাকে তেমন করে ভালোবাসি, যেমন করে তুমি চাও তোমার প্রয়িতমা তোমাকে ভালোবাসোক। রঙবেরঙে বনফুলে বরণডালা সাজিয়ে, জেসমিন দিয়ে বারণমালা গেঁথে, লাল গোলাপ খোঁপায় গুঁজে, তোমার আসার পথের প্রান্তে অপেক্ষমাণ হতে চাই, গন্তব্য হয়ে। কিন্তু হায়, চাইলেও বরণ করে মনের আশামেটাত পারব না। হে কবি, এ আমার না তোমার ব্যর্থতা?'
মহিলার দিকে তাকিয়ে তুহিন গম্ভীরকণ্ঠে জবাব দিল, 'আমার।'
কোন কথা না বলে মহিলা বৃষ্টিস্নান করে। তুহিন ধীরে ধীরে হেঁটে ভিতরে যেয়ে দাদার দিকে তাকিয়ে কপট হেসে বলল, 'দাদা, তফন গামছা চাই।'
দাদা মাথা নেড়ে চলে যান। এমন সময় গেট খুলে এক লোক দৌড়ে গেলে মহিলা চিৎকার করে দৌড়ে ভিতরে প্রবেশ করে। তুহিন শরীর কাঁপিয়ে হেসে মাথা দিয়ে ইশারা করে বলল, 'কী হয়েছে?'
'লোকটা দৌড়ে আসল কেন?' বলে মহিলা শিউরে ওঠে।
'ফ্যান চালিয়ে আপনি গরম হওয়ার চেষ্টা করুন আমি জিজ্ঞেস করছি।' বলে তুহিন লোকের পাশে যেয়ে জিজ্ঞেস করল, 'দৌড়ে এসেছ কেন?'
'মাঘমাসে মেঘে ভিজলে আমার সর্দি হয়। বাজ বিজলির ডরে দৌড়ে এসেছি।' বলে লোক বাজুতে হাত ঘষে।
'এই যে কবিসাহেব, চা চাই। বানাব না কিনে আনবেন?' মহিলা বলল।
'একটা ফোন করতে চাই। মোবাইল দিলে গরমাগরম চা কিনে আনব।' বলে তুহিন কয়েটা হাঁচি দেয়।
'চা নিয়ে আসলে দেব।' বলে মহিলা বাজুতে হাত ঘষলে তুহিন বোকার মত হেসে বলল, 'ফ্যানটা চালাই?'
'ঠাণ্ডা লাগছে তো।'
'জানি।' বলে তুহিন দৌড়ে হুটেলে যেয়ে জিজ্ঞেস করল, 'এই যে ভাই! মহিলাদের

কাপড় কোথায় পাব?'
'পাশেই কাপড়ের দোকান আছে।' এক কর্মচারি বললে তুহিন পিছু হেঁটে বলল, 'ডানে না বাঁয়ে।'
'ডানে।'
'কয়েক ফ্লাস্ক চা বানাও আমি আসছি।' বলে তুহিন দৌড়ে চলে যায়। হাতের কাজ রেখে কর্মচারি চা নিয়ে ব্যস্ত হয়। এক ডেগ চা দুই ফ্লাস্কে ভরে হঠাৎ হাঁচির শব্দ শুনে মাথা তুলে তাকায়। তুহিনের হাতে কয়েকটা ব্যাগ দেখে মৃদুহেসে বলল, 'আপনি যান আমি নিয়ে আসছি।'
'তুমি চা খাও আমি দৌড়ে যাব।' বলে তুহিন ফ্লাস্ক হাতে নিয়ে ভোঁ দৌড়ে বাসায় যেয়ে মহিলার দিকে তাকিয়ে মৃদুহেসে বলল, 'গাঁটরির ভিতর শাড়ি গামছা আছে।' ব্যাগ হাতে নিয়ে মহিলা বলল, 'মনেরাকাশ বেদনাচ্ছন্ন হলে পূর্ণমাসী লুকায় মেঘের আড়ালে, নিরানন্দ আমি আজ জল নয়ন কোণে। লগনচাঁদ উদয় হলে বর্ষা মাসে মেঘলা আকাশে সূর্য হাসে, কোনো একদিন সুদনি আসবে আমার জীবনে।' তুহিন বিরক্ত হয়ে বলল, 'এই যে কবির আইমা, মোবাইলটা দিন একটা ফোন করব।'
'সই তোর মোবাইলটা দে। দাদা কোন কামরায় যাব?' বলে মহিলা তুহিনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'গামছা দিয়ে চুল শুকিয়ে রঙ্গিন শড়ি পিন্ধিব।'
'জানেন! আপনার নাতনীও আপানার মত অগাচণ্ডি হবে।' বলে তুহিন মুখ বিকৃত করে।
'আপনার নাতিও আপনার মত মিনমিনে হবে।' বলে মহিলা দ্রুত চলে যায়। তুহিন কাপে চা ঢেলে বান্ধীর হাতে দিয়ে বলল, 'দয়া করে মোবাইলটা দেবেন?'
'জি।' কম্পিতকণ্ঠ বলে বান্ধবী মোবাইল এগিয়ে দেয়।
'নির্ভয়ে চা পান করুন, কেউ আপনাকে মারধর করবে না।' বলে তুহিন মোবাইল হাতে নিয়ে দাদাকে চা দিয়ে দুই কাপ হাতে নিয়ে বেরিয়ে লোকের হাতে একটা দিয়ে সুফিয়াকে ফোন করে।
'একটু পরে ফোন করো আমি এখন কাপড় বদলাব।'
'ছিঃ ছিঃ এ কী করলাম?' বলে তুহিন চোখ বুজে শিউরে লাইন কাটে।
'কী হয়েছে সাহেব?' বলে লোক চা'য় চুমুক দেয়।
'কিছু না। তুমি চা খাও।' বলে তুহিন চা পান করে। সুফিয়া মিসকল দিলে সট করে নম্বর ঘুরায়। সুফিয়া আনন্দে উত্তেজিত হয়ে বলল, 'জানো, আমি এখন খুব সুন্দর শাড়ি পিন্ধেছি। সত্যি খু সুন্দর শাড়ি।'
'কী করো?' তুহিন আবেগপ্রবণ হয়ে জিজ্ঞেস করে।
'কী হয়েছে এমন করে কথা বলছ কেন?' সুফিয়া চিন্তিতকণ্ঠে বললে তুহিন হাঁচি দিয়ে বলল, 'না কিছু না।'
'মেঘে ভিজেছ নাকি?'
'হ্যাঁ।'
এমন সময় 'ওঃ অ্যাঁও' বলে বান্ধবী দাঁড়িয়ে অত্যাশ্চার্য হয়। ওঃ-অ্যাঁও শুনে তুহিন মাথা তুলে সুফিয়াকে দেখে 'ওঃ অ্যাঁও' বলে চমকে ওঠে। দাদা ঘাড় বাঁকিয়ে তাকিয়ে চোক্ষস্থির করলে সুফিয়া ব্যস্তকণ্ঠে বলল, 'কী হল! ওঃ অ্যাঁও ওঃ অ্যাঁও

করছেন কেন?'
'জি না কিছু না।' বলে তুহিন শিউরে ঘুরে মোবাইল কানে লাগিয়ে বলল, 'জানো মানসী? যা'র সঙ্গ এড়াবার জন্য ফেরারি হয়েছি সে এখন আমার সাথে এক ছাদের নিচে। আমি এখন কী করব?'
'হাতাহাতি করো।' বলে সুফিয়া খিল খিল করে হাসে। হাসি শুনে তুহিন চারপাশে তাকিয়ে সুফিয়াকে হাসতে দেখে কপাল কুঁচকে মুখ ফিরিয়ে ধীরে ধীরে হেঁটে জানালার পাশে যেয়ে নিম্নকণ্ঠে বলল, 'জানো মানসী? এই ফুলটুসির কারণে নয়নজলে তোমার নামে জলাঞ্জলি দিয়েছি। আমাকে ক্ষমা করো।'
'গলা টিপে মেরে ফেলো।'
'আমিও চাই। কিন্তু অন্ধেরযষ্টিকে মারলে কেঁদে কেঁদে মা বাবা মরে যাবেন। দূর বহুদূর চলে যাব।' বলে তুহিন বিমনা হয়। সুফিয়া পাশে যেয়ে তার পিঠে ধাক্কা দেয়। তুহিন ঘুরে সুফিয়ার চোখে জল টলমল দেখে মাথা দিয়ে ইশারা করে বলল, 'কাঁদছেন কেন?'
সুফিয়া মোবাইল কানে লাগিয়ে ঠোঁট কাঁপিয়ে বলল, 'আমাকে সাথে নাও, অর্ধি হব। নইলে কেঁদে কেঁদে পটোলতোলা চলে যাব। তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচতে চাই না। আমার দম বন্ধ হতে চায়। স্বপ্ন দুঃস্বপ্ন হয়। আমাকে এত ঘৃণা করলে গলা টিপে মেরে ফেলো। তোমার চোখের দিকে তাকিয়ে মরলে অকালমৃত্যু আমার জন্য পরম পওয়া হবে। উরে টানো, নইলে মরণকে বরণ করব।'
'দাদা গো আমাকে বাঁচাও।' বলে তুহিন চিৎকার করে। দাদার সাথে বান্ধবীও চমকে ওঠে। বারান্দায় বসা লোক মাটিতে কাপ রেখে দৌড়ে পালায়। সুফিয়া রেগে ব্যোম হয়ে তার বুকে ধাক্ক মেরে দাঁত কটমট করে বলল, 'তুমি এত মিনমিনে কেন?'
'পাড়াকুঁদুলী শুনো! আমি এমনি রেগে চটে আছি। আবার ধাক্কা মারলে চিৎপটাং করবো।' তুহিন চোখ পাকিয়ে বলে দাঁট কটমট করে।
'তোমার এত সাহস, আমাকে চিৎপটাং করতে চাও।' বলে সুফিয়া দাঁত কিড়িমিড়ি কিরে কোমরে আঁচল গুঁজে তার পেটে গুঁতা দেয়।
'একমাত্র তোমার কারণে আমি সর্বহারা হয়েছি। আবার পেটে গুঁতা দিলে।' তুহিন দাঁত কটমট করে বলল, 'আমিও গুঁতা দেব।'
'দিয়ে দেখো।' বলে সুফিয়া আবার পেটে গুঁতা দিলে তুহিন হেঁকে বলল, 'দাদা! এখন কী করব?'
'কী হয়েছে?'
'এই নারীর কারণে আমি বাউণ্ডুলে হয়েছি। আমার স্বাপ্নাশা নয়ন জলে ভেসে দুঃখের সাগরে ডুবেছে। আমার মানসীর সাথে আর কোনোদিন দেখা হবে না। আমি চাইলে আমার মানসীকে বিয়ে করে সংসারী হতে পারি জেনেও আমি বিবাগী হয়েছি।' বলে তুহিন বিচলিত হয়ে পিছু হাঁটতে শুরু করে। আবেগপ্রবণতা বিচলিত হয়ে সুফিয়া মাথা নেড়ে অশ্রুবর্ষণ করে কবিতা আবৃত্তি করে, 'হে স্বপ্নদর্শী, সাদর সম্ভাষণ আমার স্বপ্নলোকে। আমি জানি সবই স্বপ্নিল, অকল্প্য, আর তার কারণ হল, আমার চিন্তাগুলো কপোলকল্পিত। প্রেমহীন আমি ঘুরে বেড়াচ্ছি সব পেয়েছির দেশে। কল্পী সে হল কল্পনাবিলাসী, কল্পনাপ্রবণ চিন্তক

সে এক জন ভাববিলাসী। স্বপ্নচারিণী আমি, সে আমার স্বপ্নদর্শী এই স্বপ্নবৎ পরিবেশে।'

তুহিন থমকে দাঁড়িয়ে কপাল কুঁচকে কিছু বলতে চাইলে সুফিয়া দু হাত পেতে মাথা নেড়ে অশ্রুবিজড়িতকণ্ঠে বলল, 'চাইলে চলে যেতে পারবে। চাইলে ফেরার হতে পারবে। চাইলে আমাকে ঘৃণা করতে পারবে না। চাইলে আমি তোমাকে ভুলতে পারব না। তবে চাইলে একে অন্যকে বরণ করতে পারব।'

কিছু না বলে তুহিন কপাল কুঁচ করে।

'আমার মাথায় বেল পড়েছিল এবং তোমাকে দেখে আনন্দোত্তেজিত হয়েছিলাম। হারাবার ভয়ে দুশ্চিন্তিত হলে ব্যথার মাত্রা চরমে উঠেছিল। দোহাই আমাকে বুঝার চেষ্টা করো। মালিহা কিছু বল। তাকে বুঝিয়ে বল, তাকে ছাড়া আমি বাঁচতে পারব না। আমার আব্বু তার জন্য বাচ্চাদের মত কাঁদছেন। আমার আম্মু জানালার পাশে দাঁড়িয়ে তার জন্য অপেক্ষা করছেন। সই কিছু কর। আমার মনের মানুষ আমার চোখের সামনে। আমাকে চিনতে চায় না। দাদা কিছু করুন। তুহিন, নীল ধূসর কালো খয়েরি রঙের সুখপাখির দোহাই, আমার মনের সুখ কেড়ে আমাকে নিরানন্দ করো না। রঙ্গিয়া, বহুরঙের দোহাই, মেন্দির রঙে আমার রংহীন হাত রাঙ্গিয়ে দাও। তুহিন, আমাকে বরফ বানাও। তোমার বিরহনলে পুড়ে আমার অন্তর অলাত হয়েছে।' বলে সুফিয়া দু হাতে মুখ লকিয়ে ডুকরে কাঁদতে শুরু করে।

'ও দাদা গো এত সব জানল কেমনে গো?' বলে তুহিন শিউরে ওঠে। দাদা দাঁত কটমট করে তুহিনের দিকে তাকিয়ে কিছু না বলে দ্রুত সুফিয়ার পাশে যেয়ে ওর মাথায় হাত বুলিয়ে সস্নেহে বললেন, 'অগাকান্তের নাম তুহিন নাকি?'

'জি দাদা।' সুফিয়া ফুঁফিয়ে ফাঁপিয়ে বলল। দাদা কিছু বলতে চাইলে তুহিন বলল, 'ও কুঁদুলী বুড়ি! এত সব জানো কেমনে, জানি না প্রেত্নী কানে কানে বলেছিল নাকি?'

জবাব না দিয়ে সুফিয়া তছবি দেখিয়ে দাঁত কটমট করে বলল, 'তোমার ফকিরামালা আমার গলায়। বরণ করো নইলে উদাসিনীর মত গান গেয়ে ঘুরে বেড়াব।'

'কোন গান গাইবে?' বলে তুহিন ঠোঁট বাঁকিয়ে বিদ্রূপ হাসে।

'প্রেমে মজে পড়লাম দায়ে আমি না ঘাটে না নায়ে, মনে উচাটন আমার বন্ধুয়া জিওল রাখে জ্বালিয়ে।' দুই লাইন বলে সুফিয়া কপট হাসলে তুহিন মাথা দিয়ে ইশারা করে বলল, 'তারপর?'

'আর জানি না।'

'বাকি টুকু শুনতে চাও?'

'তোমার কী হয়েছে?'

'মায়! রেগে ভোম হচ্ছ কেন?'

'গানের বাকিটুকু বলছ না কেন?'

'আদেশ করছ নাকি?'

'হ্যাঁ আদেশ করছি।' বলে সুফিয়া তার চোখের দিকে তাকিয়ে এগুলে তুহিন চোখ পাকিয়ে বলল, 'আবার পেটে গুঁতা দিলে ধাক্কা মেরে চিৎ করব।'

'বলছ না কেন?'

'বলছি বলছি। বন্ধুয়া রে, তোমার লাগি ঘর ছাড়লাম উচাটন আমার মনে, তোমার খুঁজে পথে পথে ঘুরে অজানায় যেত চাই হারিয়ে। মিলনের আশা করে নিরাশ হয়েছি আমি তোমাকে হারিয়ে, রসিক বন্ধু রে, তোমার বিরহে দুখী হলাম সুখী হতে চেয়ে।'
'বাসায় কখন যাব?' সুফিয়া প্রায় চিৎকার করে বলল।
'এখুনি যাব। চলো।'
'চলো।' বলে সুফিয়া তার চোখের দিকে তাকায়।
'দাদা, পরে আরেক দিন আসব। মানসী চলো।' বলে তুহিন দ্রুত বেরিয়ে রাস্তার পাশে যেয়ে ডানে বাঁয়ে তাকায়। ছাতি হাতে মুইন দৌড়ে যেয়ে কপট হেসে বলল, 'আমি আসতে চাইনি, বিবিজান আদেশ করেছিলেন। গাড়ি নিয়ে আসি?'
'দৌড়ে নিয়ে আয়?' বলে তুহিন পিছন ফিরে বাসার দিকে তাকিয়ে সুফিয়া এবং মালিহাকে দৌড়ে আসতে দেখে পা বাড়ায়। সুফিয়া হেঁকে বলল, 'আসতে হবে না আমরা আসছি।'
তুহিন সামনে উঠে বসে সুফিয়া এবং মালিহা পিছনে। কথা না বলে মুইন গাড়ি চালায়। কে কী বলবে নিয়ে চিন্তা করে। হঠাৎ মুইন কপট হেসে বলল, 'সাহেব, গরম চা গিললে কিছু ঠাণ্ডা কমবে। কী করব?'
'ফিরে যেতে চাস নাকি?'
'জি না সাহেব, আপনার পাশে ফ্লাস্ক আছে।' বলে মুইন কপট হাসে। সুফিয়া কিছু বলছে না। রেগে ব্যোম হয়ে গাল ফুলিয়ে বসে আছে। কিছু বলার জন্য মালিহা আনচান আনচান করে। কী করে বলবে ভেবে চিন্তে না পেয়ে তুহিনের সিটে মৃদু ধাক্কা দিয়ে বলল, 'এই যে বান্ধবীর বন্ধু বান্ধব, শামীম নামের কাউকে চিনেন?'
তুহিন চমকে উঠে বলল, 'কী বললেন?'
'শামীম নামের কাউকে চিনেন?'
'আমার একমাত্র বন্ধুর নাম শামীম।'
'আমার সাথে কথা বলছ না কেন?' বলে সুফিয়া হতাশ হয়ে কাঁধ ঝুলায়।
'সবাই আমাকে আলাই ডাকে। ভয়ে আমি কু ডাকি না।' বলে তুহিন ফ্লাস্ক হাতে নিয়ে কাপে চা ঢেলে পান করে। সুফিয়া দাঁত কটমট করে বলল, 'আমাকে চা দাও।'
'কাপ নেই।'
'হাতেরটা দাও।'
'কী শুরু করেছ?'
তার কথার জবাব না দিয়ে সুফিয়া রাগান্বিত কণ্ঠে বলল, 'ড্রাইভার, দ্রুত চালাও।'
দ্রুত চালালে তুহিন ধমে বলল, 'এই! ধীরে চালা।'
'চা দিচ্ছ না কেন?' সুফিয়া হতাশ হয়ে বলল।
'কী হয়েছিল?'
'আমি জানি না।'
'আমাকে চিনলে কেমনে?'
'আমার মাথায় বেল ফাটিয়েছিলে কেন?'
'আমার পিঠে ঢিল মেরেছিলে কেন?'

'মনের ঝাল ঝাড়ার জন্য।'
'আমিও ঝেড়েছিলাম।'
'ভোঁ দৌড়ে পালিয়েছিলে কেন?'
'লক্ষ্মীছাড়া আমি ফুলেল গাছের পাশে দাঁড়ালে নিশ্বাসের দহনে পুড়ে ছারখার হয়।' তুহিন আরো কিছু বলতে চাইলে সুফিয়া প্রায় চিৎকার করে বলল, 'আমার কিছু হয়নি।'
তুহিন চমকে উঠে দাঁত কটমট করে বলল, 'এই! এত আস্তে চালাচ্ছিস কেন?'
সুফিয়া বুক ভরে শ্বাস টেনে হাঁপ ছেড়ে বলল, 'ড্রাইভার আস্তেধীরে চালাও। হাতে যথেষ্ট সময় আছে।'
'শুনেছি বিপদ একা আসে না এবং বিপদের সম্ভাবনা থাকলে সুসময় সমস্যাসংকুল হয়।' বলে তুহিন দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে। তার কথা শুনে কী করবে ভেবে না পেয়ে সুফিয়া রেগে ক্ষিপ্ত হয়ে বলল, 'অগাকান্তরা জানে না, ভাগ্যজয় করে ভাগ্যধনী হতে হলে রূপেগুণে ধনি লক্ষ্মীকে বরণ করতে হয়।'
তুহিন গম্ভীরকণ্ঠে বলল, 'কোথায় গেলে ভাগ্যলক্ষ্মীকে পাব?'
'অপধ্যান করে হতচ্ছাড়া হলে ভাগ্যলক্ষ্মী বিমুখ হয়।'
'অপকারেচ্ছা আমার মনে নেই, তবে কেন আমি লক্ষ্মীছাড়া হলাম?'
'অমঙ্গলাশঙ্কায় গুঁড়িশুঁড়ি মেরে হাত পা গুটালে, অদৃষ্টের বন্ধনে বন্দিনী হয়ে ভাগ্যলক্ষ্মী তো দুর্ভাগ্যলাঞ্ছিত হবেই।'
'ও ধীরাধীরা, ধীরে ধীরে কী বুঝাতে চাও? খুলে বলো, বুঝে আমি লক্ষ্মীমন্ত হব।'
সৃষ্টিছাড়া কথা বলেও তুহিনকে বাগাতে ব্যর্থ হয়ে সুফিয়া নাক সিঁটকিয়ে সুর ছন্দে বলল, 'আলাই রে করি বারণ সে যেন আর কু না ডাকে, তার ডাকে সাড়া দিয়ে আমি ফাঁড়ায় পড়েছি। সর্বহারা হয়ে অকালবসন্তে আলাইকে কু ডাকতে শুনে, উপায়ান্তর হয়ে আমি সাপের ছুঁচো গিলেছি। আলাই রে, নয়নজলে ডুবতে চেয়ে আমি অকূলে কুল পেয়েছি, সুযোগের সদ্ব্যবহারে লক্ষ্মীমন্ত হ রে আলাই তোরে আমি ভালোবাসি।'
তুহিন হাততালি দিয়ে হাসতে হাসতে বলল, 'অপরূপার কবিতা শুনে আমি কোণঠাসা খেয়েছি।'
সুফিয়া কাঁধ ঝুলিয়ে হতাশ হয়ে বলল, 'সবসময় এমন করো কেন?'
'শুনেছি জীবনাভিসার অনেক লম্বা এবং গন্তব্য অজানা।'
'হ্যাঁ জানি।'
'বিরক্ত হচ্ছ না বিরক্ত করছি?'
সুফিয়া বাইরে তাকিয়ে বলল, 'জীবনের মরুভূমিতে তুমি অভিসারী হলে আমি হব অভিসারিণী। মিলনে সুখী হওয়ারাশায় তুমি স্বপ্নদর্শী হলে আমি হব স্বপ্নচারিণী। স্বপ্নাশায় জলাঞ্জলি দিয়ে তুমি উদাসী হলে আমি হব উদাসিনী। মনানন্দে বিরহ বরণ করে তুমি বিরহী হলে আমি হব বিরহিনী।'
তুহিন সোজা হয়ে বসে চারপাশে তাকিয়ে ধমকে বলল, 'কোথায় যাচ্ছিস?'
মুইন চমকে উঠে সভয়ে বলল, 'বাসায় যাচ্ছি সাহেব।'
'সব ঠিকঠাক আছে তো?'
'জি সাহেব।'

'জানো মানসী? জীবনে এমন সময় আসে যখন আমরা ভিড়ের মাঝে নিঃসঙ্গ বোধ করি। অতিষ্ঠতায় আড়ষ্ট হয়ে মন চায় দূর বহুদূর চলে যেতে।' বলে তুহিন দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে। সুফিয়া কিছু বলবে এমন সময় গাড়ি থামিয়ে মুইন বলল, 'সাহেব, আমি এখন কী করব?'

'বিবিজানকে জিজ্ঞেস কর।' বলে তুহিন মাথা দিয়ে ইশারা করলে সুফিয়া প্রায় চিৎকার করে বলল, 'কী বললে?'

'ভুল বলেছি নাকি?'

'আমি হয়তো ভুল শুনেছি।'

'এখন কী করব?' বলে তুহিন মৃদু হেসে ডান হাত পাতে। সট করে দু হাতে তার হাত ধরে সুফিয়া অসহায়ের মত বলল, 'বরণ করো, চরণদাসী হব।'

'বিবিজানকে দাসী বানিয়ে ভাগ্যলক্ষ্মীকে বেজার করে আমি লক্ষ্মীছাড়া হতে চাই না। এখন বাসায় যাও। মুইন, বিবিজানকে দিয়ে আয়।' বলে তুহিন দরজা খুলে দৌড় দেয়। মালিহা কাঁধ ঝুলিয়ে বলল, 'আমি এখন কী করব?'

'কী করতে চাস?' বলে সুফিয়া আরাম করে বসে বুক ভরে শ্বাস টেনে হাঁপ ছাড়ে। মুইন বেরিয়ে গেট খুলে গাড়ি ভিতরে নিয়ে দরজা খুলে ছাতি টাঙিয়ে সুফিয়ার পাশের দরজা খুলে। মুইনের চোখের দিকে তাকিয়ে নেমে নিম্নকণ্ঠে বলল, 'আমি যাচ্ছি, দৌড়ে বাসায় যাও।'

'জি বিবিজান।'

'তুমি যাও।' বলে সুফিয়া ছাতি হাতে নিয়ে মালিহাকে ডাকে। মুইন দৌড়ে চলে যায়। মা বেরিয়ে ব্যস্তকণ্ঠে বললেন, 'ড্রাইভার দৌড়াচ্ছে কেন?'

'সে এসেছে।'

'রাগীব এসেছে নাকি?' ব্যস্তকণ্ঠে বলে মা ছাতি হাতে নিয়ে দ্রুত হেঁটে তুহিনের বাসায় যেয়ে বারান্দায় উঠে ডেকে বললেন, 'রাগীব! এদিকে আসো।'

তুহিন দৌড়ে যেয়ে চোখের দিকে তাকিয়ে হাসতে চেয়ে বিচলিত হয়ে বলল, 'আপনি এসেছেন কেন?'

'কোথায় গিয়েছিলে?' বলে মা দাঁত কটমট করেন। ছাতি হাতে নিয়ে হাত দিয়ে পথ প্রর্দশন করে বলল, 'ভিতরে চলুন।'

'মা ডাকবে না? মা না ডাকলে ভিতরে যাব না।'

'মা, ভিতরে চলুন?' বলে তুহিন উনার চোখের দিকে তাকিয়ে ম্লান হাসে। তার চোখের দিকে তাকিয়ে চোখ লাল দেখে কপালে হাত দিয়ে ব্যস্তকণ্ঠে বললেন, 'মাথা এত গরম কেন, জ্বর উঠেছে নাকি?'

'আমি জানি না মা। ভিতরে চলুন।'

'চলো।' বলে মা দ্রুত অন্তঃপুরে যেয়ে সুফিয়ার বাবাকে ফোন করে বললেন, 'ডাক্তারকে নিয়ে আসুন। রাগীবের জ্বর উঠেছে।'

'কী বললে?'

'জি, জলদি আসুন।' লাইন কেটে তুহিনের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কিছু খেয়েছ?'

'মা, আমার শরীর কাঁপছে। এখানে বসব না বিছানায় চলে যাব?'

'কী সর্বনাশ করেছ।' চোখ পাকিয়ে বলে তার বাজু ধরে বললেন, 'হেঁটে যেতে পারবে?'

'জি মা এখন পারব।' জল টলমল চোখে উনার দিকে তাকিয়ে বলে হাঁটতে শুরু করে।
'কী হয়েছে রে বাবা এমন করছিস কেন?'
'মুইন এদিকে আয়।' বলে তুহিন ডানে বাঁয়ে তাকায়। মুইন দৌড়ে গেলে তার কাঁধে ভর রেখে বলল, 'আমাকে আমার কামরায় নিয়ে যা।'
'রাগীব কী হয়েছে?' মা হতাশ হয়ে বললেন।
'কিছু হয়নি মা। মেঘে ভিজলে আমার জ্বর ওঠে। চিন্তা করবেন না।' বলে তুহিন যথাসাধ্য দ্রুত হেঁটে কামরায় যেয়ে বিছানায় শুয়ে কম্পিতকণ্ঠে বলল, 'মুইন! মা'র জন্য চা নিয়ে আয়। মা বসুন।'
উনি তার পাশে বসে কপালে হাত বুলাতে শুরু করেন এবং উনার গণ্ড বেয়ে অশ্রু ঝরে। কষ্টে কান্না থামালেও অশ্রু থামে না। বার বার আঁচলে অশ্রু মুছেন। যত সময় গত হয় তুহিনের শরীর তত গরম হয়। একসময় বিলাপ শুরু করে, 'মুহিন দৌড়ে আয়, আম্মা এসেছেন। আম্মা! কোথায় গিয়েছিলেন? আব্বা কোথায়? জানো আম্মা, আমাদের সামনের বাসার মালিক এসেছেন। উনাদের যে একটা মাত্র মেয়ে আমি জানতাম না। না জেনে গিয়েছিলাম গো আম্মা। জানো আম্মা, উনারা আমাকে খুব আদর করেন। ভিখারির মত উনাদেরকে আমি মা বাবা ডাকি। জানো আম্মা, মানসী নাকি আমাদের বাসায় এসেছিল। আমি জানি না। জানলে আসতে দিতাম না গো আম্মা। আপনার পছন্দ হলে বাবাকে বলব। উনি না বললে কী করব? আপনি ঝগড়া করবেন। আমি উনাকে বুঝিয়ে বলব। জি আম্মা, আসলে ওকে বলব আপনি ওকে আশীর্বাদ করেছেন। আব্বাও আশীর্বাদ করেছেন। আম্মা, ব্যাগের ভিতর কী? বিয়ের শাড়ী, আর বরণাঙ্গুরী। ওরে বাসরে, এত সব কখন কিনলেন? এখনই চলে যাবেন নাকি? আম্মা, আম্মা গো আমাকে একা রেখে আর যেয় না। আমার কষ্ট হয় গো আম্মা। আম্মা যেও না। আম্মা! আম্মা।' বলে তুহিন ডুকরে কাঁদে। কে কী করবে ভেবে না পেয়ে সুফিয়ার মা তাহিরার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ঠাণ্ডা পানি নিয়ে আয়।'
তাহিরা দৌড়ে চলে যায়। পালঙ্কে হেলান দিয়ে বসে মুইন ডুকরে কাঁদে। তাহিরা পানি নিয়ে গেলে আঁচল ভিজিয়ে তুহিনের কপালে রাখেন। এমন সময় ডাক্তার নিয়ে বাবা আসেন। সুফিয়া এবং মালিহাও আসে। ডাক্তার যখন তুহিনকে পরীক্ষা করেন তখণ সুফিয়াকে ডেকে মা নিম্নকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, 'মানসী কে?'
সুফিয়া কপাল কুঁচকে বলল, 'কেন আম্মু?'
'বিলাপ করলেও তুহিন তার মা'র সাথে কথা বলছিল। মানসীর জন্য তার মা বাবা দোয়া আশীর্বাদ করেছেন। মানসীর বাবা রাজি না হলে তার মা মানসীর বাবার সাথে ঝগড়া করবেন। মানসী কে, তুই চিনিস?' বলে মা অপলকদৃষ্টে তাকলে সুফিয়া মাথা নত করে নিম্নকণ্ঠে বলল, 'আমার ডাক নাম মানসী।'
'সত্যি বলছিস?'
'জি আম্মা।' বলে মা'র চোখের দিকে তাকিয়ে তছবি দেখায়।
'কে দিয়েছে?'
'কে যেন আমাকে বলছিলেন, তার বালিশের নিচে বরণমালা আছে। গলায় পরলে তোকে বরণ করবে।'

'সত্যি বলছিস তো?'
সুফিয়া অবাক হয়ে বলল, 'কেন আম্মু?'
'তোর শ্বশুর শাশুড়ি তোর জন্য দোয়া আশীর্বাদ করেছেন।'
আর কথা না বলে সুফিয়া মাথা নত করে দাঁড়িয়ে থাকে। বাবা উদ্বেজিত হচ্ছেন দেখে ডাক্তার সাধারণ কণ্ঠে বললেন, 'জ্বরের দরুন বিলাপ করছেন। মাথায় ভিজাপট্টি দিলে তাপমাত্রা কমবে। আচ্ছন্নতা দূর হলে এই ঔষধ খাওয়াবেন।'
ধন্যবাদ বলে ডাক্তারকে নিয়ে বাবা চলে যান। তুহিনের দিকে তাকিয়ে আঁচলে অশ্রু মুছে কিছু না বলে মা বেরিয়ে যান।
'কাঁচি নিয়ে আসো। শার্ট খুলতে হবে।' মুইনের দিকে তাকিয়ে ব্যস্তকণ্ঠে বলে সুফিয়া টান দিয়ে রেজাই সরায়। কথা না বলে তাহিরা এবং মালিহা বেরিয়ে যায়। মুইন দৌড়ে কাঁচি নিয়ে আসে। কাঁচি হাতে নিয়ে তাকে চলে যাওয়ার জন্য বলে বৃদ্ধা দরজা বন্ধ করে সাধারণকণ্ঠে বলল, 'বিবিজান, এই নিন কাঁচি।'
শার্ট কেটে খুলে ঠাণ্ডা পানিতে গামছা ভিজিয়ে তুহিনের শরীর মুছতে শুরু করে। ঠাণ্ডায় তুহিনের দাঁত কটকট করে। তাপমাত্রা কমে আচ্ছন্নতা দূর হলে চোখ মেলে সুফিয়াকে দেখে স্নিগ্ধ হেসে চোখ বুজে কথা বলে না। বাবা আসতে চান, এটা দেখেন ওটা দেখেন বলে মা উনাকে ব্যস্ত রাখেন। মালিহা কপট হেসে বলল, 'চাচি, আম্মা হয়তো চিন্তা করছেন। দয়া করে একটা ফোন করবেন?'
'তোমার চাচা করবেন। যাও, তোমার চাচার জন্য চা নিয়ে আসো।'
'জি আচ্ছা চাচি।' বলে মালিহা দ্রুত পাকঘরে গেলে তাহিরা বলল, 'আপা, বিবিজানের জন্য চা বানিয়েছিলাম। নিয়ে যাব?'
'আমি নিয়ে যাব। চাচার চা নিয়ে যা।' বলে মালিহা দ্রুত উপরে যেয়ে দরজায় ঠুকে। বৃদ্ধা দরজা খুলে দিলে কামায় প্রবেশ করে হাঁটু গেঁড়ে সুফিয়াকে মেঝেতে বসে তুহিনের মাথায় ভিজা পট্টি দিতে দেখে ম্লান হেসে পাশে যেয়ে বলল, 'নে, চা খা।'
'সই, তার এত জ্বর উঠল কেন?'
'ডাক্তার বলেছেন ঔষধ খাওয়ালে জ্বর কমবে। খাইয়েছিস?'
'ঔষধ কোথায়? কেউ আমাকে বলেনি কেন?' রাগান্বিত কণ্ঠে বলে সুফিয়া ডানে বাঁয়ে তাকিয়ে টেবিলের উপর ঔষধ দেখে ব্যস্তকণ্ঠে বলল, 'যা পানি নিয়ে আয়।'
মালিহা যেতে চাইলে বাঁধা দিয়ে বৃদ্ধা দ্রুত চলে যায়। কথা না বলে তুহিন চোখ বুজে আছে দেখে সুফিয়া অশ্রুবর্ষণ করে বলল, 'কুলনাশিনী আমি নয়নজলে জাতকুলে জলাঞ্জলি দিয়েছি, অবলা আমি তোমারে ভালোবেসে কালাপানিতে ভেসেছি। বন্ধু রে, তোমার চরণসেবা করার লাগি আমি সেবিকা হয়েছি। নয়ন মেলে দেখ, তোমার হাসি দেখার লাগি কান্নাবিন্দু ঝরাচ্ছি।'
তুহিন চোখ মেলে দুহাতে মুখ লুকিয়ে সুফিয়াকে কাঁদতে দেখে মৃদুহেসে বলল, 'মনের মানুষ হয়ে আমি মানসীকে বরণ করেছি, প্রিয়তমার বিধুবদন দেখে উজ্জীবিত হয়েছি।'
সুফিয়া দরজার দিকে তাকিয়ে বৃদ্ধাকে পানি নিয়ে আসতে দেখে হাতে ঔষধ নিয়ে তার মুখের কাছে নিয়ে বলল, 'ঔষধ খাও। জ্বর কমবে।'
'এত বড় বড়ি গিলব কেমনে?'

'আম্মুকে ডাকতে হবে।' বলে সুফিয়া মাথা তুলে দরজার দিকে তাকায়। তুহিন ব্যস্তকণ্ঠে বলল, 'ঔষধ দিচ্ছ না কেন?'
এমন সময় তাহিরা নিম্নব্যস্তকণ্ঠে বলল, 'বিবিজান, বাজান আসছেন।'
'সট করে ঔষধ খাও। নইলে দ্রুত সুস্থ হওয়ার জন্য আব্বু তোমাকে চারটা গিলাবনে। তাও পানি ছাড়া।' বলে সুফিয়া গেলাস এগিয়ে দেয়। কথা না বলে কষ্ট করে বড়ি গিলে শিউরে তুহিন বলল, 'ঔষধ এত তিতা কেন?'
এমন সময় বাবা কামরায় প্রবেশ করে দ্রুত বিছানার পাশে যেয়ে তুহিনের কপালে হাত বুলিয়ে মৃদুহেসে বললেন, 'এখন কেমন বোধ করছ?'
উনার চোখের দিকে তাকিয়ে কপট হেসে বলল, 'খুব কষ্ট হচ্ছে বাবা।'
'পালিয়েছিলে কেন?' বলে বাবা চোখ পাকিয়ে দাঁত কটমট করেন।
'জানলে পায়ে ধরে কেঁদে বলতাম, বাবা গো ভিখারিকে ভিক্ষা দাও।'
'তোমার আত্মীয়স্বজনের ঠিকানা দাও। বিয়ের কথা পাকা করার জন্য আমি যাব।'
'আপনিই আমার একামত্র আত্মীয়স্বজন। অন্যরা আমাকে চিনতে চায় না। আমিও তাদের ধারেপাশে যাই না।'
'ঠিকাছে।' বলে বাবা চেয়ার টেনে তার পাশে বসে মাথায় হাত বুলিয়ে সস্নেহে বললেন, 'ঔষধ খেয়েছ?'
'জি বাবা একটু আগে কয়েটা খেয়েছি। চার ছয় ঘণ্টা পরে আরো কয়েকটা খাব।' বলে তুহিন কপট হেসে সুফিয়ার দিকে তাকায়।
'তুমি আরাম করো আমি এখন চলে যাব।'
'বাবা, আমাকে সাথে নিন না হয় আমার সাথে থাকুন। আমার ভয় হচ্ছে।'
'ভয়ের কারণ নেই। আমি এখন মালিহার বাবাকে ফোন করব। তোমরা গপসপ করো।' বলে বাবা বেরিয়ে যান। সুফিয়ার দিকে তাকিয়ে তুহিন মৃদুহেসে নিম্নকণ্ঠে ডেকে বলল, 'মানসী। জানি না চোখ মেলে আধ হাত উপরে না পূবাকাশে সুর্যকে দেখব। তাই বলছিলাম কী, আজ রাতে তোমার সাথে আমি বিবাহবদ্ধ হতে চাই। বাবাকে বললে খুশি হয়ে কন্যাদান করবেন। দোহাই না বলো না।'
'আব্বুকে আমি বলতে চেয়েছিলাম। লজ্জা এবং ভয়ে বলিনি। অসমসাহসীর মত আব্বুর সামনে বিয়ের প্রস্তাব করলে, মরিয়া হয়ে হলেও তোমাকে সুখী করার চেষ্টা করব। এই মহানিশায় নিশিদান করলে, তোমার নাতী তোমার মত বীর্যবান হবে।'
'সত্যি বলছ?'
'তিন সত্যি।' বলে সুফিয়া মুচকি হাসলে অতর্কিতভাবে তুহিন বাবা বলে চিৎকার করে। মা বাবা দ্রুত যেয়ে চিৎকারের কারণ জানতে চাইলে বাবার চোখের দিকে তাকিয়ে ম্লানহেসে তুহিন বলল, 'কে কখন মরব কেউ জানি না। আমি মরলে একটা বংশ নির্বংশ হবে। আমার আত্মীয়স্বজন থাকলে নিশ্চয় বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে যেত। কিন্তু কেউ নেই।'
'সুফিয়ার মা। সুফিয়াকে নিয়ে একদিন এসেছিলাম। রাগীবের বাবা সুফিয়াকে কোলে নিয়ে কপালে চুমু দিয়ে বলেছিলেন, টাকা দিয়ে ছেলে কেনা যায় না। আমি হতবাক হয়ে মুখের দিকে তাকালে শরীর কাঁপিয়ে হেসে বলেছিলেন, ভাগ্যলক্ষ্মীকে আমার কোল থেকে কেড়ে না নিলে আমার ছেলে আপনাকে বাবা ডাকবে, মানে

আপনার সাথে আত্মীয়তা করতে চাই। আমি কিছু না বললে সুফিয়াকে আমার কোলে দিয়ে বলেছিলেন, ছেলেরা উত্তরাধিকারী হয় কিন্তু মেয়েরা আমানত।' বলে বাবা ধীরে ধীরে হেঁটে সুফিয়ার পাশে যেয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দুহাতে মুখ ধরে ঠোঁট কাপিয়ে বললেন, 'একমাত্র মেয়ের বাবা হলেও আমি আমানতদার মাত্র।'

'আব্বু গো।' বলে সুফিয়া কান্নায় ভেঙে পড়ে।

'আব্বু কোথাও যাব না।' বলে বাবা দুহাতে সুফিয়ার অশ্রু মুছে দিয়ে মৃদু হেসে বললেন, 'টাকা দিয়ে ছেলে কেনা যায় না তবে ভাগ্যলক্ষ্মীকে ঘরে আনতে হলে আমানতদারকে খুশি করতে হয়, নইলে আল্লাহ বেজার হন। আমাকে খুশি করতে হলে হয় রাগীবকে ঘরজামাই হতে হবে অথবা আমাকে এক কোঠা দিতে হবে।'

মা অবাককণ্ঠে বললেন, 'এসব কী বলছেন?'

'বলছি, আজ থেকে আমরা দুজন আমাদের দামান্দের বাসায় থাকব। দামান্দবেটা রাজি হলে বলো, ইমাম সাহেবকে নিয়ে আসব নইলে আমার মেয়েকে নিয়ে আমি চলে যাব।' বলে বাবা তুহিনের দিকে তাকান। তুহিন হতাশ হয়ে কাঁধ ঝুলিয়ে অশ্রুসজল চোখে তাকিয়ে বলল, 'বাবা, জানি আমি অযোগ্য, মানি আমি অপয়া। কিন্তু আমার মনে ইচ্ছা আপনার পদসেবা করি। বাবা, তুষেরাগুনে পুড়ে আমার অন্তর অলাত। একটিবার, মাত্র একটিবার আমাকে বুকে টানুন, নয়ন জলে অন্তরের আগুন নিবাতে চাই। আব্বা সবসময় আপনার কথা আমাকে বলতেন। আপনাকে কোনোদিন দেখিনি। আব্বা আম্মার এন্তেকালের পর একলা বসলে আমি আপনার কথা ভাবতাম। অপলকদৃষ্টে আকাশের দিকে তাকিয়ে আপনাকে দেখার চেষ্টা করতাম।'

সুফিয়াকে একপাশে সরিয়ে দুহাত প্রসারিত করে এগুলে বিছনা থেকে নেমে তুহিন উনাকে জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়ে। এমন সময় দৌড়ে কামরায় প্রবেশ করে শামীম বলল, 'এই তুহিন! কী হয়েছে কাঁদছিস কেন?'

সবাই চমকে তাকান। তুহিন ফুঁফিয়ে ফাঁপিয়ে বলল, 'খালাম্মা কোথায়?'

'আম্মা এসেছেন। কী হয়েছে তুই কাঁদছিস কেন?'

'মানসীর নামধাম জেনেছি। সামনের বাসায় থাকে। সুফিয়ার বাবা হলেন আব্বার বন্ধু।'

'আমার মন বলছে তাপ মাত্রা অতিক্রম করেছে। বরফের ভিতর বসিয়ে রাখতে হবে। এই মুইন! যা তো এক ট্রাক বরফ নিয়ে আয়। চাচা আপনি বসুন। ডাক্তার আমাকে সব বলেছেন। চিন্তা করবেন না, ঘণ্টা কয়েক বরফে বসিয়ে রাখলে তাপমাত্রা কমবে।'

'শামীম শোন। আমি এখন সুস্থ আছি। জ্বর কমেছে।'

'বকবক বন্ধ করে আমার কথা শোন। মানসী বা মানসসুন্দরী নামক আজব জীব জগতে একটাও নেই। ওরা ছলনাময়ী। ওদের পাল্লায় পড়লে ভুষ্টিনাশ হয়। মনের সুখ শান্তি অশান্তিপুরে দেশান্তরী হয়।' বলে শামীম দুহাতে তুহিনের কাঁধে ধরে জোরে বসিয়ে বিছানায় শুয়ায়। তাদের কথা শুনে কিছু না বলে মা বাবা নিচে চলে যান। তুহিন উঠে বসে শামীমের চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'জীবন খেলায় জয়ি হতে হলে বাস্তবতার মুখোমুখি হয়ে দুঃখ বরণ করতে হয়। কিন্তু আমরা সুখ ভালোবাসি, আরাম আয়েশ পছন্দ করি। টোনাটুনির নাম যে সুখপাখি

তা আমরা জানি না। যুদ্ধ জয় করতে হলে হৃদয়হীন হতে হয়। কিন্তু জীবনযুদ্ধে জয়ি হতে হলে নিয়তির সামনে মাথা নত করতে হয়। আপনজনকে খুশি করতে হলে আনন্দ বির্সজন দিতে হয়। প্রিয়জনকে সুখী করতে হলে নিজে দুখী হতে হয়। তাই তো বলি, জানি সুখী হতে পারব না আমি দুখী হতে পারব সুনিশ্চিত।' সুফিয়া এগুলে শামীম কপাল কুঁচকে বলল, 'আপনি কে?'

'তোর ভাবী।' তুহিন বিদ্রূপ হেসে বললে শামীম কপাল কুঁচকে বলল, 'কী বললে?'

'বলছি, যার দিকে ভ্যাদামাছের মত তাকিয়েছিস ও আমার মানসী। সজনী। প্রিয়সী। প্রিয়তমা। এখন গা ঝাড়া দিয়ে বল আমার মনাসী দেখতে কেমন?' বলে তুহিন বিদ্রূপ হাসে। কী জবাব দেবে শামীম যখন চিন্তাভাবনা করে তখন সুফিয়ার বাবা মুইনের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'রাগীব বলেছিল তার কোন আত্মীয় নেই, এখন কী করব?'

'আমি জানি না সাহেব। খালাম্মাকে জিজ্ঞেস করলে মঙ্গল হবে।' বলে মুইন কপট হাসে। শামীমের মা মৃদুহেসে বললেন, 'মানসী সম্বন্ধে আমাকে বলেছিল। মানসী আপনার মেয়ে হলে দুই রাকাত নফল নমাজ পড়ে কেঁদে আমি আম্মাজানের জন্য দোয়া করব। জানেন, আমার পাশেও বসে না। বলে, খালাম্মা আপনার অমঙ্গল হবে। আপনাদের সামনে আঁচল পেতে ভিক্ষা চাই।'

আঁচল পেতে শা'মীমের মা'কে কাঁদতে দেখে সুফিয়ার মা এগিয়ে দু হাত উনার আঁচলে রেখে বিচলিতকণ্ঠে বললেন, 'সব দিলাম।'

'আমাকে খালাম্মা ডাকে। দূর থেকে লুকিয়ে দেখে। জ্যৈষ্ঠমাসের ভরদুপুরে আইসক্রিমালাকে বাসায় পাঠায়, সে ভিতরে যায় না। আটই ফাল্গুনে দরজা খুলে সব জাতের ফুলে সাজানো পুষ্পস্তবকে মা লেখা দেখি। কত দিন কত চেষ্টা করেছি, একটিবার বুকে জড়িয়ে বলতে পারিনি, যাদুধন কেমন আছিস?'

উনারা যখন কথা বলেন, সুফিয়া তখন মালিহার দিকে তাকিয়ে বিদ্রূপহেসে বলল, 'পাইছিগ, বদমাশের নামধাম বল, আমার প্রিয়তম তাকে খুঁজে বার করবেন।'

'আম্মা গো উপরে আসুন।' শামীম চিৎকার করে। সুফিয়া চমকে উঠে দু হাতে কান চেপে গলা এবং গায়ের জোরে চিক্কুর দেয়, 'আব্বু গো।'

সুফিয়ার চিঁক শুনে মা বাবা যেয়ে কী হয়েছে জানতে চান। শামীম দৌড়ে তার মা'র পিছনে লুকিয়ে কম্পিতকণ্ঠ বলল, 'আ আ আম্মা গো, ভানুমতীর খেলা শুরু হয়েছে।'

বাবা সুফিয়ার পাশে যেয়ে বললেন, 'কী হয়েছে মা?'

'ষণ্ডার চিৎকার শুনে আমি চিঁক দিয়েছিলাম গো আব্বু।'

'তুমি না হয় ভয়ে চিঁক দিয়েছ সে চিঁক দিয়েছিল কেন?'

'আমি জানি না গো আব্বু। গুণ্ডাকে জিজ্ঞেস করুন সবার চক্ষু কর্ণের বিবাদভঞ্জন হবে।' বলে সুফিয়া শামীমের দিকে তাকিয়ে দাঁতে দাঁত পিষে।

'আচ্ছা। পরে তাকে জিজ্ঞেস করব। মালিহা আমার সাথে আসো।' বলে বাবা বেরোলে মালিহা সভয়ে উনকে অনুসরণ করে কামরা থেকে বেরোলে বাবা বিচলিত হয়ে বললেন, 'মালিহা, সুফিয়াকে বিয়ের সাজে সাজাও। এশার নমাজ পড়ে ইমাম সাহেবকে নিয়ে আসব।'

'চাচা, এসব কী বলছেন?'

‘হ্যাঁ রে মা, আজ রাতে কন্যাদান করে কাল দুপুরে বিবাহোৎসব করলে জাত ইজ্জত কমবে না। তোমার বান্ধবীকে বিয়ের সাজে সাজাও, আমি নমাজে যাব।’ বলে বাবা অশ্রু মুছে মুইনকে ডেকে চলে যান। মালিহা কামরায় প্রবেশ করে মলিন মুখে সুফিয়ার দিকে তাকিয়ে গম্ভীরকণ্ঠে ডেকে বলল, ‘সুফিয়া, এদিকে আয়।’

পাশে যেয়ে সুফিয়া কপাল কুঁচকে বলল, ‘কী হয়েছে?’

মালিহা বিচলিত হয়ে বলল, ‘আজ নিশায় তোদের যুগলমিলন হবে। নববিবাহিতা কর্তাগিন্নি মনানন্দে ফুলশয্যায় বাসর জাগবে।’

‘এসব কী বলছিস?’

‘তুই অন্য কামরায় যা।’ মাথা দিয়ে ইশারা করে নিম্নকণ্ঠে বলে মলিহা সুফিয়ার মা’কে ডাক দেয়, ‘চাচি, এদিকে আসুন।’

মা গেলে মালিহা বলল, ‘চাচি, চাচা বলেছেন বিয়ের সাজে সুফিয়াকে সাজাবার জন্য। নমাজ পড়ে ইমাম সাহেবকে নিয়ে আসবেন। এখন কী করব?’

‘সময় নষ্ট না করে জলদি সুফিয়াকে সাজাও। আমি আসছি।’ ব্যস্তকণ্ঠে বলে সুফিয়ার মা তুহিনের কামরায় প্রবেশ করে বললেন, ‘শামীম! দ্রুত বিয়ের তৈয়ারি করো। আজ রাতে ওদের বিয়ে হবে।’

সুফিয়ার মার কথা শুনে দুজন বিস্মিত হয়। তুহিনের দিকে শামীম অবাকদৃষ্টে তাকায়। তুহিন থতমত খেয়ে বলল, ‘মা, এসব কী বলছেন?’

সুফিয়ার মা ম্লান হেসে বললে, ‘হ্যাঁ। সুফিয়ার সাথে আজ তোমার আক্দ হবে।’

তুহিন দ্রুত আলমারি খুলে শাড়ি গহনা বার করে ঠোঁট কাঁপিয়ে বলল, ‘আব্বা আম্মা কিনেছিলেন।’

‘নিশ্চয় সুফিয়ার জন্য?’

‘জি মা।’

‘তুমি ওযূ করে তৈরী হও। সুফিয়াকে সাজাতে হবে।’ বলে সুফিয়ার মা দ্রুত চলে যান। শামীম কিছু বলতে চাইলে তুহিন চোখ পাকিয়ে বলল, ‘চোপ! ওযূ করে বর সাজতে হবে।’

‘যা! ঠাণ্ডা জলে গোসল করে সাফসুতরো হয়ে আয়।’

‘ঠিকাছে। এখন সসম্মানে গ্রহণ করে বিশিষ্ট অতিথির সেবা কর যেয়ে, আমি একল গোসল করব।’ বলে তুহিন বাথরুমে প্রবেশ করে।

‘আতিথ্যগ্রহণ করে আমি আজ গ্রহের ফেরে পড়েছি। মনে রাখিস! আমার বিয়ের দিন তোকে দিয়ে অবলা আপ্যায়ন করাব।’ বলে শামীম যখন পাকঘরে যায় মা তখন সুফিয়ার হাতে শাড়ী গহনা দিয়ে অশ্রুসজল চোখে তাকিয়ে বললেন, ‘তোর শ্বশুর শাশুড়ি তোর জন্য কিনেছিলেন।’

এমন সময় ইমাম সাহেবকে নিয়ে বাবা প্রবেশ করেন। শামীমের বাবাও উপস্থিত। তুহিনকে নিয়ে শামীম যায়। পাত্রী কোথায় ইমাম সাহেব জানতে চাইলে উনাকে নিয়ে বাবা উপরে যান। সব খুলে বলার পর ইমাম সাহেব বিয়ের খুতবা পড়ে সুফিয়াকে কবুল বলার জন্য বললে বাবা ওর পাশে বসে অশ্রুবিজড়িতকণ্ঠে বললেন, ‘আজ থেকে আব্বুর বাড়ি তোমার বাপের বাড়ি। কবুল বলে তুমি এখন পরকে আপন করে আপনকে পর করবে। খুশি মনে কবুল বলো।’

ফুঁফিয়ে ফাঁপিয়ে বাবার চোখের দিকে তাকিয়ে সুফিয়া অশ্রু ঝরিয়ে কবুল বলে মাথা নত করে কান্নায় ভেঙে পড়ে। বাবা ওর মাথা বুকের সাথে ছেপে ধরে শরীর কাঁপিয়ে কেঁদে অসহায়ের মত বললেন, 'এখন থেকে আব্বু তোমার পর হলাম।'
ইমাম সাহেব দাঁড়িয়ে বললেন, 'নিচে চলুন বরকে কবুল পড়াতে হবে।'
'জি হুজুর চলুন।' বলে বাবা ডান হাতে অশ্রু মুছে দাঁড়ান। কথা না বলে নিচে যেয়ে সব বিশ্লেষণ করে কবুল বলার জন্য বললে সুফিয়ার বাবার দিকে তাকিয়ে তুহিন কবুল বলে। ইমাম সাহেব কাবিন লিখে সুফিয়ার বাবার হাতে দিলে পরিবেশ নিস্তব্দ হয়। কেউ কথা বলে না। নীরবতা ভেঙে ইমাম সাহেব মৃদু হেসে বললেন, 'আমাকে মিষ্টিমুখ করাবেন না?'
'নিশ্চয় হুজুর।' বলে সুফিয়ার বাবা মুইনের দিকে তাকান। মুইন দৌড়ে গাড়ি থেকে মিষ্টি এনে শামীমের হাতে দেয়। সুফিয়ার বাবার সামনে গেলে উনি তাকে বললেন, 'হুজুরকে প্রথম দাও।'
'জি তালইসাহেব।' বলে শামীম ইমাম সাহেবের সামনে যায়। ইমাম সাহেব বিছমিল্লাহ বলে একটা হাতে নিয়ে মুখে দেন। তারপর একে একে সবাইকে মিষ্টিমুখ করিয়ে উপরে যায়। তার মা একটা হাতে নিয়ে সুফিয়ার মার মুখে দিয়ে নিজে একটা খেয়ে শামীমকে বললেন, 'বউমাকে একটা খাওয়া।'
'জি আম্মা।' বলে শামীম সুফিয়ার পাশে যেয়ে হাসার চেষ্টা করে বলল, 'ভাবী, আজ অনেকদিন পর আমার ভাই আনন্দে হেসেছে। জানি আপনি এখন কাঁদছেন কিন্তু আপনার গণ্ড বেয়ে আনন্দাশ্রু ঝরছে। আমাদের নয়নজলে আজ শাপমোচন হবে ইন শা আল্লাহ। এখন একগাল হেসে একটা মিষ্টি খাও, কষ্ট করে কয়েকটা সাবাড় করতে পারলে কথা বললে মধু ঝরবে। তবে সাবধান! মিছরির ছুরি দিয়ে কারু মনে ঘা মের না, সর্বনাশ হবে গো ভাবী।'
শামীমের কথা শুনে সুফিয়া কান্না থামিয়ে মুচকি হেসে হাত প্রসারিত করে।
'পাইছিগকে একটা দিলে কোণায় বসে খাবে, নইলে খামোখা ম্যাও ধরবে।' শামীম নিম্নকণ্ঠে বললে কথা না বলে সুফিয়া মিষ্টি হাতে নেয়। শামীমের মা এগুলে মালিহা লাফ দিয়ে দাঁড়িয়ে সুফিয়ার মা'র পাশে যেয়ে কপট হাসে।
'শামীম, আমার হাতে মিষ্টির দিয়ে আমার দামান্দকে নিয়ে আসো। আমরা পাকঘরে যাচ্ছি।' বলে মা শামীমের মাকে ডেকে দাঁড়ান। থাল হাতে দিয়ে শামীম নিচে গেলে সুফিয়ার বাবা বললেন, 'শামীম, রাগীবকে তার কামরায় নিয়ে যাও।'
শামীম দ্রুত তুহিনের পাশে যেয়ে নিম্নকণ্ঠে বলল, 'এই বর! বাসরঘরে যাবে?'
'জলদি নিয়ে যা। দেরি করলে তুই আক্ষিপ্ত হবে।' বলে তুহিন হাসার চেষ্টা করলে শামীম তার হাতে ধরে দ্রুত হেঁটে কামরার সামনে যেয়ে কপট হেসে বলল, 'এখান থেকে তুই একা যা, অবগুণ্ঠিতা দেখলে আমার লজ্জা লাগে।'
'তুই যা সবাইকে আপ্যায়ন কর যেয়ে। বাসরঘরে প্রবেশ করে আমি আমার মানসীকে খুশি করব। বাঁচলে সক্কালে দেখা হবে। দৌড়ে যা।' বলে তুহিন কামরায় প্রবেশ করতে চাইলে শামীম তার পিঠে ধাক্কা মেরে হাত পেতে বলল, 'আপ্যায়ন করব পরে আগে আজুরা দে।'
'কিসের আজুরা?'
'মালিহার হাত আমার হাতে দে, নইলে পেটে ব্যাথ হচ্ছে গো বলে দরজার সামনে

বসে কাঁদতে শুরু করব।'
'দাঁড়া! আজুরার হাত তোর হাতে দেওয়ার জন্য খালাম্মাকে ডাকব।' বলে তুহিন দাঁতে দাঁত পিষলে শামীম মুখ বেজার করে বলল, 'ঠিকাছে কদ্দিন পরে দিলে লাভ দিতে হবে না। তুই তোর মানসীর বাসরে যা, আমি নিচে যাব।'
'এই শামীম! আমার ভয় হচ্ছে। কী করব?'
'ভয়কে অভয় দিয়ে ভাবীর বগলে যা। এখন উলটা পালটা কিছু বললে গায়ের জোরে দেব একটা। যথেষ্ট কষ্ট দিয়েছিস। ভিতরে যা।' বলে শামীম দাবড়ি দেয়। সুফিয়া চমকে সামনে তাকায়। মালিহা লাফ দিয়ে ওঠে। তুহিন চমকে বলল, 'ধমক দিলে কেন?'
'সখুবাসরে বধু অপেক্ষমাণ। দৌড়ে বউর উরে যা। সবাইকে নিয়ে আমি চলে যাব। ভুখ লাগলে রান্নাবাড়া করে খাবে। হুটেলে যেতে হলে হেঁটে যেতে হবে। তুই হয়তো জানিস না। দূর! তুই তো আবার মানুষের কাছ থেকে দূরত্ব বজায় রাখিস। শোন! বিয়ের দিন বহুড়িরা কদম গুনে হাঁটে। হুটেলে যেতে হলে মাঝ পথে সুখের নিশি ভোর হবে। এখন ভিতরে যা।'
'বান্ধব! আমার বউর জন্য দোয় করিস।'
'আমরা সবাই তোদের জন্য দোয়া করব। এখন হাসি মুখে বাসরঘরে যা।'
'পাইছিগকে বগলে করে নে। লজ্জায় লজ্জিত হয়ে আমি শরমের গরমে ঘেমে জবজব। আমার বউ নিশ্চয় রেগে রাঙা হয়েছে। বন্ধু! হাত ধরে আমাকে বউর বাসরে নিয়ে যা।'
'ঠিকাছে।' বলে শামীম তাকে নিয়ে কামরায় প্রবেশ করে মালিহার দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বলল, 'ভাইর বাসরঘরে দাঁড়িয়ে বলছি, আমি তোমাকে ভালোবাসি। এখন নিচে চলো ভাবী সব সামলাবেন।'
মালিহা বিচলিত হয়ে সুফিয়ার হাত ধরে বলল, 'সুখবাসরে তোর মনের মানুষ এসেছেন। দোয়া করি তোমরা চিরসুখী হও।'
ওর হাত ধরে সুফিয়া সবিনয়ে বলল, 'আমার বরের জন্য দোয়া করিস।'
'পরীক্ষা সামনে। মনোযোগ দিয়ে বাড়ির কাজ করবে। আর শোন, সাতসকালে নাস্তা করার জন্য চালচিঁড়ে নিয়ে আসব।' বলে ঠোঁট টিপে দুষ্টু হেসে মালিহা দ্রুত বেরোলে কথা না বলে শামীম দরজা বন্ধ করে। তুহিন ধীরে ধীরে হেঁটে বিছানার পাশে যেয়ে সালাম করে। সুফিয়া কম্পিতকণ্ঠে জবাব দেয়। কেউ কথা বলে না। মা বাবাকে নিয়ে শামীম চলে যায়। হঠাৎ বিজলি চমকে গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি ঝরে পরিবেশ বর্ষামুখর হয়। সুফিয়া মাথা তুলে তাকিয়ে দেখে তুহিন বাইরে তাকিয়ে আছে। কী করবে ভেবে পায় না। তুহিন ঘুরে সুফিয়ার দিকে তাকিয়ে মৃদুহেসে বলল, 'হে বৃষ্টিবিলাসিনী! তোমাকে বাহুতে চাই, অপেক্ষমাণ। বরণ করো।'
সুফিয়া বিছানা থেকে নেমে মাথা নত করে ধীরে ধীরে হেঁটে সামনে যায়। ডান হাতে থুঁতি ধুরে মুখ উঁচিয়ে চোখের দিকে তাকিয়ে হাসার চেষ্টা করে তুহিন বলল, 'সংসারে তুমি ছাড়া আমার আর কেউ নেই।'
'তোমার সংসারে এসে আমি সংসারী হয়েছি। তোমার পরশ পেয়ে মন চিন্ময়ী হয়েছে। মনস্তুষ্টির জন্য তনুপরশ চাই। মনস্বী তুমি মনস্তাত্ত্বিকের মত মনের হাবভাব অনুভব করতে পারো। আমাকে আশীর্বাদ করো। মতান্তরে যেন মনান্তর

না হয়। মানসী আমি যেন তোমার মনোমতো হতে পারি।'
'মানসী! তোমাকে বরণ করে আমি আশীর্বাদধন্য হয়েছি। তোমাকে ভালোবেসে সজল নয়ন স্বপ্নিল হয়েছে। সুখবাসরে মানসীকে বাহুতে পেয়ে মন ভুলেছে অভিমান। বন্ধুকে বরণ করে কুলকামিনী তুমি কুলবতী হয়েছ। হাত ধরো! সুখের গন্তব্য পরিদৃশ্যমান।' বলে তুহিন মৃদু হাসে। সুফিয়া কিছু বলবে এমন সময় বেহলা বাজিয়ে গান গেয়ে কেউ যায়, 'বন্ধু রে ভালোবেসে গৃহহারা হইলাম গো, অনাথ হয়ে আমি বন্ধুর আদর না পাইলাম? যা চাইল সব দিলাম, চেঁচেপুঁছে বন্ধু আমারে নিঃস্ব করল, লোকে অখন বাউরা ডাকে গো, বন্ধু রে ভালোবাসে আমি বাউণ্ডুলে হইলাম।'
গান শুনে সুফিয়া অবাকদৃষ্টে তাকালে তুহিন মৃদুহেসে বলল, 'আমাকে ভালোবেসে নিশ্চয় আহাল হয়েছে?'
'তোমাকে ভালোবেসে আমি সম্মোহিত হয়েছিলাম। অবহেলিত হলে অত্যাহিত হত। তোমার বিরহে আমি বিদেহী হতাম।'
'মনস্বী হওয়ার জন্য তোমাকে ভালোবেসে আমি ভোগবাসনাবিমুখ হয়ে জেনেছি, ষড়রিপুর কুমন্ত্রনা ইচ্ছামৃত্যুর কারণ এবং স্বার্থোন্মত্ত পরস্বাপহারীরা আত্মহত্যা করে। ভালোবেসে নির্জন নিরালায় মানানন্দে রমিত হলে কুলকামিনী কুলকলঙ্কিনী হয়। আহ।' বলে তুহিন আক্ষিপ্ত হলে সুফিয়া আবেগপ্রবাণ হয়ে বলল, 'কলঙ্কের অর্থ বুঝি না আমি পরিণীত হয়েছি। হে পরিণেতা! পরিতাপ বাদ দিয়ে পরিতুষ্টির জন্য আমাকে ভালোবেসে পরিতুষ্টা করো।'
অপলকদৃষ্টে সুফিয়ার চোখের দিকে তাকিয়ে তুহিন বলল, 'অভীপ্সা মনে। রিপুর তাড়নে প্রক্ষুব্ধ হয়েছি। সুখবাসরে রমিত হবে তুমি আশীর্বাদপ্রাপ্ত। তনুমিলনে প্রাণবন্ত হব দুজন পরিতৃপ্ত। হাত ধরো, গন্তব্যের পথে অভিসারী হব।'
শান্তগম্ভীরকণ্ঠে সুফিয়া বলল, 'আল্লাহর বিধান অনুযায়ী আমি তোমার অর্ধাঙ্গিনী হয়েছি। এখন থেকে সুখ দুখের অর্ধেক আমার।'
তুহিন মৃদু হেসে বলল, 'অর্ধার্ধে সন্তোষসাধন হয় না। শান্তিস্বস্ত্যয়নের জন্য অর্ধার্ধি ভাগ করতে হয়। উরে আসো, অঙ্গীকরণে সমাসঙ্গ হব।'